ঈশ্বরের বাক্য - অলৌকিক কার্যকারী বীজ

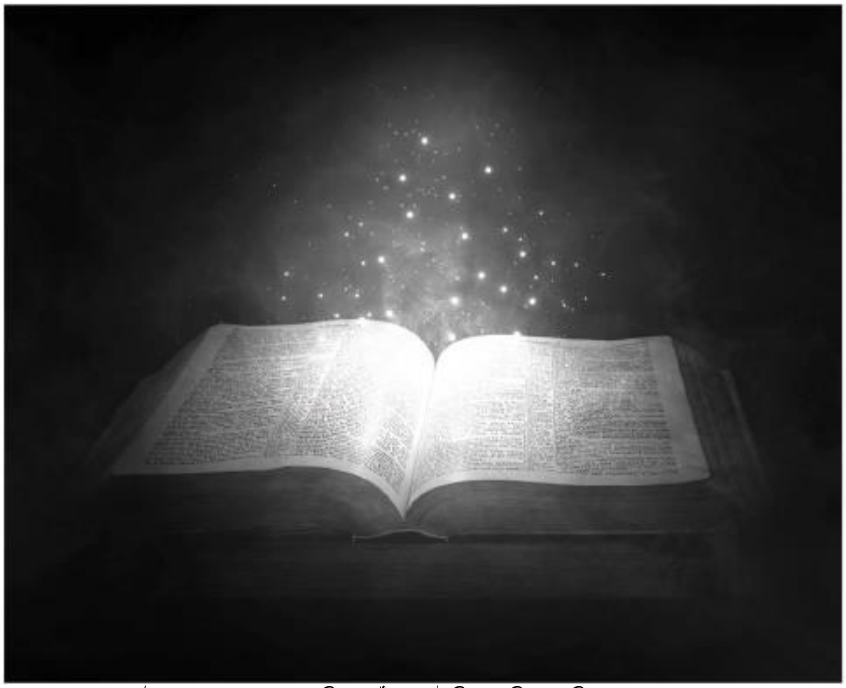

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর অলৌকিক শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করা।

আশিস রাইচুর

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Produced and distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
Revised from a previous APC book: “God’s Word” (February 2002)
Revised Edition: Digital Release September 2020 (version 1.0)
Translated into Bengali: December 2020

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the Bengali Revised Old Version Updated (ROVU), Bangladesh Bible Society.

Biblical definitions, Hebrew and Greek words and their meanings are drawn from the following resources:
Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, © 1984, 1996, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN.

FINANCIAL PARTNERSHIP
Production and distribution of this publication has been made possible through the financial support of members, partners and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free publication, we invite you to contribute financially to help with the producing and distribution of free publications from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page “Partner With All Peoples Church” at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST
To be notified when free publications are released from All Peoples Church, you may subscribe to our mailing list at apcwo.org

ঈশ্বরের বাক্য - অলৌকিক কার্যকারী বীজ

সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য

লূক ৮:১১

সূচীপত্র

১। ঈশ্বরের বাক্য: আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল....2
২। ঈশ্বরের বাক্য: এর পবিত্রতা ও পরাক্রম....6
৩। ঈশ্বরের বাক্য: অলৌকিক কার্যকারী বীজ....11
৪। সেই বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য....13
৫। এই বীজকে যেন অবশ্যই হৃদয়ের মধ্যে রোপণ করা হয়....16
৬। ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করা....19
৭। এই বীজকে যেন অবশ্যই রক্ষা করা হয় ও যত্ন নেওয়া হয়....31
৮। প্রকাশ: আত্মিক বোধশক্তি লাভ করা....34
৯। শস্যছেদন প্রতিরোধকারী: ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিরোধিতা....37
১০। শস্যছেদন প্রতিরোধকারী: কাঁটাঝোপ যা বাক্যকে চেপে দেয়....39
১১। তিনটি চাবিকাঠি: বুঝতে পারা, গ্রহণ করা, ধরে রাখা....41
১২। ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজ....44
স্বর্গদূতদের দ্বারা সুরক্ষা লাভ করা....44
অভিষেক....44
প্রার্থনার উত্তর লাভ করা....44
ঈশ্বরের যুদ্ধসজ্জা....44
গর্ভের সন্তান....44
বিশ্বাসীর অধিকার/কর্তৃত্ব....44
আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া....45
যীশুর রক্ত....45
সাহস....45
হাড়....45
মন্দ আত্মাদের দূর করা....45
সন্তান/শিশু....45
প্রত্যয়....45
সাহস....45
ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া....45
উদ্ধার/নিস্তার....46
লুট....46
বিশ্বাস....46
কৃপা ও ভাল সম্পর্ক....46
ভবিষ্যৎ....46
পবিত্র আত্মার বরদান....46
ঈশ্বরের মহিমা....46
ঈশ্বর কেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা....47
আমাদের ঈশ্বরের মহানতা....47
নির্দেশ লাভ....47
আরোগ্যতা ও সুস্বাস্থ্য....47
অসুস্থকে সুস্থ করা....47
পবিত্রতা (পাপের উপর বিজয়লাভ, নির্মলতা)....47
বাড়ি ও পরিবার....47
স্বামী....48

আনন্দ (দুঃখ অতিক্রম করা, দুঃখ) 48
জমি এবং সম্পত্তি বিষয়ক....................48
আইনি সমস্যা....................48
দীর্ঘ মেয়াদী হওয়া....................48
প্রেম....................48
মন....................48
শান্তি (ভয়, উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা অতিক্রম করা)....................49
পদোন্নতি 49
সমৃদ্ধি ও সাফল্য....................49
সুরক্ষা....................49
ঈশ্বরের যোগান....................49
নীরবতা....................49
মৃতদের বেঁচে ওঠা....................49
নিদ্রা....................49
পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া ও চালিত হওয়া 49
সামর্থ্য/শক্তি....................50
স্ত্রী....................50
প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি....................50

ভূমিকা

আমাদের প্রত্যেকেই জীবনে ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাই। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যে ঈশ্বরের শক্তি আমাদেরকে এবং অন্যদেরকে উদ্ধার করবে, সুস্থ করবে, নিস্তার দেবে এবং অলৌকিক কার্যসাধন করবে। প্রায়ই আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতার এক অসাধারণ প্রদর্শনের প্রত্যাশা করে থাকি, এমন এক যা আমাদের অবাক করে তুলবে। যদিও এটা সত্য যে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁর কাজকে অসাধারণ উপায়ে প্রদর্শন করে থাকেন, ও চিহ্ন কাজ ব্যবহার করে থাকেন, তবুও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়েও কাজ কররেন। ঈশ্বরের আত্মা তাঁর শক্তিকে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করেন। যদিও ঈশ্বরের বাক্যকে পাঠ করা, ধ্যান করা ও সেটাকে গ্রহণ করা আমাদের জীবনে অত্যন্ত দর্শনীয় লাগে না, তবুও এটা কোনো কম অসাধারণ বিষয় নয়, কারণ ঈশ্বর এখানেও কাজ করছেন। অনেক বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের এই অলৌকিক কাজটিকে হাতছাড়া করে, যেটা তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবাহিত করতে চান, কারণ সেই ব্যক্তিরা শুধুই দর্শনীয় বিষয়গুলির অন্বেষণ করতে থাকে।

আরেকটা সাধারণ সমস্যা এই যে অনেক বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে থাকে যে কখন তারা ঈশ্বরের পরাক্রমের পরিচর্যা তাদের উপর করবেন। যদিও ঈশ্বর অভিষিক্ত পরিচর্যাকারীদের নিযুক্ত করেছেন, যারা তাঁর আত্মার শক্তিতে লোকেদের সেবা করে থাকেন, অবশেষে, প্রত্যেক বিশ্বাসীরা যেন সেই স্থানে এসে পৌঁছোয় যেখান থেকে তারা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে ও তাঁর আত্মার দ্বারা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করতে শেখে। যীশু আমাদের সকলকে তাঁর কাছে আসার জন্য সরাসরি নিমন্ত্রণ করেছেন, তাঁর থেকে ভোজন ও পান করার জন্য, যাতে আমাদের প্রত্যেকে তাঁর অনুগ্রহের স্রোত হতে পারি অন্যদের জীবনে এবং তাদেরকেও যীশুর কাছে নিয়ে আসি যাতে তারাও তাঁর কাছ থেকে পান করতে পারে। আমরা যেন মধ্যস্ততাকারীদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে উঠি।

আমরা জানি যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন। এইভাবেই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে তাঁর শক্তিকে মুক্ত করার দ্বারা। ঈশ্বরের বাক্য জীবন ও ঈশ্বরের শক্তিকে বহন করে, যা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিককে প্রভাবিত করতে পারে। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্য দিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে তাঁর বাক্যের দ্বারাই কাজ করার অন্বেষণ করে থাকেন। তিনি এটাও প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে আমরা তাঁর বাক্যকে গ্রহণ করবো যাতে তাঁর বাক্যের মধ্যে জীবন ও শক্তি আমাদের জীবনে প্রকাশ পায় ও তাঁর অলৌকিক কাজ আমাদের জীবনে ঘটে।

ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে তাঁর বাক্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে যায়। ঈশ্বরের বাক্যের ধ্যান করার মধ্যে রয়েছে চিন্তাভাবনা করা, দৃশ্যমান করে তোলা, এবং স্বীকার করা। আপনি শিখবেন কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যের ধ্যান করতে হয় যাতে ঈশ্বরের বাক্যের অলৌকিক কার্যকারী বীজ আপনার জীবনে অলৌকিক কাজকে উৎপন্ন করতে পারে। এই পুস্তকটি কয়েকটি সরল সত্যকে প্রকাশ করে যা আমাদের সাহায্য করবে গ্রহণ করতে ও অনুভব করতে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিকে যা তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর আপনাকে আশরবাদ করুন!
আশিস রাইচুর

১। ঈশ্বরের বাক্য: আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল

আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের চলাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে, এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটা আমাদের সম্পূর্ণ খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতার গুণ ও মানকে নির্ধারণ করে। এটা হল ঈশ্বরের বাক্য। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে কী প্রকারের স্থান দিয়ে থাকি, সেটার উপর নির্ভর করে আমাদের পরিপক্কতার স্তর এবং ঈশ্বরেতে আমাদের গভীরতা। আমরা বিজয়ী ভাবে গমনাগমন করছি কিনা এবং কতটা পরিমাণে আমরা আশীর্বাদ লাভ করতে পারছি, সেই সব কিছু প্রবল ভাবে নির্ভর করে কতটা পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করতে পারছি এবং অনবরত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস করছি।

কিন্তু, এমন এক জগতে যেখানে দৃশ্যমান বিষয়গুলির পিছনেই অনুধাবন করা হয়ে থাকে, অনেকে “এই প্রাচীন পুস্তকের” বিষয়বস্তুর দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে না। কেনই বা একজন ব্যক্তি একটি সাধারণ ধর্মীয় পুস্তক থেকে পাঠ করবে, যেটার সম্বন্ধে কেউ কেউ সামাজিক ভাবে, সাংস্কৃতিক ভাবে ও নৈতিক ভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে বলে দাব করেছে? এবং দুঃখজনক বিষয় এই যে, এমনকি বিশ্বাসীদের মধ্যেও, একটি “নীরব সময়” বাধ্যবাধকতা ভাবে পালন করা ছাড়া, অনেকেই আছে যারা বুঝতে পারে না যে লিখিত ঈশ্বরের বাক্য তাদের জীবনে কী প্রকারের প্রভাব ফেলতে পারে। এটা সত্য যে, প্রথমে শাস্ত্র প্রাণহীন এবং অনেকের কাছে অসার মনে হতে পারে। কিন্তু যখন আমরা এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা শক্তিকে বুঝতে পারি এবং যে স্থান ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর বাক্যকে আমাদের জীবনে দিয়েছেন, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই বাক্য হল জীবন্ত! তখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শক্তি, সান্ত্বনা, প্রত্যাশা, বিশ্বাস, নির্দেশ, এবং প্রজ্ঞার উৎস হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাস্ত্রের কথাগুলির উপর ভিত্তি করি। জীবনের ঝড়গুলির মাঝেও, আমরা জানি যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের ধরে থাকবে ও উন্নীত করবে। অসুস্থতার মাঝেও, আমরা জানি যে ঈশ্বরের বাক্য আরোগ্যতা ও উদ্ধার নিয়ে আসবে। প্রতিকূলতা ও চাপের মাঝেও, আমরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমরা অসম্ভব বিষয়গুলির দিকে তাকিয়ে উপহাস করতে পারি সেই সম্ভাবনাগুলির কারণে যা আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দেখতে পাই। এমনকি যখন আমরা দেখতে পাইনা, স্পর্শ করতে পারি না, শুনতে পারি না, গন্ধ পাই না অথবা কোনো স্বাদ পাই না, তবুও আমরা জানি, কারণ ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে একটা দৃঢ় নিশ্চয়তা ও একটি অনড় প্রত্যয় উৎপন্ন করেছে।

আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এই যে প্রত্যেকে যারা এই পুস্তকটি পড়বে, প্রভুর সাথে গমনাগমনে তারা এই প্রত্যয়ে এসে পৌঁছবে। আপনি যদি ঈশ্বরের বাক্যের কিছু জ্ঞান ও বোধবুদ্ধি লাভ করেছেন, তাহলে আমরা আশা করি যে আপনি আরও বেশী শক্তিযুক্ত ও উৎসাহিত হবেন।

ঈশ্বরের লিখিত বাক্য, অনন্তকালীন বাক্য, মাংসে মূর্তিমান বাক্য

লূক ২৪:২৭
পরে তিনি মোশি হইতে ও সমুদয় ভাববাদী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

যীশু, ঈশ্বরের পুত্র ও অনন্তকালীন বাক্য (যোহন ১:১-৪), যিনি মাংসে মূর্তিমান বাক্য হলেন (যোহন ১:১৪), সেই লিখিত বাক্য দ্বারা জীবন যাপন করলেন, প্রচার করলেন, ও শিক্ষা দিলেন। তাঁর যুবক বয়স থেকেই, যীশু নিজেকে শাস্ত্র থেকে অধ্যয়ন করা ও শিক্ষা লাভ করার কাজে নিযুক্ত রেখেছিলেন (লূক ২:৪৬)। তিনি লিখিত বাক্য ব্যবহার করে প্রলোভনের প্রতিরোধ করেছিলেন (মথি ৪:১-১০)। মাংসে মূর্তিমান হওয়া বাক্য পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিল এবং শাস্ত্রকে পূর্ণ করার মত করে জীবন যাপন করেছিলেন (লূক ৪:২১; মার্ক ১৪:৪৯; লূক ২৪:৪৪)। এটা কি একটা অসাধারণ বিষয় নয়, যে অনন্তকালীন বাক্য, ঈশ্বর মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন, তিনি লিখিত বাক্যকে এতটা সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন? তাহলে আমাদেরকে কতটা না করা উচিৎ?

প্রচারের মূর্খতার দ্বারা

১ করিন্থীয় ১:২১
কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে যখন জগৎ নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পায় নাই, তখন প্রচারের মূর্খতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল।

ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞাতে নির্ধারণ করেছেন যে একজন মানুষের অনন্তকালীন গন্তব্য নির্ধারিত হবে সুসমাচারের বার্তার সরল প্রচারের মধ্যে দিয়ে। এটাকে বিবেচনা করুন! ঈশ্বর স্বর্গদূতদের কোনো বাহিনিকে বেছে নেননি খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেটা হল সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি। বরং, তিনিও প্রচার করার মত এক মূর্খ পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন, যেটা তিনি নশ্বর, পতনযোগ্য পাত্রের মধ্যে দিয়ে সাধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং, সুসমাচার প্রচার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন প্রেরিত্ পৌল ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ কেউ উভয় বার্তাকে ও প্রচার করার কাজকে মূর্খ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যারা আহূত, তাদের কাছে এই বার্তা ও প্রচার খ্রীষ্টকে প্রকাশ করে, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম (১ করিন্থীয় ১:২৪)। একই ভাবে, ঈশ্বর নির্ধারণ করেছেন যে লিখিত শাস্ত্র হল সেই অস্ত্র যার দ্বারা ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা আমাদের জীবনে আসবে। এটা একটা রহস্য যে কীভাবে একটি পুস্তকের পৃষ্ঠায় লেখা কথাগুলিতে, যেটাকে আমরা বর্তমানে বাইবেল বলে থাকি, ঈশ্বরের শক্তি ও প্রজ্ঞা রয়েছে আমাদের জীবনে প্রবাহিত করার জন্য। কীভাবে সাধারণ শব্দগুলি, যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি, হঠাৎ ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করে নেয়, কারণ সেইগুলি বাইবেলে লেখা আছে বলে? যদি শব্দগুলি নিজে থেকে সাধারণ, কিন্তু যে সত্য তারা উপস্থাপন করছে, সেটা ঐশ্বরিক। যদিও মানুষ এই শব্দগুলিকে সাজিয়ে লিখেছে, তবুও ঈশ্বর এই শব্দ দিয়ে গঠিত সত্যগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এবং এই সত্যগুলিকে বুঝতে পারার মধ্যে দিয়ে ও গ্রহণ করার মধ্যে দিয়েই আমরা ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি।

সকল শাস্ত্র "ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত"

২ তীমথিয় ৩:১৫-১৬
১৫ আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে।
১৬ ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী।

প্রেরিত যখন পবিত্র শাস্ত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি লিখিত শাস্ত্রকে উল্লেখ করেছিলেন। লিখিত শাস্ত্রের লেখন হিসেবে ঈশ্বরকে আখ্যা দিয়েছেন যখন তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি"। যদিও মানুষেরা তাদের কলম দিয়ে লিখেছেন, ঈশ্বর এই সকল বার্তার উৎস ও অনুপ্রেরণা ছিলেন। প্রেরিত পিতর এই কথাটিকে একটু সামান্য আলাদা ভাবে প্রকাশ করেছেন যখন তিনি বলেছেন, *"প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"*(২ পিতর ১:২০-২১)। প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি হল ভাববাণীমূলক কারণ এর উৎস হল ঈশ্বরের আত্মার অনুপ্রেরণা। লিখিত বাক্য ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আপনার সত্ত্বার গভীরে এই সত্যটিকে বিশ্বাস করা শাস্ত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারে। আপনি যদি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে সকল শাস্ত্রলিপি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহলে আপনার জীবনে আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান ও প্রাধান্য দেবেন। আপনি এটা জেনে বাইবেল খুলবেন যে বিশ্বজগতের ঈশ্বর আপনার সাথে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলি জানাচ্ছেন। তাঁর অসীম প্রজ্ঞা থেকে, তিনি সেইগুলিকে বেছে নিয়েছেন যা আমাদের পার্থিব জীবনের জন্য অপরিহার্য ও যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন, এবং সেইগুলিকে তিনি একটি পুস্তকের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করেছেন। শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা (মতবাদ), দৃঢ় প্রত্যয়, চেতনা, সংশোধন (অনুযোগ), ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

শাস্ত্র - ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একটি জানালা

গীতসংহিতা ১১৯:১৮
আমার নয়ন খুলিয়া দেও, যেন আমি দর্শন করি, তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখি।

শাস্ত্র আমাদেরকে জীবন্ত ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এটা ঈশ্বরের স্বভাব, চরিত্র, গুণ, এবং হৃদয়কে প্রকাশ করে। শাস্ত্রের পৃষ্ঠাগুলিতে, আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর কে, তিনি কী করেন, তাঁর অনুভূতি, এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষাগুলি। ফলস্বরূপ, শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি ও তাঁর সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলি। সম্পর্ক নির্ভর করে আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের উপর। যেখানে কোনো ব্যক্তিগত ভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না, সেখানে কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। আরও, আমাদের জ্ঞানের ও ঘনিষ্টতার গভীরতা আমাদের সম্পর্কের গভীরতাকে নির্ধারণ করে। সুতরাং, জীবন্ত ঈশ্বরের সাথে একটা গভীর ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, একজন ব্যক্তিকে তাঁকে ঘনিষ্ট ভাবে সেই ভাবে জানতে হবে যেমন শাস্ত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। বাইবেলের পৃষ্ঠাগুলি খোলা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ, কারণ এটা হল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর একটা জানালা। যখন আমাদের চোখ খুলে যায় এবং যে শব্দগুলি আমরা পড়ে থাকি, সেইগুলির পিছনে লুকানো অর্থগুলি আমরা দেখতে পাই, তখন আমরা ঈশ্বরের মহানতা ও মহিমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে থাকি। অন্য কিছুর উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানকে গড়ে তোলা - সেটা আমাদের অভিজ্ঞতা হোক, অন্যদের মতামত হোক, এবং অন্য কিছু হোক - সেটা সর্বদা সঠিক হবে না। এটা সত্য যে ঈশ্বর নিজেকে অন্যান্য স্থানেও প্রকাশ করে থাকেন, যেমন সৃষ্টি। কিন্তু, অন্যান্য উৎস থেকে আমরা যা তথ্য লাভ করে থাকি, সেইগুলিকে যেন লিখিত শাস্ত্রের আলোকে নিরীক্ষণ করে দেখি।

শাস্ত্র - আমাদের মানদণ্ড, আমাদের নিদর্শন

গীতসংহিতা ১১৯:১৩৩
তোমার বচনে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির রাখ, কোন অধর্ম আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক।

এমন এক জগতে যেখানে লোকেদের কাছে কোনো নির্দিষ্টই মানদণ্ড নেই সঠিক ও বেঠিক সম্পর্কে, আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের মানদণ্ড করে তোলার সিদ্ধান্তি নিই। জীবন সম্পর্কে শাস্ত্র যা কিছু বলে, সেইগুলিকে আমরা সত্য বলে মনে করি। ঈশ্বরের বাক্য যেটাকে সঠিক ও আদর্শবান মনে করে, আমরাও সেটাকে সঠিক ও আদর্শবান বলে মনে করি। ঈশ্বরের বাক্য যেটাকে বেঠিক, আমরাও সেটাকে বেঠিক বলে বিবেচনা করি। আমরা শাস্ত্রে উল্লেখিত নৈতিক মানগুলিকে যুক্তিসঙ্গত, প্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা করি না অথবা উদার চিত্তে সেইগুলিকে দেখে থাকি না। শাস্ত্রে যা কিছু লেখা আছে, সেটার থেকে কম কিছুতে আমরা স্থির হওয়ার জন্য বেছে নিই না।

ঈশ্বরের বাক্য হল আমাদের পথনির্দেশক। শাস্ত্রে দেওয়া নির্দেশগুলি অনুযায়ী আমরা আমাদের জীবনকে সাজিয়ে নিই। শাস্ত্র স্বামী, স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান, কর্মচারী, কর্মকর্তা, পরিচর্যাকারী এবং সাধারণ অর্থে প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য জীবন যাপনের একটি নিদর্শন স্থির করে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা আমাদের সর্বস্ব প্রচেষ্টা দিয়ে থাকি আমাদের আচরণ, জীবনশৈলী, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, লক্ষ্য, উচ্চকাঙ্খাগুলিকে শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী অভিযোজিত করতে। আমরা আমাদের সম্পূর্ণ জীবনটিকে তাঁর বাক্যের দ্বারা পরিচালনা করে থাকি।

শাস্ত্র - আমাদের কর্তৃপক্ষ

গীতসংহিতা ১১৯:১০১
আমি সমস্ত কুপথ হইতে আমার চরণ নিবৃত্ত করিয়াছি, যেন আমি তোমার বাক্য পালন করি।

আমাদের জীবনের চূড়ান্ত ও অন্তিম কর্তৃপক্ষ হিসেবে শাস্ত্রের অধীনে নিজেদের সমর্পণ করে থাকি। মানুষের তৈরি কাঠামো অথবা ব্যবস্থা যদি আমাদের সংশোধন করতে নাও পারে, আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সংশোধনের নীচে নিজেদের সমর্পণ করি। আমরা অপেক্ষা করি না যে কখন অন্যেরা আমাদের ভুল ও দোষ দেখিয়ে দেবে, যদিও কখনও কখনও তা প্রয়োজন। আমরা যদি সেই কাজগুলি করতে থাকি যেটা ঈশ্বরের বাক্য ভুল ও বেঠিক বলে থাকে, তখন আমরা পরিবর্তন করার জন্য ইচ্ছুক থাকি যাতে আমরা তাঁর বাক্যের বাধ্য হতে পারি। আমরা আমাদের জীবনকে অনুশাসিত করার জন্য বেছে নিই যাতে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একতায় চলতে পারি। ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে নিজেকে সমর্পণ করার অর্থ হল স্বয়ং ঈশ্বরের অধীনে নিজেকে সমর্পণ করা। শাস্ত্রের পরামর্শ ও নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা। প্রভু যীশু বলেছেন, *"যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্তা আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে"।* (যোহন ১২:৪৮)। ঈশ্বরের বাক্য হল সেই বিধান যেটা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষদের বিচার করা হবে।

এটা সময়, মানুষেরা যেন ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের প্রতি একটি সম্ভ্রম সহকারে ভয় প্রদর্শন করে। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্বের অধীনে বশীভূত হওয়া ছাড়া ঈশ্বরের অনুসরণকারী হতে পারব না। আমরা "শক্তিশালী বিশ্বাসী" হয়ে উঠতে পারব না যদি আমরা শাস্ত্রের বিপরীত সেই কাজগুলি করতে থাকি, যেগুলি আমাদের কাছে আরামদায়ক অথবা আমাদের যুক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় থাকে। বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা যেন আমাদের অনুভূতিগুলি ও যুক্তিগুলিকে ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে নিয়ে আসতে শিখি। আমরা যেন প্রত্যেক মন্দ বিষয় থেকে নিজেদের দূরে রাখি এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী রাখি, কারণ এটাই হল আমাদের জীবনের অন্তিম কর্তৃপক্ষ।

খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুর রূপে তোমাদের মধ্যে বাস করুক

কলসীয় ৩:১৬
খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর।

ঈশ্বরের বাক্য হল আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। আমাদের আত্মিক বৃদ্ধি ও পরিপক্কতার জন্য এটা হল একটি অপরিহার্য উপাদান। আমাদেরকে খ্রীষ্টেতে ও তাঁর বাক্যে অবস্থান করতে বলা হয়েছে (যোহন ১৫:৭)। আমরা আপনাকে এটাই আদেশ দিই যে ঈশ্বরের বাক্য যেন প্রচুর পরিমাণে আপনার অন্তরে বাস করে। শাস্ত্রের মধ্যে থেকে খুঁজতে, অধ্যয়ন করতে ও ধ্যান করতে অনেক সময় অতিবাহিত করুন। পবিত্র আত্মার কাছে অন্তর্দৃষ্টি ও অর্থ প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করুন। আপনার হৃদয়ে যেন প্রচুর পরিমাণে ঈশ্বরের প্রকাশের তত্ত্বজ্ঞান যেন সঞ্চিত থাকে। আপনি যা কিছু শিখেছেন, তা প্রায়ই পর্যালোচনা করুন। নিজেকে বারংবার সেই সকল আত্মিক সত্যগুলি স্মরণ করান যা ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করে থাকেন। বাক্য ব্যবহার করে ব্যক্তিগত গান ও প্রশংসা গীত ঈশ্বরের উদ্দেশে করুন। অন্যান্য বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিক্ষা দিন ও উৎসাহিত করুন। ঈশ্বর যে প্রকাশগুলি আপনাকে দিয়েছেন, সেইগুলিকে ব্যবহার করুন। এই ভাবে আপনি একটি শক্তিশালী ভিত্তিমূল গড়ে তুলতে পারবেন যার উপর আপনার খ্রীষ্টিয় জীবনের অভিজ্ঞতাকে গেঁথে তুলতে পারবেন।

যে ব্যক্তি উভয় ঈশ্বরের বাক্যকে শোনে ও অভ্যাস করে, প্রভুর দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি হল এমন একজন, যে দৃঢ় ও মজবুত ভূমিতে তার বাড়ি নির্মাণ করে থাকে (মথি ৭:২৪-২৫)। আপনার জীবনটিকে কী ধরণের ভিত্তিমূলের উপর গড়ে তুলছেন?

২। ঈশ্বরের বাক্য: এর পবিত্রতা ও পরাক্রম

ভারতবর্ষে, মানিপালে চার বছরের উত্তেজনাপূর্ণ কলেজ জীবন যাপন করার পর, বেশ কয়েকটা অসাধারণ বিষয় ঘটেছিল। সেইগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল যে ঈশ্বর আমাদের কয়েকজন যুবকদের - সাধারণ কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীদের - একসঙ্গে কাজ করে একটা ভিত্তিমূল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন যেটা অবশেষে একটা শক্তিশালী খ্রীষ্টিয় সহভাগীতা গড়ে উঠেছিল শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের মধ্যে। শিক্ষাবর্ষের শেষের দিকে, আমার অনেক বন্ধুরা বাড়ি চলে গিয়েছিল। এটা জেনে যে ডরমিটরিগুলি অত্যন্ত খালি ও জনশূন্য থাকবে কয়েকটা দিন, আমি কয়েকটি দিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যাতে আমি সেখানে প্রভুর সাথে একান্তে প্রার্থনায় সময় কাটাতে পারি। আমি বিশেষ ভাবে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ও আমার সামনে যে বিষয়গুলি আছে, সেইগুলি নিয়ে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম, এমনকি অনেক কিছু আমার কাছে অজানা ছিল। আমার প্রার্থনার এই সময়ে যিশাইয় ৪৫:১-৩ গভীর ভাবে আমার আত্মাকে প্রভাবিত করেছিল। আমার কাছে, এইগুলি কোনের প্রস্তর রূপী পদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল - বাইবেলের কয়েকটি পদ যা আমার হৃদয়ে একটা বিশেষ স্থান দখল করেছিল। আমি সেই বাক্যের অর্থগুলি বুঝতে পেরেছিলাম এবং কীভাবে সেই পদগুলি আমার জীবনে প্রয়োগ হবে, সেটাও জানতে পেরেছিলাম।

এই প্রতিজ্ঞার অংশ হিসেবে, প্রভু বলেছিলেন যে তিনি আমাদের অগ্রে যাবেন ও আমাদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করবেন, এবং এই দরজাগুলি বন্ধ হবে না। সেই দিন থেকে, আমি অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম যা অসম্ভব ছিল ও দরজা বন্ধ ছিল। সেটা ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য লাভ করা হোক, অথবা অন্য দেশে যাওয়ার জন্য ভিসা লাভ করার বিষয় হোক, অথবা ব্যক্তিগত আর্থিক অভাব হোক, এবং এরকম আরও অন্যান্য পরিস্থিতিতে, আমি বারংবার এই পদটির কাছে এসে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়েছি, তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলিকে স্বীকৃতি জানিয়েছি। আমি শাস্ত্রের এই পদগুলিকে নিয়ে, খ্রীষ্ট দত্ত কর্তৃত্ব ব্যবহার করে, পরিস্থিতির ও পরিবেশের উপর রেখেছি, এবং সেইগুলিকে পরিবর্তন হতে দেখেছি। আমি এই পদগুলির পবিত্রতা ও পরাক্রমের উপরে এতটাই নির্ভর করেছি যেটা আমার যুক্তিসঙ্গত মনের কাছে মূর্খতা মনে হয়েছিল। এবং আমি আনন্দের সাথে সাক্ষ্য দিয়েছি যে ঈশ্বরের বাক্য কখনই ব্যর্থ হয় নি! একইভাবে, সমস্ত বিশ্বজুড়ে অনেকে আছে, যারা সাক্ষ্যের পর সাক্ষ্য দিতে পারবে যে কীভাবে তারা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এবং কীভাবে তারা অব্যর্থ ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করেছে এবং কীভাবে তাঁর বাক্যের শক্তিতে তাদেরকে বিজয়ের মধ্যে দিয়ে গমন করিয়েছে।

একটা স্থান আছে যেখানে আমরা আসতে পারি, একটা স্থান যেখানে আমরা ঈশ্বরের মূল্যবান বাক্যকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি; একটা স্থান যেখানে আমাদের হৃদয় নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের বাক্যের সততা ও পরাক্রমকে আলিঙ্গন করে; একটা স্থান যেখানে তাঁর বাক্যকে সবকিছুর উপরে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকি; একটা স্থান যেখানে তাঁর বাক্য আমাদের চরিত্রকে, প্রভাবকে ও চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করে এবং আমাদের ক্রিয়াকলাপকে পরিচালনা করে; একটা স্থান যেখানে আমাদের হৃদয় আত্মিক বোধবুদ্ধির জন্য আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে যা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে আসে; একটা স্থান যেখানে শাস্ত্রে প্রকাশিত তাঁর মহিমাকে আরও বেশী ভাবে দেখতে পাই; একটা স্থান যেখানে আমরা নির্ভেজাল ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমোদ করতে পারব। আমাদের প্রার্থনা এই যে আমাদের প্রত্যেকে এই স্থানে অনবরত অবস্থান করার আনন্দ উপভক করতে পারে।

ঈশ্বরের সার্বভৌম হাত

রোমীয় ১১:৩৩
আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন বোধাতীত! তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়!

ঈশ্বরের বিচার সকল "বোধাতীত" অথবা মানুষের বোধগম্যের উর্ধ্বে। ঈশ্বরের সার্বভৌম হাত মানব ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে কাজ করে এসেছে, এবং প্রায়ই এমন ভাবে কাজ করেছে যা অত্যন্ত সাধারণ ও অস্পষ্ট মনে হয়েছে। প্রায়ই, ঈশ্বরের কাজগুলি অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়ে থাকে, কিন্তু তবুও এই কাজগুলি দৃশ্যমান অলৌকিক কাজগুলির থেকে কম কিছু নয়। একই ঈশ্বর যিনি পাথরের মধ্যে থেকে মুহূর্তের মধ্যে জল বের করে এনেছিলেন যখন মোশি তার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করেছিলেন, সেই একই ঈশ্বর বৎসলেল ও তার সহকর্মীদের মধ্যে দিয়ে কাজ করেছিলেন যখন তারা দিন-রাত প্রান্তরের মধ্যে আবাসতাম্বু নির্মাণের কাজ করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩১:১-১১)। মানুষের মনে, এটা মেনে নেওয়া কঠিন যে বৎসললের ও তার দলের পরিশ্রমযুক্ত কাজটির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর কাজ করেছিলেন। তবুও, ঈশ্বরের আত্মা, যিনি এই শিল্পীদেরকে প্রজ্ঞা, বোধবুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন।

এই সরল দৃষ্টান্তটিকে বিস্তারিত ভাবে দেখার মধ্যে দিয়ে, আমরা প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে ঈশ্বর সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁর ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে চলেছেন। বাইবেলের ৬৬টি পুস্তকের সংকলনের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল। ঈশ্বরের সার্বভৌম হাত কর্মরত ছিলেন যখন শাস্ত্রের ৬৬টি পুস্তকগুলিকে একত্রকরণের পদ্ধতি চলছিলো। মানুষের মন এই ধরণের দাবীগুলিকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। কিন্তু আমরা যারা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর তাঁর কাজকে নীরবে, এমনকি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে করে থাকেন, আমাদের কাছে এটা একটা দৃঢ় ও স্থায়ী সত্য!

এমনকি তাঁর নামেরও ঊর্ধ্বে

গীতসংহিতা ১৩৮:২
তব পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রণিপাত করিব, তব দয়া ও তব সত্য প্রযুক্ত তোমার নামের স্তব করিব; কেননা তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে তাঁর নামের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রেখেছেন। তিনি তাঁর বাক্যকে তাঁর নামের চেয়েও বেশী মহিমান্বিত করেছেন। ঈশ্বরের কাছে, তাঁর মুখ থেকে নির্গত বাক্য, তাঁর সুনামের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নাম - যেটা তাঁর পরিচয় - সেটা তাঁর বাক্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ! আমাদেরকে এই বিষয়টিকে বুঝতে হবে। তাঁর সুনাম নির্ভর করে তাঁর বাক্যের উপর। তাঁর নাম সম্মান ও মর্যাদা লাভ করে থাকে তাঁর বাক্য থেকে। এর দুটো গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, ঈশ্বরের দিক থেকে, যেহেতু তিনি তাঁর বাক্যকে তাঁর নামের চেয়েও বেশী মহিমান্বিত করেছেন, তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে তাঁর বাক্যকে ধরে থাকবেন। ঈশ্বরের বাক্যকে স্বয়ং সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, ও সর্ববিরাজমান ঈশ্বর সমর্থন করে থাকেন। তিনি বলেছেন, "কেননা আমি আপন বাক্য সফল করিতে জাগ্রত আছি" (যিরমিয় ১:১২)। দ্বিতীয়ত, আমাদের দিক থেকে, আমাদেরকে শুধু তাঁর নামের গুরুত্ব নয়, কিন্তু তাঁর বাক্যের গুরুত্তকেও উপলব্ধি করতে হবে। আমরা তাঁর নামে ডেকেছি ও উদ্ধার পেয়েছি (রোমীয় ১০:১৩)। এখন আমাদেরকে তাঁর বাক্যকে জানতে থাকতে হবে কারণ ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর বাক্যকে তাঁর নিজের নামের চেয়ে উচ্চ স্থান দিয়েছেন।

ঈশ্বরের বাক্য তাঁর চরিত্রের মতোই শক্তিশালী

ইব্রীয় ৬:১১-১৮
১১ কিন্তু আমাদের বাসনা এই, যেন তোমাদের প্রত্যেক জন একই প্রকার যত্ন দেখায়, যাহাতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশার পূর্ণতা থাকিবে;
১২ যেন তোমরা শিথিল না হও, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞা সমূহের দায়াধিকারী, তাহাদের অনুকারী হও।
১৩ কেননা ঈশ্বর যখন অব্রাহামের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির নামে শপথ করিতে না পারাতে আপনারই নামে শপথ করিলেন, কহিলেন,
১৪ "আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করিব, এবং তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব।"
১৫ আর এইরূপে দীর্ঘসহিষ্ণুতা করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন।
১৬ মনুষ্যেরা ত মহত্তর ব্যক্তির নাম লইয়া শপথ করে; এবং দৃঢ়ীকরণার্থে শপথই তাহাদের সমস্ত প্রতিকূলবাদের অন্তক।
১৭ এই ব্যাপারে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞার দায়াধিকারীদিগকে আপন মন্ত্রণার অপরিবর্তনীয়তা আরও অতিরিক্তরূপে দেখাইবার বাসনায় শপথের প্রয়োগ দ্বারা মধ্যস্থতা করিলেন;

১৮ অভিপ্রায় এই, যে ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন অপরিবর্তনীয় দুই ব্যাপার দ্বারা আমরা- যাহারা সম্মুখস্থ প্রত্যাশা ধরিবার জন্য শরণার্থে পলায়ন করিয়াছি- যেন দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই।

ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর নিজের শপথ দিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *"আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করিব"* এবং *"তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব"।* ঈশ্বর অব্রাহামকে দুটি অপরিবর্তনশীল বিষয় দান করেছিলেন - তাঁর প্রতিজ্ঞা (বাক্য) ও তাঁর শপথ। যখনই ঈশ্বর বলেন, "আমি…করিব" তখন তিনি আমাদেরকে দুটি অপরিবর্তনশীল বিষয় দান করেন - তাঁর প্রতিজ্ঞা (তাঁর বাক্য) এবং তাঁর শপথ, যা সেই প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করে। ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্য (প্রতিজ্ঞা) হল একটা শপথ নেওয়া বাক্য এবং একটি সম্মানীয় বিষয় কারণ এটা উভয় একটা প্রতিজ্ঞা ও একটি শপথ। *"তিনি আপনারই নামে শপথ করিলেন"।* ঈশ্বরের শপথ নির্ভর করে তাঁর নিজের সত্ত্বার উপর। তাঁর নিজের সত্ত্বার মত আর কোনো কিছুই অপরিবর্তনশীল নয়, কারণ তিনি হলেন ঈশ্বর যার চরিত্র অপরিবর্তনশীল। তিনি বলেছেন, "কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্তন নাই" (মালাখি ৩:৬ক)। সুতরাং, ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্য ঈশ্বরের অপরিবর্তনশীল চরিত্র দ্বারা সমর্থিত। এবং ঈশ্বরের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে ঈশ্বরের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব।

তিনি হলেন *"মিথ্যাকথনে অসমর্থ ঈশ্বর"* (তীত ১:২ক)। প্রত্যেক বাক্য যা তিনি বলেছেন, তা হল সত্য। যেমন যীশু বলেছেন, *"তোমার বাক্যই হল সত্য"* (যোহন ১৭:১৭খ)। আমাদেরকে এমন একটা স্থানে আসতে হবে যেখানে আমরা ঈশ্বরের অপরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করতে পারি। আমরা জানি যে তিনি কখনই মিথ্যা কটা বলতে পারেন না, এবং সেই কারণে তাঁর প্রত্যেকটি কথা সত্য। *"ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্য-সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন; তিনি কহিয়া কি কার্য করিবেন না? তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না?"* (গণনাপুস্তক ২৩:১৯)। যখন আমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হই, তখন, যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, আমরা *"দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই"* (ইব্রীয় ৬:১৮)।

নির্মল বাক্য

গীতসংহিতা ১২:৬
সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্মল বাক্য; তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাঁটি করা রৌপ্যের তুল্য, সাত বার পরিষ্কৃত রৌপ্যের তুল্য।

আমাদের ঈশ্বর হলেন সত্যের ঈশ্বর। তাঁর বাক্য সত্য, নির্মল। ঈশ্বরের বাক্য নির্ভুল। *"তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য"* (গীত ১১৯:১৬০ক)। *"সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার একটি কথাও পতিত হয় নাই"* (১ রাজাবলি ৮:৫৬খ)। দৃঢ় সঙ্কল্প সহ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কোনো সন্দেহ ছাড়াই তাঁর প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে, সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তাঁর নির্দেশকে গ্রহণ করা যেতে পারে। ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল স্বর্গে সংস্থাপিত (গীত ১১৯:৮৯)। এইগুলি কখনই পরিবর্তিত হবে না, কারণ তিনি কখনই তাঁর চুক্তি ভাঙবেন না অথবা যা তিনি বলেছেন, সেটাকে অন্যথা করবেন না (গীত ৮৯:৩৪)। তাঁর বাক্য চিরস্থায়ী (১ পিতর ১:২৩)। তাঁর বাক্য হল একটি শক্তিশালী সুরক্ষা কারণ এর মত আর কিছু নির্মল, নিশ্চিত, ও চিরস্থায়ী হতে পারে না।

ঈশ্বরের বাক্য হল ঈশ্বরের শক্তির বাহক

ইব্রীয় ১১:৩
বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই।

ইব্রীয় ১:৩
ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

ইব্রীয় ৪:১২
কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক।

বাইবেল আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর তাঁর মুখের বাক্য দ্বারা এই বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছিলেন। এটাকে বিশ্বাস করা অনেক যুক্তিসঙ্গত, এটা বিশ্বাস করার অপেক্ষায় যে সবকিছু নিজে থেকে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, যেমন "বিগ ব্যাঙ" ও অন্যান্য মতবাদ বিশ্বাসী লোকেরা দাবী করে থাকে। আমরা বুঝতে পারি যে *"যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হয়েছে"।* এই বিশ্বজগত ঈশ্বরের মুখ নির্গত বাক্য দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, আকার পেয়েছে ও সেজে উঠেছে। *"কোন প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই"*- অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা দৃশ্যমান বিষয়গুলি অদৃশ্য বিষয় থেকে উতপত্তি হয়েছে (ইব্রীয় ১১:৩)। আত্মিক থেকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বিষয়গুলি সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি শক্তিশালী সত্যি, যেটাকে আমাদের উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরের বাক্য অদৃশ্য, আত্মিক ছিল যা দৃশ্যমান জগতটিকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় ঈশ্বরের মুখ নির্গত বাক্য দ্বারাই শুধু সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু ইব্রীয় ১:৩ পদ অনুযায়ী সকল বিষয় ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা স্থিত রয়েছে। সমস্ত বিশ্বজগত ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই স্থিত রয়েছে, নিয়ন্ত্রণে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে।

আমরা এই সত্যটি বুঝতে পারি, যখন আমরা উপলব্ধি করি যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি পরিপূর্ণ ভাবে রয়েছে। পদার্থবিদ্যায়, আলোর একটি বৈশিষ্ট্যের একটি থিয়োরি ব্যাখ্যা করে যে আলোর মধ্যে ফোটন নামক আলো-কণা রয়েছে। ফোটন হল শক্তি-কণা। যখন এই ফোটনগুলি কোনো উপযুক্ত টার্গেটের উপর গিয়ে পড়ে, তখন তারা কিছুটা শক্তি ছেড়ে দেয়। একইভাবে, আমরা আমাদের মনের মধ্যে এই চিত্রটি আঁকতে পারি, ঈশ্বরের বাক্য হল শক্তি-কণা, যার মধ্যে সর্বশক্তিমানের শক্তি রয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য এই ঐশ্বরিক শক্তিকে ছাড়েন ও ঈশ্বরের সৃজনশীল কাজকে সম্পন্ন করে থাকে।

ঈশ্বর যদি এই সমস্ত বিশ্বজগতকে তাঁর বাক্যের শক্তির দ্বারা অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন, তাহলে তিনি কি আমাদের জীবনের মধ্যে সেই বিষয়গুলিকে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারেন না, যেগুলি বর্তমানে অস্তিত্বে নেই? যেখানে অসুস্থতা রয়েছে, সেখানে ঈশ্বর সুস্থতা ও স্বাস্থ্য নিয়ে আসতে পারেন তাঁর বাক্যের শক্তির দ্বারা। যেখানে অভাব রয়েছে, সেখানে ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিতে তিনি যোগান দিতে পারেন। ঈশ্বরের সৃজনশীল শক্তি তাঁর বাক্যের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং, ঈশ্বরের বাক্য সেই সকল বিষয়গুলিকে সৃষ্টি করতে পারে (অস্তিত্বে নিয়ে আসতে পারে) যা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, এমনকি সেইগুলি যদি বর্তমানে আমাদের জীবনে অস্তিত্বে নাও থাকে।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে ব্যবহার করেছিলেন এই বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করতে, আকার দিতে ও সাজিয়ে তুলতে। ঈশ্বর কি তাঁর বাক্যের দ্বারা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করতে, আকার দিতে ও সাজয়ে তুলতে পারেন না? ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে শক্তি রয়েছে যা আমাদের বর্তমানকে পরিবর্তন করতে পারে ও আমাদের ভবিষ্যতকে আকার দিতে পারে।

এই সমস্ত বিশ্বজগত ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা স্থিত রয়েছে, নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে। তাই, ঈশ্বরের বাক্য কি আমাদের জীবনকেও তুলে ধরতে, নিয়ন্ত্রণ করতে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারেন না? ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি রয়েছে, আমাদেরকে ধরে রাখার জন্য, নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য।

প্রতিজ্ঞার উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা

রোমীয় ৪:১৮
অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,' এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হন।

ঈশ্বরের বাক্যের নির্মলতা ও শক্তিকে উপলব্ধি করা আমাদেরকে দৃঢ় প্রত্যয় প্রদান করে থাকে বাক্যের উপর নির্ভর করার জন্য। ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য এবং তাই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে বাক্যের মধ্যে যা কিছু প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তা আমরা অবশ্যই লাভ করবো।

অব্রাহামের মত, কোনো প্রত্যাশা না থাকলেও, আমরা তবুও বিশ্বাসের উপর প্রত্যাশা রাখি যে আমরা একদিন সেইরূপ হবো যা ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমরা এটা করি কারণ আমরা ঈশ্বরের বাক্যের নির্মলতা ও শক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমরা জানি যে তাঁর বাক্য কখনই ব্যর্থ হয় না।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আর্থিক ভাবে কঠিন সময়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আমরা চিন্তা করি যে কখনও কি আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে আমাদের পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে কিনা। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমাদের সকল পার্থিব প্রয়োজনগুলি তিনি মেটাবেন। আমরা জানি যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন *"ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন"* (ফিলিপীয় ৪:১৯)। আমরা জানি যে যখন আমরা *"যখন ঈশ্বরের রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয়ে সর্বপ্রথম অন্বেষণ করি",* তখন আমাদের পার্থিব সকল প্রয়োজন আমাদের দেওয়া হবে (মথি ৬:৩৩)। আমরা জানি যে যখন আমাদের কাছে যা কিছু আছে, সেই দিয়ে ঈশ্বরের সম্মান করে থাকি, তখন তিনি আমাদের অর্থ বৃদ্ধি করে থাকেন (হিতোপদেশ ৩:৯-১০; মালাখি ৩:৯-১১)। যখন আমরা জানি যে এই সকল প্রতিজ্ঞাগুলি নির্মল ও এর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি রয়েছে, তখন সেইগুলিকে আমরা বিশ্বাস সহকারে ধরে থাকি। আমরা জানি যে এই বাক্যের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি রয়েছে যা আর্থিক আশীর্বাদের অলৌকিক কাজ আমাদের জীবনে সাধন করতে পারে ও আমাদের পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে পারে। আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞার উপর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

কেউ কেউ হয়ত তাদের ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমনকি যখন বিষয়গুলি অস্পষ্ট, এমনই আশাহীন, ও অন্ধকারময়, তখন ঈশ্বরের বাক্য প্রত্যয় ও নিশ্চয়তা নিয়ে আসে আমাদের জীবনে। ঈশ্বরের বাক্য বলে, "আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে" (রোমীয় ৮:২৮)। ঈশ্বর জানেন যে তিনি আমাদের জন্য কী পরিকল্পনা করেছেন, সমৃদ্ধের পরিকল্পনা, এবং আমাদের প্রত্যাশিত ভবিষ্যতকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা (যিরমিয় ২৯:১১)। আমাদের "পথ প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায়, যাহা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান হয়" (হিতোপদেশ ৪:১৮)। সুতরাং, আমরা আশা করতে পারি যে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা জানি যে আমাদের পদক্ষেপ সদাপ্রভুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (গীত ৩৭:২৩-২৪)। এইগুলি এবং আরও অনেক শাস্ত্রাংশ আমাদেরকে সাহস ও প্রত্যয় দিয়ে পূর্ণ করে। আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞার উপর দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।

একইভাবে, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আমরা প্রভুর প্রতিজ্ঞাগুলি ও আদেশগুলিকে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা তাঁর বাক্যকে নির্মল ও শক্তিতে পরিপূর্ণ বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে অসীম শক্তিকে এবং আমাদের জীবনে এটা কী কী বিষয়কে সম্ভব করে তুলতে পারে, সেইগুলিকে উপলব্ধি করার পর, আমাদের কী করণীয় আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিকে অনুভব করার জন্য? কোন বিষয়টি ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিকে একজন বিশ্বাসীর জীবনে প্রকাশিত হয়ে থাকে? এই বিষয়টি আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করবো।

৩। ঈশ্বরের বাক্য: অলৌকিক কার্যকারী বীজ

প্রভু যীশু প্রায়ই দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দিতেন। দৃষ্টান্ত হল আমাদের দইনিন্দিন জীবন থেকে একটি কাহিনী, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত আমাদের শেখায় যে কীভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই দৃষ্টান্তটির সাথে অবগত আছেন - বীজ বপকের দৃষ্টান্ত, যা তিনটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে (মথি ১৩:১-৯,১৮-২৩; মার্ক ৪:১-১০,১৩-২০; লূক ৮:৪-৮,৯-১৫)। আসুন, আমরা মার্ক লিখিত সুসমাচার থেকে এই দৃষ্টান্তটি পড়ি এবং তিনটি সুসমাচার থেকেই এর অন্তর্নিহিত অর্থকে বের করবো।

বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত

মার্ক ৪:১-১০,১৩-২০
১ পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে এত অধিক লোক একত্র হইল যে, তিনি একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে বসিলেন, এবং সমাগত লোক সকল সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল।
২ তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশের মধ্যে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,
৩ শুন; দেখ, বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল;
৪ বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল।
৫ আর কতক বীজ পাষাণময় স্থানে পড়িল, যেখানে অধিক মাটি পাইল না; তাহাতে অধিক মাটি না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল,
৬ কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল, এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল।
৭ আর কতক বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কাঁটাবন বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল, তাহার ফল ধরিল না।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ও বাড়িয়া উঠিয়া ফল দিল; কতক ত্রিশ গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক শত গুণ ফল দিল।
৯ পরে তিনি কহিলেন, যাহার শুনিবার কান থাকে, সে শুনুক।
১০ যখন তিনি নির্জনে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গীরা সেই দ্বাদশ জনের সহিত তাঁহাকে দৃষ্টান্ত কয়টির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।
১৩ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই দৃষ্টান্ত কি বুঝিতে পার না? তবে কেমন করিয়া সকল দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারিবে?
১৪ সেই বীজবাপক বাক্য-বীজ বুনে।
১৫ পথের পার্শ্বে যাহারা, তাহারা এমন লোক, যাহাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বুনা যায়; আর যখন তাহারা শুনে, তৎক্ষণাৎ শয়তান আসিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা বপন করা হইয়াছিল, সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া যায়।
১৬ আর সেইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা বাক্যটি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আহ্লাদপূর্বক গ্রহণ করে; ১৭ আর তাহাদের অন্তরে মূল নাই, কিন্তু তাহারা অল্পকাল মাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়।
১৮ আর অন্য যাহারা কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, তাহারা এমন লোক,
১৯ যাহারা বাক্যটি শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে,
২০ তাহাতে তাহা ফলহীন হয়। আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা সেই বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে, এবং কেহ ত্রিশ গুণ, কেহ ষাট গুণ, ও কেহ শত গুণ, ফল দেয়।

বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত সহজ ও সরল একটা দৃষ্টান্ত যা আমরা বুঝতে পারি, বিশেষ ভাবে সেই সকল মানুষদের কাছে যারা কোনো প্রকারের বীজ বপনের অথবা গাছ-পালা যত্ন নেওয়ার কাজ করে থাকে। প্রভু সরল দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের কাজের একটি গভীর ও শক্তিশালী সত্যকে প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত, সক্রিয়, এবং ঈশ্বরের শক্তিতে পরিপূর্ণ (ইব্রীয় ৪:১২)। এই দৃষ্টান্তটি আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যের জীবন ও শক্তি আমাদের জীবনে মুক্ত হতে পারে। এটা এও প্রকাশ করে যে কোন বিষয়গুলি ঈশ্বরের বাক্যকে ফলপ্রসূ হতে বাধা দিয়ে থাকে।

এই দৃষ্টান্তটি হল একটি মূল দৃষ্টান্ত যা অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। যীশু বলেছেন, “এই দৃষ্টান্ত কি বুঝিতে পার না? তবে কেমন করিয়া সকল দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারিবে?” (মার্ক ৪:১৩)। এর অর্থ হল দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: প্রথমত, আমরা যদি এই দৃষ্টান্ত থেকে আত্মিক সত্য ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে শিখি, তাহলে আমরা অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলি থেকেও তা করতে পারব। দ্বিতীয়ত, এই দৃষ্টান্তে যে সত্যগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, সেইগুলি মূল সত্য যা আমাদেরকে অন্যান্য দৃষ্টান্তে প্রকাশিত সত্যগুলিতে গমন করতে সাহায্য করবে।

আসুন, আমরা বীজ বাপকের দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে মূল বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করি। এই সারাংশের মধ্যে দিয়ে, আমরা তিনটি সুসমাচারে লিপিবদ্ধ কথাগুলি থেকে বের করি।

১) ঈশ্বরের বাক্য হল বীজের মত (মার্ক ৪:১৪)।
২) আমাদের হৃদয় হল সেই ভূমি, যেখানে ঈশ্বরের বাক্যকে বপন করার প্রয়োজন আছে (মার্ক ৪:১৫)।
৩) বীজটিকে রক্ষা করা ও যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে যদি আমরা সেখান থেকে ফল উৎপন্ন হতে দেখতে চাই।
৪) আমরা যেন বাক্যকে বুঝতে পারি (আত্মিক সত্যগুলিকে বুঝতে পারি) যাতে সেই বাক্যকে শয়তান চুরি করতে না পারে (মথি ১৩:১৯)।
৫) আমরা যাই কষ্টভোগ করি না কেন অথবা তাড়নার সম্মুখীন হই না কেন - জগত থেকে অথবা শয়তান থেকে - আমরা যেন বাক্যকে শক্ত ভাবে ধরে থাকি এবং আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে তুলি যাতে এটা ফল উৎপন্ন করতে পারে (মার্ক ৪:১৬-১৭)।
৬) আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে সেই সকল বিষয় থেকে রক্ষা করে রাখি যা ঈশ্বরের বাক্যকে চেপে দিতে পারে: এই জগতের চিন্তা, ধনের প্রতারণা, অন্যান্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা, এবং জীবনের অভিলাষ (মার্ক ৪:১৯)।
৭) আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারি (মথি ১৩:২৩), গ্রহণ করি (মার্ক ৪:২০) এবং হৃদয়ের মধ্যে ধরে রাখি (লূক ৮:১৫), তখন আমরা আমাদের জীবনে ফল ধারণ করি।

এই প্রত্যেকটি প্রধান অন্তর্নিহিত অর্থগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করবো, এবং ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে বপন করার প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ মনোযোগ দেবো।

৪। সেই বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য

লূক ৮:১১
দৃষ্টান্তটি এই; সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য।

১ পিতর ১:২৩
কারণ তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ।

এই দৃষ্টান্তে প্রথম যে সত্যটি আমরা লক্ষ্য করি যে ঈশ্বরের বাক্য হল বীজের মত। যখন আমরা একটা বীজকে হাতের মধ্যে ধরি, তখন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বহীন ও নির্জীব মনে হয়। আমরা কল্পনা করতে পারি না যে একটি বীজকে যখন মাটিতে বপন করা হয়, তখন সে অঙ্কুরিত হয়, শেকড় মাটির নীচে যেতে থাকে, এবং অবশেষে একটি গাছে পরিণত হয়। এই বীজের ভিতরে সেই ক্ষমতা আছে একটা সম্পূর্ণ নতুন গাছকে জন্ম দেওয়া। অর্থাৎ, বীজের মধ্যে একটা সৃজনশীল ক্ষমতা রয়েছে, কারণ এটা এমন একটা বিষয়কে জন্ম দেয়, যেটার অস্তিত্ব আগে ছিল না। এ ছাড়াও, এই বীজ যদি কোনো ব্যাগ অথবা বাক্স বন্দী হয়ে থাকে, তাহলে এটা তার ক্ষমতাকে প্রদর্শন করতে পারে না। একটা বীজের মধ্যে লুকানো শক্তি তখনই প্রকাশ পায় যখন এটাকে বপন করা হয় ও সেটার যথাযথ লালনপালন করা হয়।

ঈশ্বর আমাদের কাছে যে প্রত্যেকটি বাক্য বলেছেন, সেটা হল এক একটা বীজ। বাইবেল হল একটা ব্যাগ যেখানে প্রচুর পরিমাণে বীজ রয়েছে। আমরা ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্য অথবা প্রতিজ্ঞাগুলিকে একটা একটা অলৌকিক কার্যকারী বীজ বলে উল্লেখ করতে পারি। এই বীজগুলির মধ্যে সৃজনশীল শক্তি রয়েছে, যা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন। যখন ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপণ করা হয়ে থাকে ও যত্ন নেওয়া হয়, তখন এইগুলি আমাদের জীবনে অলৌকিক ও ঐশ্বরিক শক্তিকে প্রকাশ করে যা এই বীজগুলির মধ্যে থাকে।

১ পিতর ১:২৩ পদে, ঈশ্বরের বাক্যকে বলে হয়েছে *"অক্ষয় বীর্য"*। গ্রীক শব্দ *'spora'* এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য হল একটা অলৌকিক কার্যকারী *'spora'* - একটা অলৌকিক কার্যকারী বীজ। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত নীতি হল এই: ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে। এর মধ্যে জীবন দায়ী, সৃজনশীল, অলৌকিক কার্যকারী ক্ষমতা রয়েছে। ঈশ্বরের প্রত্যেকটি মুখ নির্গত বাক্য হল এক একটা অলৌকিক কার্যকারী বীজ যার মধ্যে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে।

১ পিতর ১:২৩ পদটি উল্লেখ করে যে আমরা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছি। যাকোব ১:১৮ পদ এই বিষয়টিকে আরও একবার উল্লেখ করে বলে যে আমরা *"সত্যের বাক্য"* দ্বারা জন্মেছি। যখন ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজ (সুসমাচার) আমাদের হৃদয়ে রোপণ করা হয় এবং যখন আমরা সেটাকে বিশ্বাস করি, তখন সেটা জীবন দায়ী শক্তি আমাদের জীবনে প্রবাহিত করে। মুহূর্তের মধ্যে, আমরা নতুন জন্ম লাভ করি। আমরা নতুন সৃষ্টি হই। *"ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেইগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে"* (২ করিন্থীয় ৫:১৭)। ঈশ্বরের এক সৃজনশীল কাজ আমাদের হৃদয়ে হয়ে থাকে (ইফিষীয় ২:১০)। এই সৃজনশীল কাজ যা আমাদের হৃদয়ে ঘটে থাকে (এবং আরও অনেক মানুষের হৃদয়ে যারা উদ্ধার পেয়ে থাকে), সেটা হল সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাজ যা আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি। এটাই হল নতুন জন্মের অলৌকিক কাজ - খ্রীষ্টেতে এক নতুন সৃষ্টি হওয়া। এবং এই অলৌকিক সৃজনশীল কাজটি অক্ষ বীজ (সুসমাচারের), অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি দ্বারা ঘটে থাকে।

বিবেচনা করে দেখুন যে আমাদেরকে খ্রীষ্টেতে নতুন সৃষ্টি করে তোলার কাজটি কতটা শক্তিশালী ছিল। আমাদের জীবন থেকে শয়তানের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। শয়তানের রাজত্ব থেকে আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্রের রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে (কলসীয় ১:১৩)। আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে দত্তক নেওয়া হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের দ্বারা জাত হয়ে থাকি এবং তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হই। আমাদেরকে খ্রীষ্টেতে আনয়ন করা হয়েছে এবং খ্রীষ্টেতে প্রত্যেকটি অসাধারণ আশীর্বাদ এখন আমাদের হয়েছে। এই সব কিছু এবং আরও অনেক কিছু মুহূর্তের মধ্যে আমাদের হয়েছে যখন ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজ তাঁর অলৌকিক কার্যকারী শক্তি আমাদের জীবনে ছেড়েছে।

ঈশ্বরের বাক্য কি আমাদের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতাকে কি হারিয়েছে? ঈশ্বরের বাক্যের অলৌকিক কার্যকারী বীজ কি আর কোনো অলৌকিক কাজ আমাদের জীবনে করতে পারছে না? না, তা নয়! কারণ বীজ হল অক্ষয় বীজ। ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল জীবন্ত থাকে। ঈশ্বরের প্রত্যেকটি মুখ নির্গত বাক্যের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে আমাদের জীবনে ফল উৎপন্ন করার।

উৎপন্ন করার জন্যই ঈশ্বরের বাক্যকে আকার দেওয়া হয়েছে ও পরিকল্পনা করা হয়েছে

যিশাইয় ৫৫:১০-১১
১০ বাস্তবিক যেমন বৃষ্টি বা হিম আকাশ হইতে নামিয়া আইসে, আর সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু ভূমিকে আর্দ্র করিয়া ফলবতী ও অঙ্কুরিত করে, এবং বপনকারীকে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে;
১১ তাহা নিষ্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যে জন্য তাহা প্রেরণ করি, সেই বিষয়ে সিদ্ধার্থ হইবে।

ঈশ্বর বলেছেন যে, যে বাক্য তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, সেটা কোনো কাজ সম্পন্ন না করে তাঁর কাছে ফিরে যায় না। বরং, এটা সেই কাজকে সাধন করবে যেটা তিনি উদ্দেশ্য করেন। যিশাইয় ৫৫:১০-১১ পদ থেকে চারটি সরল অন্তর্নিহিত অর্থ বের করে আনতে পারি:

১) উৎপন্ন করার জন্যই ঈশ্বরের বাক্যকে পরিকল্পনা করা হয়েছে (কার্যসাধন করার জন্য আকার দেওয়া হয়েছে)
২) ঈশ্বরের বাক্য সেটাই উৎপন্ন যা তিনি উদ্দেশ্য করে থাকেন।
৩) ঈশ্বর যখন কোনো কিছু কার্যসাধন করতে চান ও তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে চান, তখন তিনি তাঁর বাক্যকে প্রেরণ করেন।
৪) ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।

ঈশ্বর যে বাক্যগুলি বলে থাকেন (এবং যে বাক্যগুলি তিনি বলেছেন), সেইগুলি নিস্ফল অথবা শূন্য নয়। এই বাক্যগুলির মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং সর্বশক্তিমান ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর বাক্যকে পরিকল্পনা ও আকার দেওয়া হয়েছে সৃষ্টি করার জন্য। একটা বীজের মত, ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে কার্যসাধন করার জন্য।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে পরিকল্পিত করেছেন সেই সকল কিছু উৎপন্ন করার জন্য যা তিনি উদ্দেশ্য করে থাকেন এই পৃথিবীতে। যেহেতু ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল তাঁর লোকেদের আশীর্বাদ করা (গীত ৩:৮), তাঁর বাক্য সেই কাজকে সম্পন্ন করবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল তাঁর লোকেদের সুস্থ করা (যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬; যাত্রাপুস্তক ২৩:২৫)। সুতরাং, তাঁর বাক্য অসুস্থদের সুস্থ করবে (গীত ১০৭:২০)। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এই যে তাঁর লোকেরা যেন তাদের জীবনে প্রজ্ঞা, বোধবুদ্ধি এবং নির্দেশ লাভ করে (যিশাইয় ৪৮:১৭; গীত ৩২:৮), এবং সেই কারণে, তাঁর বাক্য সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করবে। তাঁর বাক্য সেই সব কিছু সাধন করবে যা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন, ও আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

সদাপ্রভু ঈশ্বর স্বর্গে রয়েছেন। এবং যখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষাকে এই পৃথিবীতে সাধন করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তখন তিনি তাঁর বাক্যকে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরের মুখ নির্গত বাক্য হল এক একটা অলৌকিক কার্যকারী বীজ। এটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে অবশ্যই

পূর্ণ করবে। আমরা, তাঁর লোকেরা এই পৃথিবীতে রয়েছি। তাঁর অক্ষয় বাক্যের শক্তি দ্বারা, এবং তাঁর আত্মার কাজ দ্বারা, ঈশ্বর সেই কাজগুলি সাধন করে থাকেন যা তিনি আমাদের জীবনে উদ্দেশ্য করেন।

ঈশ্বরের বাক্য আপনাদের মধ্যে কার্যকারী হয়, যখন আপনারা বিশ্বাস করেন

১ থিষলনীকীয় ২:১৩
আর এই জন্য আমরাও অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে, আমাদের কাছে ঈশ্বরের বার্তারূপ বাক্য প্রাপ্ত হইয়া তোমরা মনুষ্যদের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে; তাহা ঈশ্বরের বাক্যই বটে, এবং বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে নিজ কার্য সাধনও করিতেছে।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে মানুষের জীবনে তাঁর শক্তিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছেন। প্রেরিত পৌল থিষলনীকীয় মণ্ডলীর লোকেদের উদ্দেশে ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈশ্বরের বাক্য তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা সেই লোকেদের মধ্যে মুক্ত করে ও কার্যকারী হয়, যারা সেটাকে বিশ্বাস করে। "কার্য সাধন" শব্দটি গ্রীক ভাষায় 'energeo' যেটা একটা ঐশ্বরিক শক্তিকে চিহ্নিত করে, যেটা ভীতর থেকে শক্তিশালী ভাবে কাজ করে। ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিকে আমাদের জীবনে মুক্ত করে যখন আমরা সেটাকে গ্রহণ করি ও বিশ্বাস করি।

ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্য, যা শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, হল অলৌকিক কার্যকারী বীজ যার মধ্যে প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জীবনে ঈশ্বরের বিষয়গুলিকে উৎপন্ন করার ক্ষমতা রয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি বীজ তার নিজের মত করে উৎপন্ন করে (আদিপুস্তক ১:১১-১২), ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্য সেই বিষয়টিকে উৎপন্ন করবে, যেটার জন্য সেই বাক্যকে পরিকল্পিত করা হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য যা সুস্থতার বিষয়ে বলে, সেটা সুস্থতা নিয়ে আসবে। ঈশ্বরের বাক্য যা আশরবাদ ও সমৃদ্ধির বিষয়ে বলে, সেটা আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র সম্পর্কিত ঈশ্বরের বাক্য সেই বিষয়টি উৎপন্ন করবে।

ঈশ্বরের বাক্যের বীজের এই সত্যটি বলার মধ্যে দিয়ে, আমরা আপনাকে স্মরণ করাতে চাই যে ঈশ্বরের বাক্যকে শ্রবণ করা ও পালন করার নীতি রয়েছে এই সবকিছুর মধ্যে - শুধুমাত্র বাছাই করা শাস্ত্রাংশের ক্ষেত্রে নয়। জীবন, সুস্থতা, আশীর্বাদ, এবং সম্পূর্ণ সুস্থতা সেই সকল লোকেদের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যারা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পরামর্শকে শোনে ও পালন করে (হিতোপদেশ ৩:১-২,৭-৮; হিতোপদেশ ৪:২০-২২)।

৫। এই বীজকে যেন অবশ্যই হৃদয়ের মধ্যে রোপণ করা হয়

হৃদয়ের ভূমি

মার্ক ৪:১৪-১৫
১৪ সেই বীজবাপক বাক্য-বীজ বুনে।
১৫ পথের পার্শ্বে যাহারা, তাহারা এমন লোক, যাহাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বুনা যায়; আর যখন তাহারা শুনে, তৎক্ষণাৎ শয়তান আসিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা বপন করা হইয়াছিল, সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া যায়।

তিনটে সুসমাচারের মধ্যেই, বীজ বাপকের দৃষ্টান্তে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপণ করা হয়েছে (মথি ১৩:১৯; মার্ক ৪:১৫; লূক ৮:১২)। হৃদয় হল সেই ভূমি যেখানে ঈশ্বরের বাক্যকে রোপণ করার প্রয়োজন আছে।

Vine's Complete Expository Dictionary of New Testament Words অনুযায়ী, আমাদের হৃদয় হল কয়েকটি নৈতিক স্বভাব ও আত্মিক জীবনকে চিহ্নিত করে, আমাদের দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, ধারণা, চিন্তাভাবনা, বোধবুদ্ধির, যুক্তি-তর্ক করার ক্ষমতা, কল্পনা শক্তি, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, ও বিশ্বাসের বাসস্থান। পুরাতন নিয়মে হৃদয়কে একজন ব্যক্তির নৈতিক সত্ত্বার সাথে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে আবেগ, যুক্তি, এবং ইচ্ছা। যদিও নতুন নিয়ম আত্মা *('pneuma')* এবং প্রাণের *('psuche')* মধ্যে পার্থক্য করে, হৃদয় শব্দটি উভয় আত্মা ও প্রাণকে উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ইব্রীয় ৪:১২)। হৃদয় একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে, গোপন ব্যক্তিকে (১ পিতর ৩:৪), অথবা প্রকৃত ব্যক্তিকে। তাই, হৃদয়ের মধ্যে বাক্যকে রোপণ করার অর্থ হল এই বাক্যকে যেন আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি, আমাদের আত্মা ও প্রাণ যেন গ্রহণ করে। এই বাক্যকে যেন আমরা বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, ধারণা, চিন্তাভাবনা, বোধবুদ্ধি, যুক্তি, কল্পনা, উদ্দেশ্য, ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

রোপিত বাক্য

যাকোব ১:২১
অতএব তোমরা সকল অশুচিতা এবং দুষ্টতার উচ্ছ্বাস ফেলিয়া দিয়া, মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর, যাহা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে।

যাকোব ১:২১ পদে যে রোপিত বাক্যের কথা বলা হয়েছে, সেটার অর্থ হল এমন এক বীজ যা মাটির মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে স্থাপিত হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য হল মাটিতে একটা বীজের মত, যা আমাদের হৃদয়ে কাজ করে। এটা হৃদয়ের মাটির গভীরে প্রবেশ করে, বদ্ধমূল হয়, এবং তারপর আমাদের প্রাণকে প্রভাবিত করে অঙ্কুরিত হয়। এটা আরও একবার এই সত্যকে জোর দেয় যে ঈশ্বরের বাক্য যেন আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি গ্রহণ করে এবং গভীরে এর শেকড়কে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়।

আপনার হৃদয়ে

হিতোপদেশ ৪:২০-২৩
২০ বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর, আমার কথায় কর্ণপাত কর।
২১ তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক, তোমার হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ।
২২ কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহা তাহাদের সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্যস্বরূপ।
২৩ সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্‌গম হয়।

আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার সত্য শুধুমাত্র নতুন নিয়মের কোনো প্রকাশ নয়। আমরা পুরাতন নিয়মেও লক্ষ্য করে থাকি যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের নির্দেশ দিয়েছেন তাদের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর বাক্যকে সঞ্চিত করে রাখার জন্য। *"আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক"* (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৬; দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৮)। গীতরচক বলেছেন, *"তোমার বচন আমি হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি"* (গীত ১১৯:১১ক)।

হিতোপদেশ ৪:২০-২৩ পদগুলি ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে একটা সঠিক স্থান দেওয়ার একটা শক্তিশালী আহ্বান আমাদের দিয়েছে।

বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর - সকল তালগোল ও আওয়াজের মাঝে, আমরা যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে সাবধানে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বেছে নিই। প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমরা শুরু করার জন্য বেছে নিই যে ঈশ্বরের বাক্য এই বিষয়ে কী বলছে। আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিই। এটাই হল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবধান করা।

আমার কথায় কর্ণপাত কর - আমরা ঈশ্বরের ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকে থাকি এবং তিনি কী বলছেন, সেটাকে শুনি, যখন অনেক রব তাদের মতামতগুলি অনবরত শোনাতে থাকে। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে নিজেদের যুক্ত করি এবং অন্যান্য সব বিক্ষিপ্তকারী রবগুলিকে বাদ দিয়ে দিই।

তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক - আমরা অনবরত ঈশ্বরের বাক্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখি। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের চিত্র আমাদের মনের চোখে এঁকে রাখি। আমরা বাক্যকে "দেখতে" পাই। আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের কল্পনাকে পূর্ণ করতে দিই।

তোমার হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ - লক্ষ্য এটা যে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখি, আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষকে পূর্ণ করি, আমাদের সকল চিন্তাভাবনা, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষাগুলি ও যুক্তিগুলির মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে প্রবেশ করাই।

এর পরিণাম হবে জীবন ও স্বাস্থ্য যা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে আসে।

আমাদের হৃদয়কে তাঁর বাক্য দিয়ে পূর্ণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের হৃদয় হল আমাদের জীবনের সব কিছুর উৎস। ঈশ্বরের বাক্য যদি আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে, তাহলে এই বাক্য তাঁর শক্তিকে ও জীবনকে আমাদের জীবনে মুক্ত করবে। সুতরাং, আমাদের জীবন ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রভাবিত হবে, আকার লাভ করবে ও সেজে উঠবে।

ঈশ্বরের বাক্য তোমার অতি নিকটবর্তী

দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১১-১৪
১১ কারণ আমি অদ্য তোমাকে এই যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা তোমার বোধের অগম্য নয়, এবং দূরবর্তীও নয়।
১২ তাহা স্বর্গে নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের জন্য স্বর্গারোহণ করিয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে?
১৩ আর তাহা সমুদ্রপারেও নয় যে, তুমি বলিবে, আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্য কে আমাদের নিমিত্ত সমুদ্র পার হইয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে?
১৪ কিন্তু সেই বাক্য তোমার অতি নিকটবর্তী, তাহা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে, যেন তুমি তাহা পালন করিতে পার।

ঈশ্বরের বাক্য সর্বদা আমাদের “নিকটবর্তী” যদি আমরা সেই বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখার প্রচেষ্টা করি। আমাদের হৃদয় হল একটা বৃহৎ ভাণ্ডার যেখানে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে সঞ্চিত করে রাখতে পারি। হৃদয়ের মধ্যে যা থাকবে, সেটাই আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। যখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয় ও মুখকে পূর্ণ করবে, তখন আমরা কখনই হতাশা ও নিরাশার কথা বলবো না। আমাদের কথাবার্তা কোনো প্রকারের নিরাশার কথা বলবে না, যেন ঈশ্বরের আমাদের থেকে অনেক দূরে রয়েছে, স্বর্গে অথবা কোনো সমুদ্রে। ঈশ্বরের বাক্য যখন আমাদের হৃদয় ও মুখকে পূর্ণ করে, তখন আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবো, সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করবো। যে বিষয়টি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সেটা হল যে প্রেরিত পৌল রোমীয় ১০:৬-৮ পদে দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:১১-১৪ পদগুলিকে উক্তি করেছেন, এবং আমরা যারা নতুন নিয়মের বিশ্বাসী, আমাদেরকে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং, ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে ও মুখে সঞ্চিত করে রাখার সত্যটি নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদেরকেও পালন করার প্রয়োজন রয়েছে।

ধ্যান করার মাধ্যমে

আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন এটা যে কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের বীজকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখতে পারি? বীজ বাপকের দৃষ্টান্তে, বীজ বপন করার প্রক্রিয়াটিকে ঈশ্বরের বাক্যকে শ্রবণ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এবং আমরা জানি যে বীজ বপন করা ছাড়াও, সে বীজ যেন মাটিতে প্রবেশ করে ও অঙ্কুরিত হয়। একইভাবে, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বাক্যকে যেন আমাদের হৃদয় রোপণ করা হয়। কিন্তু কীভাবে আমরা তা করতে পারি?

যদিও দৃষ্টান্তে এটা উল্লেখ করা নেই, তবুও আমরা যদি শাস্ত্রের শিক্ষার মধ্যে স্থির থাকি, তাহলে আমরা লক্ষ্য করতে পারব যে এটা সম্ভব ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে।

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ধ্যান করা হল এমন একটা প্রক্রিয়া যেটার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখি। আমরা ঈশ্বর বাক্যকে শুনি ও গ্রহণ করি যাতে সেই বাক্য আমাদের মধ্যে রোপিত হয়, যত্ন পায়, এবং আমাদের জীবনে যেন ফল উৎপন্ন করে।
যখন আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে ও তাঁর বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখার মধ্যে দিয়ে অনুশাসন করি, তখন যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময়ে তাঁর বাক্য আমাদের মুখে থাকে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের মুখের বাক্যের দ্বারা বের করে আনতে পারি। আমরা হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু রেখেছি, সেটাকে মুখে স্বীকার করে থাকি। যখন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মুখকে ও হৃদয়কে কব্জা করে, তখন সেটা আমাদের নিকটবর্তী হয়। এবং এই ঘূর্ণিয়মান পদ্ধতিতে এটা আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করতে যেকোনো সময়ে ও যেকোনো স্থানে সাহায্য করে। আদর্শ ভাবে, আমরা হয়ত একটা নীরব স্থানের আকাঙ্ক্ষা করি যেখানে কোনো বিক্ষেপ ছাড়াই ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের সামনে খুলে ধ্যা করতে পারি। কিন্তু, যদি আমরা তাঁর বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখি, তাহলে যেকোনো স্থানেই আমরা তাঁর বাক্যকে নিয়ে ধ্যান করতে পারি, এমনকি রাস্তায় হাঁটার সময়ে, অথবা গাড়ি চালানোর সময়েও।

এর পরের অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার বাইবেল ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় গভীরে প্রবেশ করবো।

৬। ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করা

এর আগের অধ্যায়গুলিতে, আমরা জোর দিয়েছি যে ঈশ্বরের বাক্য হল আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের নির্মলতা ও শক্তিকে নিরীক্ষণ করেছি। আমরা উপস্থাপনা করেছি যে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি পরিপূর্ণ ভাবে রয়েছে, এবং সেই শক্তিকে আমাদের জীবনে মুক্ত করা যেতে পারে। আমরা এটাও উপলব্ধি করেছি যে ঈশ্বরের বাক্য হল একটি বীজের মত, যেটা যখন হৃদয়ের মধ্যে রোপিত হয় ও যত্ন নেওয়া হয়, তখন আমরা সেই বাক্যের পরিবর্তনকারী শক্তিকে আমাদের জীবনে মুক্ত হতে দেখতে পারি। এখন আমরা একধাপ এগিয়ে যাব ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার অনুশাসনকে নিরীক্ষণ করার জন্য। ধ্যান করা হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে রোপণ করে ও যত্ন নিয়ে থাকি।

সাধারণত, যখন আমরা "ধ্যান" শব্দটিকে উল্লেখ করি, তখন লোকেরা সাধারণত কোনো আত্মিক অথবা মুনিঋষিদের একটা কাজ বলে মনে করে। হয়ত, এর কারণ এই যে মণ্ডলী সাধারণত ধ্যান করার অভ্যাসটিকে জোর দেয় না। যদিও এটা সত্য যে সমস্ত বিশ্বজুড়ে, অনেক সংস্কৃতিতে, বিভিন্ন প্রকার ও ধরণের ধ্যান করার প্রচলন রয়েছে, আমাদের লক্ষ্য হল ধ্যান করার প্রতি একটা বাইবেল ভিত্তিক অভিগমন প্রদান করা। বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা যেন এর গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের বিশ্বাসের গমনাগমনে এই অভ্যাসকে গড়ে তুলতে পারি।

ধ্যান করা - একটি শাস্ত্র সম্মত অনুশাসন

আদিপুস্তক ২৪:৬৩ক
ইস্‌হাক সন্ধ্যাকালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন

বাইবেলে প্রথম ধ্যান করার উল্লেখ রয়েছে ইস্‌হাকের সম্পর্কিত একটা ঘটনাতে। যদিও লেখা নেই যে তিনি কোন বিষয়ের উপর অথবা কীভাবে ধ্যান করছিলেন, তবুও এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে ধ্যান করার অভ্যাস বাইবেলের মধ্যে উল্লেখ করা রয়েছে। এ ছাড়াও, ইস্‌হাক ক্ষেত্রে (মাঠে) গিয়েছিলেন ধ্যান করতে, যেটা আমাদের বলে যে সাধারণত একজন মানুষ সকল বিক্ষেপগুলিকে এড়িয়ে, ধ্যান করার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

যিহোশূয় ১:৮
তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলিবে।

ধ্যান সম্পর্কিত একটা সুপরিচিত পদ হল যিহোশূয় ১:৮। ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থা ও বিধান তাঁর দাস মোশির মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর লোক, ইস্রায়েলীয়দের কাছে। মোশি ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন যে তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা লাভ করার দ্বারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হয়েছে। যেমন উদাহরণ, মোশি ইস্রায়েল জাতীকে বলা এই কথাগুলিকে বিবেচনা করুন:

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৫-৮
৫ দেখ, আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে সেইরূপ বিধি ও শাসন শিক্ষা দিয়াছি; যেন, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশের মধ্যে তদনুসারে ব্যবহার কর।
৬ অতএব তোমরা সেই সমস্ত মান্য করিও ও পালন করিও; কেননা জাতি সকলের সমক্ষে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ হইবে; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা বলিবে, সত্যই, এই মহাজাতি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোক;

৭ কেননা কোন্ বড় জাতির এমন নিকটবর্তী ঈশ্বর আছেন, যেমন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু? যখনই আমরা তাঁহাকে ডাকি, তিনি নিকটবর্তী।
৮ আর আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তাহার মত যথার্থ বিধি ও শাসন কোন্ বড় জাতির আছে?

এটা ছাড়াও, ঈশ্বর অনবরত তাঁর লোকেদের স্মরণ করাতে থাকতেন যে তিনি চান যে তাঁর লোকেরা যেন তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে সঞ্চয় করে রাখে এবং অনবরত সেই বাক্যকে পালন করতে থাকে। বারংবার, আমরা এই প্রকারের বাক্য পড়ে থাকি: *"আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক"* (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৬) এবং *"অতএব তোমরা আমার এই সকল বাক্য আপন আপন হৃদয়ে ও প্রাণে রাখিও"* (দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৮ক)। একই নির্দেশ যিহোশূয়কেও দেওয়া হয়েছিল, যিনি এখন ইস্রায়েল জাতীর নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। ঈশ্বর যিহোশূয়কে কার্যভার দিয়েছিলেন, তাকে সাহসী হতে বলেছিলেন এবং মোশির মধ্যে দিয়ে যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল, সেইগুলিকে যত্নসহকারে পালন করতে বলা হয়েছিল (যিহোশূয় ১:৭)। তারপর, ঈশ্বর যিহোশূয়কে একটি অনুশাসন দিয়েছিলেন যার দ্বারা তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারবেন এবং সাবধানে সেইগুলিকে পালন করতে পারবেন। ঈশ্বর যিহোশূয়কে বলেছিলেন, *"তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর"* (যিহোশূয় ১:৮ক)।

এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে ঈশ্বর যিহোশূয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর বাক্যের উপর দিন ও রাত ধ্যান করতে। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা হল একটা অনুশাসন যেটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ঈশ্বর স্বয়ং সেটাকে উৎসাহিত করেছেন। এটা একটা অনুশাসন যেটা ঈশ্বর চান আমরা অভ্যাস করি।

এই প্রক্রিয়াটিকে লক্ষ্য করুন:
১) ব্যবস্থা পুস্তকের কথাগুলি যেন তার মুখের বাক্য হয়ে ওঠে *("তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক")।*
২) তিনি যেন অনবরত ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করতে থাকেন *("তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর")।*

ধ্যান করা হল একটা অনুশাসন যেটা শাস্ত্রের মধ্যে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যা আমাদেরকে সাহায্য করে আমাদের হৃদয়ে (আত্মায়) ও প্রাণে (মনে) ঈশ্বরের বাক্যকে সঞ্চিত করে রাখার জন্য। ধ্যান করার আরও অনেক উল্লেখ রয়েছে, বিশেষ ভাবে গীতসংহিতা পুস্তকে। গীতসংহিতা ১ অধ্যায় শাস্ত্রের একটা সুপরিচিত অংশ যেটা আমাদেরকে একজন ধার্মিক ব্যক্তির ধ্যান করার অভ্যাসের বিষয়ে শিক্ষা দেয়। এটা আমাদের শিক্ষা দেয় যে এই প্রকারের মানুষ দুষ্ট লোকেদের পরামর্শে চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দুকদের সভাতে বসে না, *"কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে"* (গীতসংহিতা ১:২)। ধার্মিকতার অনুশাসন ও অনবরত ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা তাকে সাহায্য করে তার সকল কাজে সমৃদ্ধশালী হতে (গীতসংহিতা ১:৩)।

শাস্ত্র সম্মত ধ্যান করা শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমরা অন্যান্য বিষয়বস্তু লক্ষ্য করতে পারি যেটার উপর আমরা ধ্যান করতে পারি। যেমন উদাহরণ, আমরা প্রভুর বিষয়ে ধ্যান করতে পারি। প্রভু, তাঁর চরিত্র, তাঁর বৈশিষ্ট্য আমাদের ধ্যান করার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। দায়ূদ, ইস্রায়েলের একজন সুন্দর গীতরচক বলেছেন: *"আমি শয্যার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ করি, তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান করি"* (গীতসংহিতা ৬৩:৬)। আরেকজন গীতরচক লিখেছেন: *"তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মধুর হউক; আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব"* (গীতসংহিতা ১০৪:৩৪)।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে যে অসাধারণ কাজ করেছেন, আমরা সেইগুলির উপরও ধ্যান করতে পারি। দায়ূদ বলেছেন, *"আমি পূর্বকালের দিন সকল স্মরণ করিতেছি, তোমার সমস্ত কর্ম ধ্যান করিতেছি, তোমার হস্তের কার্য আলোচনা করিতেছি"* (গীত ১৪৩:৫)। আসফ, ইস্রায়েলের আরেকজন গীতরচক লিখেছেন, *"আমি তোমার সমস্ত কর্ম ধ্যানও করিব, তোমার ক্রিয়া সকল আলোচনা করিব"* (গীতসংহিতা ৭৭:১২)। আমরা প্রজ্ঞা এবং বোধবুদ্ধির উপরও ধ্যান করতে পারি। গীররচক লিখেছেন, *"হে সমুদয় জাতি, তোমরা ইহা শ্রবণ কর; জগন্নিবাসিগণ সকলে, কর্ণপাত কর। সামান্য লোকের কি মান্যবান লোকের সন্তান; ধনী কি দরিদ্র, নির্বিশেষে শ্রবণ কর। আমার মুখ প্রজ্ঞার কথা কহিবে, আমার চিত্তের আলোচনা বুদ্ধির ফল হইবে"* (গীত ৪৯:১-৩)।

ধ্যান করা - একটি বাইবেল সম্মত পদ্ধতি

এটা উপলব্ধি করার পর যে ধ্যান করা হল একটা শাস্ত্র সম্মত অভ্যাস এবং স্বয়ং ঈশ্বর এই কাজটিকে প্রোৎসাহিত করে থাকেন, এবং এটা হল সেই পদ্ধতি যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখি, আমাদের পরবর্তী উদ্দেশ্য হল ধ্যান করতে শেখা।

পুরাতন নিয়মে "ধ্যান" শব্দটির জন্য দুটি প্রধান ইব্রীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইব্রীয় শব্দ 'hagah' -র অর্থ হল হল "চিন্তন করা, কল্পনা করা, বিবেচনা করা, সশব্দে কাঁদা, চিৎকার করা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার মত আওয়াজ করা, কোনো শব্দকে বারংবার পুনরুক্তি করতে করতে সেটাকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করা"। আরেকটা ইব্রীয় শব্দ হল 'siyach' যেটা সাধারণত গীতসংহিতা ১১৯ অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে, যেটার অর্থ হল "চিন্তন করা, অর্থাৎ কথোপকথন করা (নিজের সাথে, সুতরাং উচ্চস্বরে করা), পুনরুক্তি করা, নালিশ করা, ঘোষণা করা, প্রার্থনা করা, কথা বলা"। স্পিরিট ফিলড্ লাইফ বাইবেলের মধ্যে প্রথম শব্দটির ক্ষেত্রে এইরূপ মন্তব্য করা রয়েছে: *"Hagah শব্দটি ইংরাজি শব্দ "মেডিটেশন" এর মত নয়, যেটা শুধুমাত্র একটা মানসিক অনুশীলনকে বোঝায়। ইব্রীয় চিন্তাভাবনা অনুযায়ী, শাস্ত্রের উপর ধ্যান করার অর্থ হল সেইগুলিকে নীরবে, ক্ষীণ রবে পুনরাবৃত্তি করতে থাকা, এবং বাইরের বিক্ষেপগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দেওয়া। এই রীতিনীতি থেকে একটি বিশেষ প্রকারের ইহুদী প্রার্থনা এসেছে, যেটা বলা হয় "davening", অর্থাৎ, কোনো পাঠ্য অংশকে পুনরাবৃত্তি করা, গভীর ভাবে প্রার্থনা করা, অথবা বারংবার সামনে-পিছনে দেহটিকে হেলাতে হেলাতে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন করা। স্পষ্ট ভাবে, এই প্রকারের ধ্যানমূলক প্রার্থনা দায়ূদের সময়েও লক্ষ্য করা যায়"* (পৃষ্ঠা ৭৫৩-৭৫৪, থমাস নেলসন পাবলিশার্স্, ১৯৯১)।

ধ্যান করা মূলত একটা মানব আত্মার ক্রিয়াকলাপ যা আমাদের প্রাণ পর্যন্তও পৌঁছোয় (আমাদের চিন্তাভাবনা, বুদ্ধি, কল্পনা, অনুভূতি, এবং ইচ্ছার বাসস্থান), এবং এটা আমাদের শারীরিক দেহকে প্রভাবিত করে। নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, আমরা ধ্যান করার প্রক্রিয়াটিকে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা দ্বারা সারাংশ করতে চাই - চিন্তন করা, দৃশ্যায়ন করা, এবং স্বীকার করা। যেকোনো সময়ে, ধ্যান করার সময়ে, একজন ব্যক্তি এই তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা অথবা একাধিক প্রক্রিয়ার সাথে নিযুক্ত থাকতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে একজন ব্যক্তি গভীরে চিন্তাভাবনা করতে পারে, অথবা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে উভয় চিন্তাভাবনা ও দৃশ্যায়ন করতে পারে, অথবা স্বীকারোক্তি করতে পারি। আসুন, আমরা এই তিনটি বিষয়কে গভীরে বিবেচনা করি।

চিন্তাভাবনা করা - নিজের মধ্যেই চিন্তা করা

গীতসংহিতা ১৪৩:৫
আমি পূর্বকালের দিন সকল স্মরণ করিতেছি, তোমার সমস্ত কর্ম ধ্যান করিতেছি, তোমার হস্তের কার্য আলোচনা করিতেছি।

ধ্যান করার এই দিকটি আমাদের চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিকে নিযুক্ত করে। আমরা আলোচনা করি, বিবেচনা করি, এবং কোনো একটি বিষয়কে নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করি। যেমন উদাহরণ, আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, যেমন ঐশ্বরিক সুস্থতা, এবং এর জন্য আমরা যিশাইয় ৫৩:৪ পদটি বেছে নিয়েছি, এবং চিন্তাভাবনা করার সময়ে আমরা এই পদের অর্থটি নিয়ে বিবেচনা করবো, এর তাৎপর্য, এবং এর প্রয়োগ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবো। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে যীশু আমাদের সকল অসুস্থতা ও যন্ত্রণা বহন করেছেন। তিনি আমাদের পরিবর্তে তা করেছিলেন এবং, সেই কারণে, আমাদেরকে আর সেইগুলিকে বহন করতে হবে না। আমরা নিজেদের মধ্যে বুঝতে পারি ও যুক্তি দেখিয়ে থাকি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োগ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। এর আগে আমাদের মধ্যে যে ভুল চিন্তাভাবনা ও পূর্বধারণাগুলি ছিল, সেইগুলি নিরীক্ষণ করি ও সেইগুলিকে বর্জন করি।

আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে আমোদ করেন যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে গভীর চিন্তাভাবনা করার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করি। প্রায়ই, যখন আমরা নিজেদেরকে বাইরের বিক্ষেপগুলি থেকে সরিয়ে এনে, ঈশ্বরের বাক্যের উপর মনোযোগ দিই, তখন ঈশ্বরের আত্মা কোমল ভাবে আমাদের চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়াকে বহন করেন। তিনি আমাদের চিন্তাভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেন ও পরিচালনা করেন আমাদের মনের মধ্যে নতুন ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার মধ্যে দিয়ে। প্রাচীন ব্যক্তিরা কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে শাস্ত্র লিখেছিলেন, সেই বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে পিতর বলেছেন, *"কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"* (২ পিতর ১:২১)। "চালিত" শব্দটি গ্রীক শব্দ *'phero'* থেকে আসে, যার অর্থ হল "বহন করে নিয়ে যাওয়া"। এই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের সম্বন্ধে ভাইনস্ ডিকশেনারি এই মন্তব্য করেছে, "তারা পবিত্র আত্মার শক্তির দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, অথবা তাদের চিন্তাভবানা ব্যবহার করে নয়, কিন্তু বাক্য ব্যবহার করে ঈশ্বরের মনকে ব্যক্ত করা, যেমন ভাবে সেই বাক্য তাদের কাছে দেওয়া হয়েছে ও তারা সেই বাক্যের দ্বারা পরিচর্যা লাভ করেছে" (পৃষ্ঠা ৪২০, থমাস নেলসন্ পাবলিশার্স, ১৯৮৫)।

ভাববাদীরা নিজেদের বোধগম্যের বাইরে কথা বলেছেন, এতটাই যে "তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন" (১ পিতর ১:১১)। একইভাবে, পবিত্র আত্মা আমাদের চিন্তাভাবনাকে বহন করেন যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের উপর চিন্তন করি। পবিত্র আত্মা হলেন আমাদের শিক্ষক। যীশু বলেছেন যে পবিত্র আত্মা আমাদের সেই সকল বিষয়গুলি বলবেন যেটা তিনি যীশুকে বলতে শুনে থাকেন (যোহন ১৬:১২-১৫)। এটা প্রায়ই ঘটে যখন আমরা নিজেদেরকে বাকি অন্যান্য বিক্ষেপ থেকে আলাদা করে ঈশ্বরের বাক্যের উপর চিন্তন করি। ওহ! এটা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা, যখন "সদাপ্রভুর হাত", যিনি হলেন মধুর পবিত্র আত্মা, কোমল ভাবে আমাদের উপর এসে অবস্থিতি করেন এবং আমাদের চিন্তাভাবনাকে বহন করেন যখন আমরা গভীর ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের উপর চিন্তন করি। প্রায়ই, সদাপ্রভুর উপস্থিতি এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে, যে আনন্দের অশ্রু এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমাদের মধ্যে থেকে প্রবাহিত হতে থাকে যখন আমরা তাঁর আশ্চর্য প্রকাশ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে থাকি।

চিন্তাভাবনা করা আমাদের চিন্তাভাবনা করার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এটি এমন একটি মন উৎপন্ন করে যেটা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা রূপান্তরিত। শাস্ত্র আমাদের মনকে নুতন করার বিষয়ে শিক্ষা দেয় (রোমীয় ১২:২ক)। আমাদেরকে আত্মায় (মানসিকতায়) নুতন হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে (ইফিষীয় ৪:২৩)। এমন একজন ব্যক্তি যার মন ঈশ্বরের সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা নুতনীকৃত হয়েছে, সেটা আমরা *"পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি; যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ"* (রোমীয় ১২:২খ)। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা/চিন্তন করার অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে, আমরা আমাদের *"জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অভ্যাস প্রযুক্ত সদসৎ বিষয়ের"* বিচার করতে পারি (ইব্রীয় ৫:১৪খ)।

দৃশ্যায়ন করা - আপনার কল্পনাশক্তির দ্বারা চিত্রায়িত করা

আদিপুস্তক ১৫:১-৬
১ ঐ ঘটনার পরে দর্শনযোগে সদাপ্রভুর বাক্য অব্রামের নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, অব্রাম, ভয় করিও না, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার মহাপুরস্কার।
২ অব্রাম কহিলেন, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমি আমাকে কি দিবে? আমি ত নিঃসন্তান হইয়া প্রয়াণ করিতেছি, এবং এই দম্মেশকীয় ইলীয়েষর আমার গৃহের ধনাধিকারী হইবে।
৩ আর অব্রাম কহিলেন, দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলে না, এবং আমার গৃহজাত একজন আমার উত্তরাধিকারী হইবে।
৪ তখন দেখ, তাঁহার কাছে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে।
৫ পরে তিনি তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া যদি তারা গণনা করিতে পার তবে গণনা করিয়া বল; তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন, এইরূপ তোমার বংশ হইবে।
৬ তখন তিনি সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলেন, আর সদাপ্রভু তাঁহার পক্ষে তাহা ধার্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন।

অব্রামকে এক মহান জাতী করে তোলার প্রতিজ্ঞা করা থেকে অনেক বছর পার হয়ে গিয়েছে। সারা এবং অব্রাম সেই সময় পর্যন্তও নিঃসন্তান ছিলেন, এবং এটা তাদের কাছে অবশ্যই একটা চিন্তাশীল বিষয় ছিল। এই সময়ে, সদাপ্রভু অব্রামের সাথে কথা বললেন এবং তাকে তাঁর আসল ও প্রথম প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে পুনরায় সুনিশ্চিত করলেন। সদাপ্রভু কী করলেন তা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর অব্রামকে একদিন তার বাড়ির বাইরে নিয়ে এলেন, এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি আকাশের তারাদের সংখ্যা গণনা করতে পারবেন কিনা। তখন তিনি অব্রামকে বললেন, "তোমার বংশ এমনই হবে"। বাস্তবে, ঈশ্বর অব্রামকে তাঁর প্রতিজ্ঞার একটা দৃশ্য দেখাচ্ছিলেন। অব্রাম এই চিত্রটি বারংবার তার কল্পনাশক্তি দিয়ে দেখেছিলেন, এবং উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা কেমন দেখতে লাগবে। পরে, ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, "…আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করিব…" (আদিপুস্তক ২২:১৭)।

দৃশ্যায়ন করা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা আমরা ধ্যান করার সময়ে অভ্যাস করে থাকি। আমরা আমাদের কল্পনার শক্তি দিয়ে দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে কী বলছে। যেমন উদাহরণ, আমরা যদি অসুস্থ থাকি, তাহলে আমরা নিজেদেরকে সুস্থ দেখবো। আমরা নিজেদেরকে সেই সকল কাজ করতে দেখবো যা ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সম্পর্কে বলে থাকে। ধ্যান করার সময়ে দৃশ্যায়ন করা আমাদের কল্পনা শক্তিকে নিযুক্ত করে।

মণ্ডলী, সাধারণ ভাবে কল্পনাশক্তির ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। অপর দিকে জগত অনবরত প্রচার মাধ্যম, ও বিনোদনের দ্বারা অনবরত আমাদের কল্পনাশক্তিকে প্রভাবিত করতে থাকে। কল্পনাশক্তি হল আমাদের সত্ত্বার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঈশ্বর এটাকে পরিকল্পিত করেছেন এবং আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়েছেন এটাকে ব্যবহার করার জন্য। আমাদের কল্পনাশক্তি আমাদের আচরণ ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এইগুলি জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের আত্ম-মর্যাদাকে নির্ধারিত করে। অনেক মানুষেরা হীনমন্যতায় ভোগে (নিজের সম্পর্কে একটি দুর্বল "কল্পনা")। অথবা এমন এক আত্ম-চিত্র যা তাদেরকে লোকেদের ভয়, অজানার ভয়, ঝুঁকি নেওয়ার ভয়ে বেঁধে রাখে, অথবা এমন এক আত্ম-চিত্র যেটা তাদের মধ্যে হীনমন্যতা প্রদান করে থাকে। কিন্তু, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করি এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী দৃশ্যায়ন করা (অথবা কল্পনা করা) শুরু করি, তখন আমাদের আত্ম-চিত্র পরিবর্তন হতে লাগে। বাস্তবে, শুধুমাত্র আমাদের আত্ম-চিত্র নয়, কিন্তু জীবন সম্পর্কে ও আমাদের চারিপাশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হতে থাকে।

গণনাপুস্তক ১৩ অধ্যায়ে একটা পরিচিত পুরাতন নিয়মের ঘটনা আমরা দেখতে পাই যা আমাদেরকে একটা ভাল ও উপযুক্ত উদাহরণ প্রদান করে থাকে। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মিশরের বন্দী দশা থেকে বের করে এনেছেন ও তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি তাদেরকে কনান দেশ দেবেন তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে। প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার প্রস্তুতি হিসেবে, ঈশ্বর মোশিকে আদেশ দিয়েছিলেন ১২ জন ব্যক্তিকে, ১২টি জাতী থেকে একজন করে, সেই দেশটিকে গোপনে পরিদর্শন করতে পাঠানোর জন্য। ১২ জন ব্যক্তি ৪০ দিন ধরে দেশটিকে গুপ্ত ভাবে পরিদর্শন করল। তারা ফিরে এসে তাদের প্রতিবেদন পেশ করল। তাদের সবাই একমত হয়েছিল যে দেশটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও উর্বর ছিল। কিন্তু, ১০ জন গুপ্তচর সেখানকার দৈত্যাকার লোকেদের দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল, *"আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে সমর্থ নহি, কেননা আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান। … আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করিতে স্থানে স্থানে গিয়াছিলাম, সেই দেশ আপন অধিবাসীদিগকে গ্রাস করে, এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখিয়াছি তাহারা সকলে ভীমকায়। বিশেষতঃ … আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায়, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ হইলাম"* (গণনাপুস্তক ১৩:৩১-৩৩)। শুধুমাত্র দুইজন ব্যক্তি ভাল প্রতিবেশন পেশ করেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন, *"…আইস, আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া দেশ অধিকার করি; কেননা আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ"* (গণনাপুস্তক ১৩:৩০খ)। এই ১২ জন মানুষেরা একই দৈত্যাকার লোকেদের দেখেছিল, কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া আলাদা আলাদা ছিল। তাদের মধ্যে দুইজন ব্যক্তি সাহসী ও প্রত্যয়ী ছিলেন কারণ তারা স্মরণে রেখেছিলেন যে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আছেন (গণনাপুস্তক ১৪:৬-৯)। বাকি ১০ জন তাদের নেতিবাচক কল্পনাশক্তিকে তাদের উপর প্রবল হতে দিয়েছিল। তারা তাদের মনের চোখ দিয়ে যা দেখেছিল, সেটাই তাদের দুর্বল করে তুলেছিল। তারা নিজেদেরকে সেই দৈত্যাকার লোকেদের সামনে ফড়িং মনে করেছিল। তারা নিজেদেরকে ভয় দিয়ে পূর্ণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে থেকে ঈশ্বরের উপর সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয় চুরি হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখজনক, অনেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এই ১০ জন গুপ্তচরদের

পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়। তারা তাদের মনের দৃষ্টি দিয়ে যা দেখে - তাদের কল্পনাশক্তি দিয়ে - সেটাই তাদেরকে একটা বিশ্বাসের জীবন যাপন করতে ও ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদগুলিকে উপভোগ করতে বাধা দিয়ে থাকে। কিন্তু, ধ্যান করার অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে, আমরা আমাদের কল্পনার দেওয়ালে নতুন চিত্র আঁকতে পারি।

এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে শাস্ত্রে অনেক স্থানে, বিশেষ ভাবে পুরাতন নিয়মে, আমরা যা কিছু দেখি, সেইগুলি নিয়ে কাজ করেন। পুরাতন নিয়মে তিনি তাঁর চুক্তিপ্রাপ্ত লোকেদের এই অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন, “অতএব তোমরা আমার এই সকল বাক্য আপন আপন হৃদয়ে ও প্রাণে রাখিও, এবং চিহ্নরূপে আপন আপন হস্তে বাঁধিয়া রাখিও, এবং সেই সকল ভূষণরূপে তোমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে থাকিবে” (দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১৮; এ ছাড়াও দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৮; যাত্রাপুস্তক ১৩:৯,১৬)। কোনো একটা সময়ে, লোকেরা শাস্ত্রাংশগুলিকে তাদের বাম হাতের উপরে ও কপালে বেঁধে রাখতো। “চিহ্ন” শব্দটির একটা অর্থ হল “দৃশ্যমান উদাহরণ”। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তাঁর লোকেরা যেন তাঁর বাক্যকে দৃশ্যায়ন করতে পারে। তারা যা দেখত, ঈশ্বর সেই বিশয়গুলিকেও প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন, কারণ তারা যা দেখবে, সেটা তাদের স্মৃতিকে প্রোৎসাহিত করবে ও তারা ঈশ্বরের কাজগুলিকে স্মরণ করতে পারবে। যদিও এই প্রকারের অভ্যাস নতুন নিয়মে নেই, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে ঈশ্বরের বাক্য যেন আমাদের কল্পনাশক্তির দেওয়ালে যেন আঁকা থাকে, যাতে আমরা অনবরত সেইগুলিকে “দেখতে” পাই এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে স্মরণ করতে পারি। পুরাতন নিয়মের একটা পরিচিত অংশে, ঈশ্বর বলেছেন, “বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর, আমার কথায় কর্ণপাত কর। তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক” (হিতোপদেশ ৪:২০-২১ক)। আরও একবার, আমরা একটা নির্দেশ খুঁজে পাই যেটা আমাদেরকে অনবরত ঈশ্বরের বাক্যকে “দেখার” জন্য বলা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে একটা অর্থে, আমাদের মনের মধ্যে যা কল্পনা করি, দেখি, সেটাকে প্রভাবিত করে।

স্বীকারোক্তি - ঈশ্বর যা বলেছেন, সেটাকে মুখে স্বীকার করা

যিহোশূয় ১:৮
তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলিবে।

এখানে, সদাপ্রভু যিহোশূয়কে “দিবারাত্র” ধ্যান করতে বলেছেন। লক্ষ্য করুন তিনি এই বলে শুরু করেছেন, “তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক”। আরেক কথায়, ঈশ্বর যিহোশূয়কে বলছিলেন যে ব্যবস্থা পুস্তকের বাক্যগুলি যেন তার কথাবার্তার একটা অংশ হয়ে ওঠে। সুতরাং, ধ্যান করার একটা প্রক্রিয়া হিসেবে, আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের মুখের মধ্যে রাখি, অর্থাৎ, আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে বলি/পুনরাবৃত্তি করি/বারংবার উচ্চারণ করতে থাকি। যেমন আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটা ইব্রীয় লোকেদের একটা অভ্যাস ছিল। ধ্যান করার সময়ে, তারা নীরবে শাস্ত্রের লেখাগুলি ক্ষীণ কণ্ঠে, মাথা নিচু করে, সামনে-পিছনে দুলতে দুলতে, এবং সকল বিক্ষেপগুলিকে দূরে রেখে পুনরাবৃত্তি করতে থাকতো।

নতুন নিয়মে, আমরা “স্বীকার” অথবা “স্বীকারোক্তি” শব্দগুলির সাথে পরিচিত হয়েছি। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের জন্য এইগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। পরিত্রাণ আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে যখন আমরা মুখে স্বীকার করি যে যীশুই প্রভু এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত করেছেন (রোমীয় ১০:৯)। এ ছাড়াও, নতুন নিয়ম আমাদেরকে পাপের স্বীকারোক্তি (১ যোহন ১:৯) এবং আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি (ইব্রীয় ৩:১) সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। দুটি গ্রীক শব্দ, যেখান থেকে “স্বীকার” অথবা “স্বীকারোক্তি” অনুবাদ করা হয়েছে, তার মধ্যে ‘homologeo’ শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থ হল “একই বিষয়ে বলে, একমত হওয়ায়, সম্মতি দেওয়া”। ধ্যান করার এই দিকটিকে বর্ণনা করার জন্য আমরা “স্বীকারোক্তি” শব্দটিকে বেছে নিয়েছি কারণ ঈশ্বর যখন আমাদেরকে তাঁর বাক্যকে পুনরাবৃত্তি করতে বলেন, তিনি বলতে চান যে আমরা যেন তাঁর বাক্যকে “স্বীকার” করি। তিনি আমাদেরকে “একই বিষয়” বলতে বলছেন, যা তাঁর বাক্য বলছে, আমাদের কথা যেন তাঁর বাক্যের সাথে “একমত” হয়।

এটাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানোর জন্য, ধরুন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করছি, বিশেষ ভাবে যিশাইয় ৫৩:৪ এবং মথি ৮:১৭ পদ দুটির উপর। এই পদগুলি বলে যে কীভাবে খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর তাঁর বলিদানের দ্বারা আমাদের জন্য সুস্থতা প্রদান করেছেন। এই পদগুলির অর্থের উপর আমরা চিন্তন করি এবং কীভাবে প্রয়োগ করতে পারি, সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। এই শাস্ত্রাংশগুলিকে আমাদের জীবনে সত্য হওয়ার জন্য দৃশ্যায়ন করি। আমরা নিজেদেরকে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হিসেবে, সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হিসেবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হিসেবে কল্পনা করি ও দেখি। আমাদের ধ্যান করার অংশ হিসেবে, এই পদগুলিকে স্বীকার করি। আমরা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে থাকি, “অবশ্যই তিনি আমার ব্যাধি বহন করেছেন। যীশু নিজে আমার সকল রোগ নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন”। আমরা এই পদগুলিকে পুনরাবৃত্তি করতে থাকি। অথবা এই শাস্ত্রের অর্থ আমরা নিজেদেরকে বলতে চাই। আমার নিজস্ব ধ্যান করার সময়ে, অনেক সময়ে আমি নিজের কাছে ঈশ্বরের

বাক্যকে প্রচার করি। অন্যান্য সময়ে, আমি প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে স্বীকার করে থাকি। যেমন উদাহরণ, যখন আমরা এই পদগুলির উপর ধ্যান করছি, তখন আমরা প্রার্থনা করি ও বলি, "পিতা, তোমার বাক্যের জন্য ধন্যবাদ। পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ, যে এই পদগুলি অনুযায়ী যীশু আমার রোগ-ব্যাধি ও যন্ত্রণা অবশ্যই নিজের উপর বহন করেছেন। তিনি আমার সকল অসুস্থতা নিয়ে নিয়েছেন। পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে আর আমার অসুস্থতাকে বহন করতে হবে না"।

এই ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে স্বীকার করা আমাদের জীবনের উপর প্রবল প্রভাব ফেলে। এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাক্যকে দৃঢ় ভাবে স্থাপিত করে। আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠে কারণ বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যকে শ্রবণ দ্বারা আসে (রোমীয় ১০:১৭)। যখন আমরা এইভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে স্বীকার করি, তখন আমরা একপ্রকারে ঈশ্বরের বাক্যকে শুনে থাকি। ঈশ্বরের বাক্যকে অনবরত স্বীকার করার অভ্যাস অবশ্যই আমাদের কথা বলার ধরণকে পরিবর্তন করবে। বাস্তবে, ঈশ্বর যখন আমাদেরকে তাঁর বাক্যকে অনবরত আমাদের মুখে রাখার আদেশ দেন, এর অর্থ হল যে যেকোনো প্রকারের কথা যা তাঁর বাক্যের বিরুদ্ধে, সেটা যেন আমাদের কথাবার্তার অংশ না হয়।

ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা দ্বারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং যোগাযোগ স্থাপন করা

গীতসংহিতা ৬৩:১-৬
১ হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি সযত্নে তোমার অন্বেষণ করিব; আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসু, আমার মাংস তোমার জন্য লালায়িত, শুষ্ক ও শ্রান্তিকর দেশে, জলবিহীন দেশে।
২ এইরূপে আমি পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চাহিয়া থাকিতাম, তোমার পরাক্রম ও তোমার গৌরব দেখিবার জন্য।
৩ কারণ তোমার দয়া জীবন হইতেও উত্তম; আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে।
৪ এইরূপে আমি যাবজ্জীবন তোমার ধন্যবাদ করিব, আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাইব।
৫ আমার প্রাণ তৃপ্ত হইবে, যেমন মেদ ও মজ্জাতে হয়, আমার মুখ আনন্দপূর্ণ ওষ্ঠাধরে তোমার প্রশংসা করিবে।
৬ আমি শয্যার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ করি, তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান করি।

শাস্ত্রের মধ্যে ধ্যান করা প্রধানত ঈশ্বরের সাথে একটা ঘনিষ্ট ভাবে সময় অতিবাহিত করার মুহূর্ত। গীতরচক, উপরের উল্লেখিত শাস্ত্রাংশে ঈশ্বরের প্রতি তার গভীর আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা তাকে ঈশ্বরকে আরও অন্বেষণ করতে ও হাত তুলে ও ঠোঁট দিয়ে, সানন্দে তাঁর প্রশংসা করতে প্রোৎসাহিত করেছে। রাত্রির নীরবতায় ঈশ্বরের উপর ধ্যান করতে তাকে পরিচালনা করেছে। একইভাবে, ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষার কারণে, আমরা আমাদের চিন্তাভাবনা ও কথাবার্তাকে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করে তুলি। যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের গভীর ধ্যানে প্রবেশ করি, তখন বাক্যকে শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা থেকে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত চলে যাই। তখন বর্তমানে ঈশ্বরের বাক্য সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলে। তাঁর স্থির, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই নীরবতার মুহূর্তে। ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদেরকে বিহ্বল করে তোলে। এটা এমন এক সময়ে রূপান্তরিত হয় যখন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে গভীর ভাবে কাজ করেন, আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিকে তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা পরিবর্তন করেন। এই সময়ে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যা কিছু বলেন, সেটার প্রতি আমরা সাড়া দিয়ে থাকি। আমরা অনুতাপ, বিশ্বাস, আনন্দ, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রভুর প্রতি ব্যক্ত করে থাকি তাঁর বাক্য অনুযায়ী। অন্তরের গভীর প্রার্থনা দ্বারা, অথবা কোনো ফিসফিস করে বাক্যের দ্বারা, অথবা কোনো দৃঢ় ভাবে স্বীকারোক্তির দ্বারা, আমরা আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, ও গভীর প্রত্যয়গুলিকে প্রভুর কাছে স্বীকার করে থাকি। আমাদের ভিতরে সত্যের প্রকাশ সঞ্চিত হতে থাকে। আমাদের আত্মিক চোখ খুলে যায় এবং আমরা তাঁর রাজ্যের গোপন বিষয়গুলিকে দেখতে ও বুঝতে শুরু করি। আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষের কাছে সত্য দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হয়। আমাদের মনের মধ্যে মিথ্যা, প্রতারণা, ও বাঁধনগুলি ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ব্যক্তিগত ও গভীর ভাবে ঈশ্বরের সাথে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করে থাকি যখন আমরা তাঁর পবিত্র বাক্যের উপর ধ্যান করি।

ধ্যান করার প্রভাব

২ করিন্থীয় ১০:৩-৫
৩ আমরা মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না;
৪ কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী।

৫ আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি।

উপরে দেওয়া শাস্ত্রাংশে কয়েকটি প্রতিকূলতার কথা উল্লেখ করা আছে যা বিশ্বাসীরা সম্মুখীন করে থাকি। এইগুলি হল *"দুর্গসমূহ", "বিতর্ক", "ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু"* এবং *"সমুদয় চিন্তা"*। এই সবকিছু একজন বিশ্বাসীর মনের মধ্যে ঘটে থাকে। আমাদের মন হল একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এবং ঈশ্বর আমাদেরকে অস্ত্র দিয়েছেন যুদ্ধে সফল ভাবে জয়ী হওয়ার জন্য, যাতে আমরা প্রত্যেকটি প্রতিকূলতার ক্ষেত্রে বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। সমস্যা এটাই, অনেকে যারা বিশ্বাসী হয়েছে, তারা এখনও পর্যন্তও তাদের বাঁধন, কল্পনাশক্তি, যুক্তি, ও চিন্তাভাবনাগুলিকে প্রোৎসাহিত করে যা ঈশ্বরের জ্ঞানের বিরুদ্ধে (যেটা ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে)। ফলস্বরূপ, অনেকে তাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত ও বন্দী থাকে।

ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ধ্যান করা, যদিও সম্পূর্ণ ভাবে নিরাময় করে না, তবুও একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন যা আমাদেরকে মনের মধ্যে এই প্রতিকূলতাগুলির সাথে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের বাক্যের ধ্যান করার অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে দুর্গসমূহকে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করে, সে তাঁর কল্পনাশক্তি, যুক্তি, ও চিন্তাভাবনাকে সহজেই ঈশ্বর-জ্ঞানের (ঈশ্বরের বাক্যের) অধীনে নিয়ে আসতে পারে।

অনবরত ও ধারাবাহিক ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা আমাদের মনকে, কথাবার্তাকে, ও বিশ্বাসকে নুতনিকৃত করে তোলে। আমাদের চিন্তাভাবনার ধরণ, আমাদের আত্ম-চিত্র, আমাদের আত্ম-মর্যাদা, ও আমাদের সত্ত্বার অন্যান্য দিকগুলি যা আমাদের মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকে, সেইগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে। আমরা আমাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক, সাহসী, ও আশাবাদী হয়ে উঠি। দর্শনহীন ব্যক্তি থেকে আমরা সাহসী স্বপ্নদর্শী হয়ে উঠি। আমরা নতুন পরিভাষা সহকারে কথা বলা শুরু করি। দারিদ্রতা, পরাজয়, এবং আত্মকরুণার অধীনে বন্দী থাকার পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসকে স্বীকার করে থাকি। আমাদের হৃদয়ে অনবরত ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে রোপণ করা ও জল সেচন করা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি একটা প্রাণবন্ত বিশ্বাসকে উৎপন্ন করে।

ধ্যান করার ফল

গীতসংহিতা ১:১-৩
১ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দুকদের সভায় বসে না।
২ কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে।
৩ সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে, যাহা যথা সময়ে ফল দেয়, যাহার পত্র ম্লান হয় না; আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকার্য হয়।

ঈশ্বরের বাক্য হল অলৌকিক কার্যকারী বীজ। এর মধ্যে উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে। ঈশ্বরের বাক্যের বীজ যখন আমাদের হৃদয়ে রোপিত হয়, তখন তখন ঈশ্বরের উত্তম উদ্দেশ্যগুলি আমাদের জীবনে পূর্ণ হয়। ধ্যান করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজকে আমাদের হৃদয়ে রোপণ করি ও জল সেচন করে থাকি। এই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং সঠিক সময়ে ফল উৎপাদন করে। সুতরাং, ধ্যান করার অনবরত অভ্যাস হল একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রপাত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়িক করে তোলার জন্য।

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনে যে ফলগুলি উৎপাদন করতে পারে, সেইগুলিকে বিবেচনা করুন। ঈশ্বরের বাক্য হল অক্ষয় বীজ যেটার সাথে পবিত্র আত্মার কাজ আমাদের মধ্যে নতুন জন্ম ঘটায় (১ পিতর ১:২৩)। ঈশ্বরের বাক্য হল ঔষধের মত যা আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের মধ্যে কাজ করে (হিতোপদেশ ৪:২০-২২; গীতসংহিতা ১০৭:২০)। ঈশ্বরের বাক্যের প্রবেশ অন্তর্দৃষ্টি, বোধবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা প্রদান করে থাকে (গীতসংহিতা ১১৯:৯৮-১০০,১৩০)। ঈশ্বরের বাক্য সমৃদ্ধি ও সাফল্য উৎপন্ন করে (যিহোশূয় ১:৮; গীতসংহিতা ১:৩)।

ঈশ্বরের বাক্য আত্মিক বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা গড়ে তোলে (প্রেরিত্ ২০:৩২)। এবং ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে অনেক আশীর্বাদ দিয়েছেন। এই সবকিছু আমাদের জীবনে উৎপন্ন হতে পারে যদি আমরা ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে রোপণ করি ও যত্ন নিয়ে থাকি।

একজন ব্যক্তি যে একটি ধার্মিক জীবন যাপন করে ও অনবরত ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করে, সে এমন একটি গাছের মত যে সর্বদা জলে সিক্ত থাকে। তার শেকড় একটা অনবরত পুষ্টি ও জলের স্রোতের সাথে যুক্ত থাকে। এটাই ঘটে যখন আমরা অনবরত ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করতে থাকি। আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি ও জলের আশীর্বাদ লাভ করে থাকে। আমাদের জীবন ফলপ্রসূ ও কার্যকারী হয়ে ওঠে।

ধ্যান করার অনুশাসনকে গড়ে তোলা

একটি দৈনন্দিন অনুশাসন

গীতসংহিতা ১১৯:৯৭
আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।

আমরা আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার অনুশাসন গড়ে তোলার জন্য। এটাকে একটা অভ্যাস করে তুলুন, এমনকি বলা যেতে পারে একটা ঐশ্বরিক আসক্তি। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা হল একটা অনুশাসন, যেটা বোঝায় যে আমরা এত তখনও করি যখন আমাদের এটা করার ইচ্ছা করে না, অথবা যখন আমরা এটা করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অপর দিকে, আমরা যেন এটাকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে করে থাকি। আমরা প্রভুকে ভালোবাসি এবং সেই কারণে তাঁর বাক্যে আমরা আমোদ করি। এটা আমাদেরকে এমন এক সময়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় যেখানে আমরা ধ্যান করার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে অবিভক্ত সময় দিয়ে থাকি।

বিশেষ প্রয়োজনে

গীতসংহিতা ১১৯:২৩-৭৮
২৩ জনাধ্যক্ষেরাও বসিয়া আমার বিপক্ষে কথা কহিয়াছেন; তোমার এই দাস তোমার বিধি ধ্যান করে।
২৪ তোমার সাক্ষ্যকলাপ আমার হর্ষজনক, সেগুলি আমার মন্ত্রণাদায়ক সুহৃৎ।
৭৮ অহঙ্কারিগণ লজ্জিত হউক, কেননা তাহারা মিথ্যা বলিয়া আমার সর্বনাশ করিয়াছে; কিন্তু আমি তোমার নিদেশমালা ধ্যান করিতেছি।

অনেক সময়ে এসেছে জীবনে, এবং এখনও এসে থাকে, যখন আমি বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূলতা, লড়াই, প্রশ্ন, ও চিন্তার সম্মুখীন হয়ে থাকি। এমন সময়ে, আত্মায় প্রার্থনা করা ছাড়াও, আমি শাস্ত্রের উপর ধ্যান করার প্রচেষ্টা করি, যেটা আমার প্রতিকূলতাগুলির সাথে মোকাবিলা করে। আমার মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে, অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু আমি শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করি যা সেই বিষয়ের উপর ঈশ্বরের চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করে। আমি সেইগুলির উপর ধ্যান করি। এইগুলি শান্তি, প্রশান্ত ভাব, ও হৃদয়ের মধ্যে নিশ্চয়তা নিয়ে আসে। অন্যান্য সময়ে, আমি কোনো নির্দিষ্ট প্রতিকূলতা নিয়ে আসি এবং আমি জানি যে আমি প্রভুর থেকে অতিরিক্ত শক্তি ও উৎসাহ লাভ করি। এই সময়ে, আমি আরও একবার শাস্ত্রের দিকে ফিরি যেগুলি আমার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক এবং সেইগুলির উপর ধ্যান করি। শাস্ত্র আমার সাহস ও শক্তির উৎস হয়ে ওঠে। আমাদের সবাই এই আশীর্বাদ লাভ করতে পারি।

একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ অনুশীলন

গীতসংহিতা ১১৯:১৪৮
আমার চক্ষু রাত্রিযামের পূর্বে উন্মীলিত ছিল, যেন তোমার বচন ধ্যান করিতে পারি।

ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা কোনো অর্থহীন অনুশীলন নয়, এবং এটা শুধুমাত্র গভীর ভাবে আত্মিক ব্যক্তিদের জন্য নয়। এটা আমাদের সবার অভ্যাস করা উচিৎ। এমন এক জগতে (এমনকি খ্রীষ্টিয় সমাজেও), যা দ্রুত সমাধান, তাৎক্ষণিক অলৌকিক কাজকে পছন্দ করে, সেখানে একটা আত্মিক অনুশাসন গড়ে তোলা জনপ্রিয় নাও হতে পারে। কিন্তু, আমরা আত্মিক অনুশাসন করার জন্য উৎসাহিত (১ তীমথিয় ৪:৭)। অনুশীলন করা হল একটা অনুশাসন। এবং এমনও সময় থাকতে পারে যখন অনুশাসন (আত্ম-অনুশাসন) সহজ বিষয় হয়ে ওঠে না। এর জন্য অনেক ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, অনুশাসনের ফল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও চিরস্থায়ী। আপনি যেন এমন একজন ব্যক্তি হয়ে ওঠেন যিনি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করতে পছন্দ করেন এবং এটা করার দ্বারা প্রচুর পুরস্কার লাভ করে থাকেন!

ব্যবহারিক কিছু ধারণা

এখন আমি কিছু ব্যবহারিক ধারণা ও মন্তব্য আপনাদের সাথে ভাগ করে নেবো যা আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করার অনুশাসন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এইগুলি কোনো ব্যবস্থা, অথবা নিয়ম নয় এবং আমরা যেন নিজেদেরকে কোনো প্রক্রিয়ার অথবা পদ্ধতির অধীনে বন্দী করে না ফেলি। আমি সেই বিষয়গুলিকে ভাগ করে নিচ্ছি যা আমার জীবনে উপকারী হিসেবে পেয়েছি, এমন কিছু যা আমি আমার কিশোর বয়স থেকে অভ্যাস করা শুরু করেছিলাম। আপনি হয়ত এই পরামর্শগুলিকে উপকারী হিসেবে পেতে পারেন এবং আপনার নিজের আত্মিক জীবনে অভিযোজিত করতে পারেন। ঈশ্বর যেন আপনাকে অন্যান্য ধারণা প্রদান করেন যে কীভাবে আপনি তাঁর বাক্যকে ধ্যান করা অভ্যাস করতে পারেন, যেটা আপনার জন্য উপযুক্ত প্রমাণিত হবে।

আমি তিনটি ব্যবহারিক ধারণা ভাগ করে নিতে চাই:
১) ঈশ্বরের বাক্য রুপ্য বীজ
২) প্রত্যেকদিনের ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করার একটা সময়সূচী
৩) মননশীল বাইবেল পাঠ

ঈশ্বরের বাক্য রুপী বীজ

আমার জীবনের প্রথম দিকের আত্মিক যাত্রায়, আমার কিশোর বছরগুলিতে, আমি শাস্ত্রকে বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে বিভক্ত করতে শিখেছিলাম। এটা হল ঠিক যেমন ভাবে বিভিন্ন বইগুলি একটা লাইব্রেরিতে সাজানো থাকে। এই পুস্তকের শেষ অধ্যায় এই বিষয়বস্তুগুলির একটা নমুনা তালিকা দেওয়া আছে। আমি যখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য থেকে ধ্যান করতে চাইতাম, তখন আমি সহজেই খুঁজে পেতাম ও প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রাংশগুলিকে পড়তে পারতাম। তাই, যখন আমি মনে করতাম যে আমাকে বিশ্বাসের উপর ধ্যান করার প্রয়োজন আছে, তখন আমি শাস্ত্রের মধ্যে সেই অংশগুলি পড়তাম যেগুলি আমি বিশ্বাস সম্পর্কে সংগ্রহ করেছিলাম। এটা হল বীজ বপনের মত। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে আমরা উপলব্ধি করে থাকি যে আমরা সেই বীজ বপন করে থাকি, যেটার ফসল আমরা কাটতে চাই, কারণ আমরা জানি যে প্রত্যেক বীজ তাদের নিজস্ব প্রকারের ফল উৎপন্ন করে। একইভাবে, বিশেষ ও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ধ্যান করার দ্বারা আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ বপন করে থাকি। এটা আমাদের মুখস্থ করার প্রক্রিয়াতে সাহায্য করে, কারণ, যখন আপনি এই শাস্ত্রাংশগুলির উপর বারংবার ধ্যান করেন, তখন সেইগুলি আপনার স্মৃতিতে ছেপে যায়।

আমি এইগুলি তখনও ব্যবহার করি যখন আমি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচর্যা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। যদিও আমরা আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন কাজ, অলৌকিক কাজ ও সুস্থতার প্রকাশের মধ্যে দিয়ে পবিত্র আত্মার প্রকাশের জন্য নিজেদের উন্মুক্ত রাখি, আমাদের কাছে বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত সভা থাকে যেখানে আমরা অলৌকিক কাজের প্রকাশ প্রত্যাশা করে থাকি। আমরা সুসমাচার প্রচারের মহাসভা আয়োজন করতে পারি, বিশেষ আরোগ্য দানের সভা, ও অলৌকিক কাজের সভা আয়োজন করতে পারি, যেটার উদ্দেশ্য হল লোকেরা যেন অলৌকিক কাজ ও সুস্থতা লাভ করার মধ্যে দিয়ে পরিচর্যা লাভ করে থাকে। এই প্রকারের সভাতে পরিচর্যা করার প্রস্তুতির একটা অংশ হিসেবে, অনেক প্রার্থনা ও নানাবিধ ভাষায় প্রার্থনা করা ছাড়াও, আমি শাস্ত্র থেকে সেই বিষয় সম্পর্কিত অংশগুলির উপর ধ্যান করি যেমন: আত্মার অভিষেক, বিশ্বাসীদের কর্তৃত্ব, আত্মার বরদান, আরোগ্যতা, যীশুর অলৌকিক কাজ, বিশ্বাস, ভাববাণী, ইত্যাদি। এটা আমার আত্মাকে তিখন করে তোলে ও প্রস্তুত করে পরিচর্যা করার জন্য।

দৈনন্দিন বাক্য ধ্যান করার একটা সময়সূচী

ক্রীড়াবিদ, যারা বিশেষ খেলাধুলার জন্য নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তোলে, তাদের কাছে সাপ্তাহিক সময়সূচী থাকে যা তারা পালন করে। তারা বারংবার একই প্রকারের অনুশীলন করতে থাকে, এবং প্রত্যেক বার তারা একটু বেশী করারা প্রচেষ্টা করে। আমার আত্মিক যাত্রার শুরুর বছরগুলিতে আমি একটা দৈনন্দিন ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার একটি সময়সূচী তৈরি করেছিলাম। প্রত্যেক দিন আমি নির্দিষ্টই বিষয়ের উপর ধ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজ থেকে শাস্ত্রাংশগুলি ব্যবহার করতাম এবং সেইগুলিকে পড়তাম, প্রত্যেকটি শাস্ত্রাংশ নিয়ে ধ্যান করতাম - পাঠ করতাম, স্বীকার করতাম, ও সেইগুলি নিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতাম। ধীরে ধীরে, আমি আরও স্বতঃস্ফূর্ত একটা বিষয়ের দিকে সরে গিয়েছিলাম, যেখানে আমি প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়বস্তুর উপর ধ্যান করতাম। আমি হয়ত একই প্রকারের দৈনন্দিন সময়সূচী তৈরি করতে চাইবেন আপনার বর্তমান পরিস্থিতি/প্রয়োজন অনুযায়ী।

দৈনিক ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করার সময়সূচীর একটা উদাহরণ, যেটা আমি একটা সময়কালে ব্যবহার করেছিলাম:

রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
প্রার্থনা উদারতা	বিশ্বাস	ঐশ্বরিক আরোগ্যতা	পরিবার	প্রজ্ঞা ও বোধবুদ্ধি	সাফল্য ও সমৃদ্ধি	পরিচর্যা ও অলৌকিক কাজ

মননশীল বাইবেল পাঠ

আমার আত্মিক যাত্রায় যে অভ্যাসগুলি আমাকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেছে, সেইগুলির মধ্যে একটা হল মননশীল বাইবেল পাঠ। অনেক বাইবেল পাঠ করার পরিকল্পনা একটা নির্দিষ্টই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু অধ্যায় শেষ করার উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করে। যদিও এটা ভাল এবং এর সুবিধা রয়েছে, আমি পছন্দ করি সেই বিষয়টিকে সময় নিয়ে ধ্যান করা, যেটা আমি পাঠ করছি। তাই, আমার বাক্যের মধ্যে প্রতিদিনের সময় কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক অধ্যায় শেষ করা লক্ষ্য নয় কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য থেকে বের করে আনা। তাই আমি একটা অধ্যায়ের কয়েকটি পদ পড়ি, এবং সেই পদগুলি নিয়ে ধ্যান করার উপর ও ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করার উপর, প্রকাশ লাভ করার উপর, সেটাকে অন্তর্নিহিত করার উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করি, এবং তারপর পরবর্তী পদে এগিয়ে যাই, যখন আমি এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি। প্রায়ই, আমি কয়েকটি দিন একই পদের উপর কাটাই, ৩০ মিনিটের চেয়েও বেশী সময় ধরে পদগুলিকে পড়ি, চিন্তাভাবনা করি, ধ্যান করি, এবং সেই পদগুলির মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করি। প্রায়ই, ঈশ্বরের উপরস্থিতি আমাকে বিহ্বল করত, প্রকাশ লাভ করতাম এবং আমি যা দেখতাম অথবা বুঝতাম, সেইগুলিকে লিখে রাখতাম। আমার জীবন পরিবর্তন হয়েছে। এবং অবশ্যই, এমনই সময় থেকে অনেক প্রচারের জন্ম হয়েছে।

যেমন উদাহরণ, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আমি আমার প্রতিদিনের ধ্যান করার বিষয়বস্তু হিসেবে মার্ক লিখিত সুসমাচার পাঠ করা শুরু করি। যখন আমি মার্ক ১:১ পদটি পড়লাম, “যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ; তিনি ঈশ্বরের পুত্র”, আমি এই পদটি পার করে

এগিয়ে যেতে পারলাম না। আমি মার্ক ১:১ পদে চারদিন ধরে ছিলাম, প্রত্যেক দিন প্রায় ৩০ মিনিট অথবা বেশী সময় ধরে, সেই পদটির মধ্যে ডুবে ছিলাম। যখনই আমি সেই পদটি পড়তাম, ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাকে বিহ্বল করত। "ঈশ্বরের পুত্র" কথাটি আমার সামনে স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠত। আমার কল্পনায় যখন মার্ক ১:১ পদের এই অংশটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতাম, আমি অনন্তকাল অতীতে চলে যেতাম, সময়েরও আগে এবং দেখতাম যে সেই অনন্তকালীন বাক্য পিতা ও আত্মার সাথে এক ছিলেন, এবং তারপর সময়ের সাথে যাত্রা করে এগিয়ে এসে দেখতাম যে কীভাবে সেই অনন্তকালীন বাক্য নিজেকে মাংসে মূর্তিমান বাক্য রূপে, ঈশ্বরের পুত্র রূপে প্রকাশ করেছিলেন এবং যে কাজগুলি তিনি তাঁর মৃত্যু, কবর ও পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, মহিমান্বিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে সাধন করেছিলেন। এই সম্পর্কিত শাস্ত্রাংশগুলি বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। এবং এই সত্যটিকে উপলব্ধি করা যে, যে সুসমাচার আমরা প্রচার করি, সেই সুসমাচার হল এই ঈশ্বরের পুত্রের সুসমাচার, সেটা অত্যন্ত বিহ্বলকারী অনুভূতি ছিল। মার্ক ১:১ পদের উপর সেই চারটি দিন প্রকৃত ভাবে একটা সমৃদ্ধিশালী অভিজ্ঞতা ছিল ঈশ্বরের পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করার। আমি যা কিছু পেরেছি, লিখে রেখেছিলাম। আমি আত্মায় বাক্যকে ধরে রেখেছিলাম, এবং আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে অবস্থিতি করতে দিয়েছিলাম। অবশেষে ২০১৯ সালে বড়দিনের দিন আমি এই বার্তাটি প্রচার করেছিলাম এবং সেখানে উপস্থিত লোকেদের কাছে পরিচর্যা করেছিলাম (এই প্রচার "দা সান অফ গড" নামে apcwo.org/sermons ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে)।

আপনি যেন ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন ও উপভোগ করতে পারেন!

৭। এই বীজকে যেন অবশ্যই রক্ষা করা হয় ও যত্ন নেওয়া হয়

শয়তান ঈশ্বরের বাক্যের পিছনে পড়ে আছে

মথি ১৩:১৯
যখন কেহ সেই রাজ্যের বাক্য শুনিয়া না বুঝে, তখন সেই পাপাত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া লয়; এ সেই, যাহা পথের পার্শ্বে উপ্ত।

মার্ক ৪:১৪-১৫
১৪ সেই বীজবাপক বাক্য-বীজ বুনে।
১৫ পথের পার্শ্বে যাহারা, তাহারা এমন লোক, যাহাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বুনা যায়; আর যখন তাহারা শুনে, তৎক্ষণাৎ শয়তান আসিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা বপন করা হইয়াছিল, সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া যায়।

লূক ৮:১১-১২
১১ দৃষ্টান্তটি এই; সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য।
১২ আর তাহারাই পথের পার্শ্বের লোক, যাহারা শুনিয়াছে, পরে শয়তান আসিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া লয়, যেন তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ না পায়।

বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত আমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে - শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে চুরি করার প্রচেষ্টায় আছে। এটা দেখায় যে ঈশ্বরের বাক্যকে শোনা, আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করা ও লালনপালন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ! শয়তান জানে যে আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করি, তাহলে সেটা আমাদের জীবনে ফল উৎপাদন করবে ও আমাদেরকে বিজয়, কর্তৃত্ব ও আধিপত্যে গমন করাবে। প্রেরিত যোহন যেমন লিখেছেন ১ যোহন ২:১৪ পদে, *"…যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে, আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ"।*

তাই, ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদেরকে দূরে রাখার প্রচেষ্টায়, শয়তান তার সকল শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে (ক) আমাদের মধ্যে অনিচ্ছা, অলসতা, ব্যস্ততা, বিক্ষেপ, ইত্যাদি নিয়ে আসার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে শ্রবণ করা থেকে আটকাবে, (খ) বিভ্রান্তি, মিথ্যা, প্রতারণা, ইত্যাদির দ্বারা আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারা থেকে আটকাবে, (গ) সন্দেহ, ভয়, অবিশ্বাস, ইত্যাদির দ্বারা আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করা থেকে আটকাবে। কিন্তু, যেহেতু প্রভু যীশু শয়তানের কৌশলকে প্রকাশ করে দিয়েছেন যাতে আমরা প্রতিরোধকারী পদক্ষেপ নিতে পারি এবং আমাদের হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে ঈশ্বরের বাক্যকে সঞ্চয় করে রাখা সুনিশ্চিত করতে পারি। ঈশ্বরের বাক্য যেন আপনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বাস করে!

বীজকে রক্ষা করুন ও তার যত্ন নিন

বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি আমরা লাভ করে থাকি যে বীজটিকে যেন রক্ষা করা হয় ও সময়ের সাথে সাথে যত্ন নেওয়া হয়, যদি আমরা সেখান থেকে ফসল উৎপন্ন হতে দেখতে চাই। এটা আমাদের চাষ করার জ্ঞান থেকে জানতে পারি। প্রভু যীশু দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর আলোকপাত করেছেন যেখানে বীজকে ফসল উৎপন্ন করা থেকে ব্যর্থ হওয়ার ভয় পেয়ে থাকি। তিনি উল্লেখ করেছেন (ক) তাড়না এবং কষ্টভোগ যা বাক্যের বিরুদ্ধে আসে, এবং (খ) এই জগতের চিন্তা, ধনের প্রতারণা, অন্যান্য

বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা, এবং জীবনের অভিলাশা। আলাদা আলাদা অধ্যায়ে আমরা এই ফসল প্রতিরোধকারী বিষয়গুলিকে নিরীক্ষণ করবো।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বীজটির যত্ন নেওয়া। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, আমরা সুনিশ্চিত করি যে বীজটি যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যের আলো, জল, ও পুষ্টি পাচ্ছে কিনা যাতে সে বৃদ্ধি পায় ও ফসল উৎপন্ন করতে পারে। একইভাবে, আমাদেরকে হৃদয়ের জন্য একটা উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে যেখানে ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজটির যত্ন নেওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যকে জলের সাথেও তুলনা করা হয়েছে (ইফিষীয় ৫:২৬) এবং আলোর সাথেও করা হয়েছে (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)। তাই, ঈশ্বরের ব্যাকের আমরা যত্ন নিয়ে থাকি অনবরত ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা দ্বারা (জল ও আলো যোগান দেওয়ার দ্বারা), অনবরত প্রকাশ লাভ করা দ্বারা (হয়ত পুষ্টি), এবং আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে গমনাগমন করা (কলসীয় ৩:১৫; ইফিষীয় ৫:১৮-১৯)।

ঈশ্বরের রাজ্যের বীজ-নীতি

মার্ক ৪:২৬-২৯
২৬ তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ।
২৭ কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু কিরূপে তাহা বাড়িয়া উঠে তাহা সে জানে না।
২৮ ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য।
২৯ কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।

বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি সাধারণত মাটির নীচে হয়ে থাকে। যদিও আমরা সেটা দেখতে পাই না, তবুও আমরা জানি যে সেটা ঘটছে। এবং এটার জন্য সময় লাগে। সঠিক সময়ে, আমরা বৃদ্ধির চিহ্ন দেখতে পাই যখন সামান্য একটি অংশ মাটির উপরে দেখা দেয়। এবং সেই বীজটিকে যদি ফসল উৎপাদন করতে হয় তাহলে আরও সময়ের প্রয়োজন আছে।

বীজ বাপকের দৃষ্টান্তের ঠিক পর, প্রভু যীশু আরও একটি দৃষ্টান্ত বলেছেন, এবং এখানেও তিনি বীজের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করলেন আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শেখানোর জন্য (মার্ক ৪:২৬-২৯)। এই দৃষ্টান্তে, প্রভু যীশু আমাদেরকে একটা সাধারণ বীজ-নীতি সম্বন্ধে জানিয়েছেন যেটা ঈশ্বরের রাজ্যে কার্যকারী। এই বীজ-নীতিটি আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই বীজ-নীতি অবশ্যই সেই প্রক্রিয়াটির পক্ষে প্রযোজ্য যার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য - অলৌকিক কার্যকারী বীজ - আমাদের জীবনে ফসল উৎপাদন করে।

ঈশ্বরের রাজ্যের বীজ-নীতির প্রধান অন্তর্দৃষ্টি হল:
১) এই বীজকে অবশ্যই রোপণ করতে হবে।
২) কোনো বৃদ্ধি দেখতে পাওয়ার আগে একটা সময়কাল প্রয়োজন।
৩) আমরা যদি অঙ্কুরিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নাও জানি, তবুও বীজ অঙ্কুরিত হবে।
৪) যখন ফসল কাটার সময় আসবে, তখন আমরা যেন কাস্তে দিয়ে কেটে সেই ফসলকে সংগ্রহ করি (আরেক কথায়, ফসল কেটে সংগ্রহ করাতেও আমাদের অবদান ও ভূমিকা রয়েছে)।

যে গুরুত্তপুরন সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করা উচিৎ যে বীজ উৎপাদন করার আগে একটা সময় পার হয়ে যায়। ঈশ্বরের বাক্য রূপী যে বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপণ করা হয়ে থাকে, সেইগুলি রাতারাতি ফসল উৎপাদন করবে না। সাধারণত, অনেকটা সময় পার হওয়ার পরেই আমরা এর প্রভাব ও ফল দেখতে পাব।

শুরু শুরুতে আমরা হয়ত ত্রিশ গুণ ফসল অভিজ্ঞতা লাভ করবো। কিন্তু আমরা জানি যে বীজের জন্য অঙ্কুরিত হয়ে ফসল উৎপাদন করার আগে কিছুটা সময় পার হয়ে যায়। আমরা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে রোপণ করতে থাকি, এবং এটা জানি যে ফসল

কাটার সময় শীঘ্রই আসবে। এবং তখন, ঈশ্বরের বাক্যকে রোপণ করতে করতে আমরা আরও অনেক বেশী ফসলের অভিজ্ঞতা লাভ করবো যা ঈশ্বরের বাক্য উৎপাদন করবে।

আমরা হয়ত সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না যে কীভাবে আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে রোপণ করা সেই বাক্যকে ফসল উৎপাদন করাবে। যেমন উদাহরণ, আমরা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না, যে একজন ব্যক্তি যদি সাফল্য ও সমৃদ্ধির বীজ বপন করে থাকে, তাহলে কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য তাকে সব কাজের মধ্যে সাফল্য ও সমৃদ্ধি উপভোগ করতে দেবে। একইভাবে, আমরা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না যে যখন কোনো মানুষ রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থতা লাভ করার বীজ বপন করে থাকে, তখন কীভাবে তারা ঈশ্বরের শক্তিকে অনুভব করতে পারবে যা তাদের সুস্থ করবে ও স্বাস্থ্যবান করে রাখবে। আমরা শুধু এটাই বলতে পারি যে ঈশ্বরের বাক্য হল বীজ, এবং আমরা যখন অঙ্কুরিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানি না, তখনও সেই বীজ ফসল উৎপাদন করবে। যখন ঈশ্বরের বাক্যকে উত্তম ভূমিতে রোপণ করা হয়ে থাকে ও সেটার যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে, তখন সেটা সেই ফসল উৎপাদন করবে, যেটার জন্য সেই বীজকে তৈরি করা হয়েছে।

৮। প্রকাশ: আত্মিক বোধশক্তি লাভ করা

যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারি না

মথি ১৩:১৯
যখন কেহ সেই রাজ্যের বাক্য শুনিয়া না বুঝে, তখন সেই পাপাত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া লয়; এ সেই, যাহা পথের পার্শ্বে উপ্ত।

প্রভু যীশু বলেছেন যে যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারি না, তখন শয়তান সেই বীজকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়, এবং এই কারণে বীজের শেকড় মাটির নিতে প্রবেশ করতে পারে না ও ফসল উৎপাদন করতে পারে না। আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারি (আত্মিক সত্যগুলিকে উপলব্ধি করতে পারি) যাতে শয়তানকে বাক্যকে চুরি করা থেকে আটকাতে পারি। শয়তান আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারা থেকে আটকাতে তর্ক-বিতর্ক, বিভ্রান্তি, মিথ্যা, প্রতারণা, ইত্যাদি বিষয়গুলির দ্বারা।

“বুঝতে পারা” শব্দটির গ্রীক শব্দটির অর্থ হল “একত্র করা, ঠাহর করা, এবং উপলব্ধি করতে পারা”। যদিও আমরা যেন অবশ্যই বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝে থাকি, আত্মিক সত্যকেও লাভ করার একটা দিক রয়েছে, যেটাকে আমরা প্রকাশ বলে থাকি।

লূক ৮:১২
আর তাহারাই পথের পার্শ্বের লোক, যাহারা শুনিয়াছে, পরে শয়তান আসিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া লয়, যেন তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ না পায়।

শয়তান চায় না যে আমরা এমন একটা স্থানে আসি যেখানে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করি। তাই, সে প্রচেষ্টা করবে সেই বাক্যকে আমাদের কাছ থেকে চুরি করে নেওয়ার জন্য, সেই বাক্যের প্রকাশ হওয়া ও সেটাকে বিশ্বাস করার আগেই। কিন্তু, একবার যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে পারি ও সেখান থেকে প্রকাশ লাভ করি, তখিন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করতে পারব এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিকে অনুভব করতে পারব।

শাস্ত্র এবং মানুষের বুদ্ধি

১ করিন্থীয় ২:১৪
কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সেই সকল মূর্খতা; আর সেই সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।

আমাদের বুদ্ধির ক্ষমতার কারণে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে পড়তে পারি ও অর্থ বুঝতে পারি। আমরা আমাদের বুদ্ধি ব্যবহার করে ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষা শিখি, শাস্ত্রের ঐতিহাসিক পটভূমি ও প্রেক্ষাপটগুলিকে জানি। ঈশ্বর আমাদেরকে বুদ্ধি প্রদান করেছেন এবং আমরা যেন এইগুলিকে অবশ্যই ভাল ভাবে ব্যবহার করি।

কিন্তু, প্রাণিক মানুষ, তার স্বাভাবিক মনের সাথে ঐশ্বরিক সত্যগুলিকে বুঝতে পারে না যা ঈশ্বরের আত্মা বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন। পবিত্র আত্মার বিষয়গুলিকে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন আত্মিক বিচক্ষণতা (অথবা আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি)। এখানেই মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতা শেষ হয় এবং পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরতা শুরু হয়।

১ করিন্থীয় ২:৯-১২
৯ কিন্তু, যেমন লেখা আছে, ‘‘চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।”
১০ কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন।
১১ কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন।
১২ কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।

ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশ করেন (উন্মোচন করেন, আবরণ সরিয়ে দেন) তাঁর আত্মিক সত্যগুলিকে তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা। এটা আমাদেরকে মুক্ত ভাবে ঈশ্বরের বিষয়গুলিকে বুঝতে (সুনিশ্চিত হতে, ঠাহর করতে, উপলব্ধি করতে) সাহায্য করে।

পবিত্র আত্মা হলেন প্রকাশের আত্মা। তিনি আমাদেরকে ঐশ্বরিক সত্যগুলিকে দেখতে সাহায্য করেন যা শাস্ত্রের মধ্যে লেখা আছে। তিনি শব্দের অর্থের উর্ধ্বে আমাদের নিয়ে যান, যেগুলি মানুষের দ্বারা লেখা হয়েছে, এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত আসল চিন্তাভাবনার কাছে আমাদের নিয়ে যান। মানুষের চিন্তাভাবনা ও ঈশ্বরের চিন্তাভাবনার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। প্রভু বলেছেন, *“কারণ ভূতল হইতে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ”* (যিশাইয় ৫৫:৯)।

প্রকাশ হল বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা থেকে আত্মায় উপলব্ধি করা পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া। প্রকাশের মধ্যে দিয়েই আমরা আত্মিক সত্যগুলিকে বুঝতে পারি। যখন কোনো ব্যক্তি আত্মিক সত্যের প্রকাশ লাভ করে না (অর্থাৎ, বাক্যকে আত্মিক ভাবে বুঝতে পারে না), সেই বিষয়ে যীশু বলেছেন, *“যখন কেহ সেই রাজ্যের বাক্য শুনিয়া না বুঝে, তখন সেই পাপাত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয়ে যাহা বপন করা হইয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া লয়; এ সেই, যাহা পথের পার্শ্বে উপ্ত”* (মথি ১৩:১৯)।

প্রকাশ লাভের জন্য প্রার্থনা

ইফিষীয় ১:১৭-১৯
১৭ যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা, আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন;
১৮ যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপ-ধন কি,
১৯ এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি। ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্যসাধনের অনুযায়ী

ইফিষীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য পৌলের প্রার্থনাতে, তিনি বিশেষ ভাবে আত্মার প্রজ্ঞা ও প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তাদের বোধবুদ্ধিকে আলোকিত করার জন্য যাচ্ঞা করেছিলেন, যাতে তারা ঈশ্বরকে জানতে পারে, ঈশ্বরের আহ্বানের উদ্দেশ্যকে জানতে পারে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের জন্য যে মহিমাময় উত্তরাধিকার রেখেছেন, সেটা জানতে পারে, এবং ঈশ্বরের পরাক্রমের মহানতা সম্পর্কে জানতে পারে, যা তিনি তাঁর লোকেদের কাছে উপলব্ধ করেছেন। তাই, এই প্রকারের আত্মিক সত্যের তত্ত্বজ্ঞান ও বোধবুদ্ধি পবিত্র আত্মার প্রকাশ ও আলোকপাত করার মধ্যে দিয়ে আসে। পবিত্র আত্মা আমাদের বোধশক্তির চোখকে খুলে দেন যাতে আমরা আত্মিক সত্যগুলিকে জানতে পারি।

যখন, প্রকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা আত্মিক বোধশক্তি লাভ করে থাকি, তখন আমরা স্বাভাবিক মস্তিস্কের মধ্যে জ্ঞানলাভ করা থেকে আত্মায় জ্ঞানলাভ পর্যন্তও এগিয়ে যাই। এটাই হল স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য, অথবা মস্তিস্কের জ্ঞান ও হৃদয়ের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য। যখন কোন কিছু আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জানি (আমাদের আত্মায়), তখন এর অর্থ এই যে আমাদের হৃদয়ের চোখকে আলোকপাত করা হয়েছে যাতে আমরা বুঝতে পারি। তাই, আমরা অন্তরের গভীরে জানি ও বিশ্বাস করি। আমরা আত্মিক সত্যকে আলিঙ্গন করি, বিশ্বাস করি, সেই পথে চলি এবং সেটার অভিজ্ঞতা লাভ করি।

তাই, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনি অথবা পড়ি, আমরা যেন অবশ্যই প্রকাশের জন্য ও আত্মিক সত্যগুলিকে বুঝতে পারার জন্য প্রার্থনা করি। যখন আমরা বাক্যের কোনো বিশেষ প্রকাশ লাভ করি এবং সেটাকে বিশ্বাস করি, তখন শয়তান সেই বাক্যকে আমাদের থেকে চুরি করতে পারবে না। আমরা সেটাকে দেখি। আমরা সেটাকে বিশ্বাস করি। এটা এখন আমাদের!

৯। শস্যছেদন প্রতিরোধকারী: ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিরোধিতা

মথি ১৩:২০-২১
২০ আর যে পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনিয়া অমনি আনন্দপূর্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল নাই, সে অল্প কালমাত্র স্থির থাকে;
২১ পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে অমনি বিঘ্ন পায়।

মার্ক ৪:১৬-১৭
১৬ আর সেইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা বাক্যটি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আহ্লাদপূর্বক গ্রহণ করে;
১৭ আর তাহাদের অন্তরে মূল নাই, কিন্তু তাহারা অল্পকাল মাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়।

লূক ৮:১৩
আর তাহারাই পাষাণের উপরের লোক, যাহারা শুনিয়া আনন্দপূর্বক সেই বাক্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মূল নাই, তাহারা অল্পকালমাত্র বিশ্বাস করে, আর পরীক্ষার সময়ে সরিয়া পড়ে।

এখন আমরা নিরীক্ষণ করে দেখবো যে যীশু কোন বিষয়গুলির দিকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি বীজকে ফসল উৎপাদন করা থেকে বাধা দিয়ে থাকে। বীজের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য এবং সেই কারণে এটা সিদ্ধ ও নিখুঁত। কিন্তু কিছু বাহ্যিক বিষয় রয়েছে, যা বীজকে ফসল উৎপাদন করা থেকে বাধা দিয়ে থাকে।

কয়েকটা বিষয় যা ফসল উৎপাদনকে আটকাতে পারে, সেটা হল তাড়না অথবা পরীক্ষা ঈশ্বরের বাক্যের কারণে, এবং প্রলোভন।

বাক্যের প্রতি বিরোধিতার সময়েও দাঁড়িয়ে থাকুন

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে শুনি ও গ্রহণ করি, তখন কঠিন সময় (কষ্টভোগ, চাপ), তাড়না (মানুষের দ্বারা বাধা), এবং প্রলোভন (কঠিন সময়, পাপের প্রতি আকর্ষিত হওয়া) আসবে ঈশ্বরের বাক্যের কারণে। এই বাধাগুলি সেই সকল ক্ষেত্রে এসে থাকে, যে বিষয়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনে ও গ্রহণ করে থাকি। অনেকসময়ে শয়তানের প্রলোভনগুলি আমাদেরকে সন্দেহ, প্রশ্নের দিকে আকর্ষিত করে এবং যুক্তির প্রমাণ দেখিয়ে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, একটা ভয় ও অবিশ্বাসের স্থানে নিয়ে যায়। আমাদের বাধার উৎস ও প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সেটা তাড়না হোক, পরীক্ষা হোক, অথবা প্রলোভন হোক, আমরা যেন দৃঢ় ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করা দ্বারা দাঁড়িয়ে থাকি, যেটা আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে শক্ত করে ধরে ধরে থাকি এবং আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে দিই, যাতে এটা আমাদের জীবনে ফসল উৎপাদন করতে পারে।

যেমন উদাহরণ, ধরুন, আমরা ঐশ্বরিক আরোগ্যতার বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনছি। ঐশ্বরিক আরোগ্যতার প্রকাশ আমাদেরকে আনন্দে ও মহা উত্তেজনায় পরিপূর্ণ করে। ঠিক তার পরেই আমরা কোনো না কোনো অসুস্থতার সম্মুখীন হই। তখন আমরা কী করবো? আমরা কি ঐশ্বরিক আরোগ্যতার উপর ঈশ্বরের বাক্যকে পরিত্যাগ করে বলবো, “মনে হয়, এটা সবার জন্য নয়”, অথবা “হয়ত ঐশ্বরিক আরোগ্যতা শুধুমাত্র প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর জন্য ছিল এবং এটা বর্তমানে আমাদের জন্য নয়”, অথবা এমন প্রকারের কোনো চিন্তাভাবনা করবো? অথবা আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্যে ফিরে গিয়ে, সেটাকে বারংবার পড়বো, শুনবো, ধ্যান করবো, এবং ঐশ্বরিক আরোগ্যতার বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আরও বেশী পরিমাণে আমাদের আত্মাকে পরিপূর্ণ করবো? দ্বিতীয়টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ঐশ্বরিক আরোগ্যতা সম্পর্কে ঈশ্বরের যে বাক্য শুনেছি, সেটা যেন আমাদের গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

ঈশ্বরের বাক্য যেন আপনার জীবনে গভীরে প্রবেশ করে

আমরা অত্যন্ত উদ্যম, আনন্দ, ও উত্তেজনা সহকারে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু, আসল পরীক্ষা হবে যে সময়ের সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে থাকবো কিনা, যাতে সেই বাক্য বাস্তবে "বদ্ধমূল" হতে পারে, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে ও আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষটিকে দৃঢ় ভাবে ধরতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যের শেকড় যদি আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ না করে, তাহলে আমরা হোঁচট খাবো (বিঘ্ন পাব) এবং পড়ে যাব (পিছিয়ে যাব, সরে যাব) ঈশ্বরের বাক্য থেকে।

ঈশ্বরের বাক্যের শেকড় যদি আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করানোর জন্য আমাদেরকে অনবরত ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করতে থাকতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশকে আরও শক্তিযুক্ত করতে হবে। আমরা যেন এটা ভাল সময়েও করি যখন ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি কোনো বাধা থাকে না। সাধারণ ভাবে, আমরা মনোযোগ দিই না যখন কোনো একটা বার্তা বারংবার শুনে থাকি - যখন একই বাক্য আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে শুনতে থাকতে হবে, যাতে সেটা আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতার মুখে আমরা দাঁড়াতে পারি। যেমন ইব্রীয় ২:১ পদে লেখা আছে, *"এই জন্য যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে অধিক আগ্রহের সহিত মনোযোগ করা আমাদের উচিত, পাছে কোন ক্রমে ভাসিয়া চলিয়া যাই"।*

অনবরত আপনার আত্মাকে সত্য ও প্রকাশকে গ্রহণ করতে দিন যাতে সেটার শেকড় আপনার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এটা আপনাকে সুনিশ্চিত করবে যে কঠিন সময়েও আপনি ছেড়ে দেবেন না।

১০। শস্যছেদন প্রতিরোধকারী: কাঁটাঝোপ যা বাক্যকে চেপে দেয়

মথি ১৩:২২
আর যে কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, এ সেই যে সেই বাক্য শুনে, আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া সেই বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে সে ফলহীন হয়।

মার্ক ৪:১৮-১৯
১৮ আর অন্য যাহারা কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, তাহারা এমন লোক,
১৯ যাহারা বাক্যটি শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে।

লূক ৮:১৪
আর যাহা কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহারা এমন লোক, যাহারা শুনিয়াছে, কিন্তু চলিতে চলিতে জীবনের চিন্তা ও ধন ও সুখভোগের দ্বারা চাপা পড়ে, এবং পক্ব ফল উৎপন্ন করে না।

পরের কয়েকটি বিষয় যা বীজকে ফসল উৎপাদন করা থেকে বাধা দেয়, সেইগুলি হল কাঁটাঝোপ যা বাক্যকে চেপে দেয়। কাঁটাঝোপ এই জগতের চিন্তাগুলিকে, ধনের প্রতারনাকে এবং অন্যান্য বিষয়ের লালসাকে, এবং জীবনের অভিলাশাকে চিহ্নিত করে। এই সবকটার মধ্যে সমান বিষয় হল যে এইগুলি আমাদের বিক্ষিপ্ত করে। এইগুলি আমাদের লক্ষ্যকে ও মনোযোগকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে সরিয়ে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি নিয়ে যায়। তাই, এইগুলি কাঁটাঝোপের মত কাজ করে যা যথেষ্ট পরিমাণে আলো, জল, ও পুষ্টিকে সেই নতুন চারা গাছ পর্যন্তও বাধা দেয়, এবং অবশেষে সেটাকে ধ্বংস করে দেয়। এটাই আমাদের সাথে ঘটে থাকে। আমরা বিক্ষিপ্ত হই ও অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে রক্ষা করতে ও যত্ন নেওয়া থেকে অবহেলা করি। অবশেষে, সেই বাক্য আমাদের জীবনে ফলহীন হয়ে যায়।

কাঁটাঝোপের থেকে রক্ষা করুন যা বাক্যকে চেপে দেয়

আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে এই জগতের চিন্তা, ধনের প্রতারণা, অন্যান্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের অভিলাশা থেকে রক্ষা করি। যদিও আমাদের সবার মধ্যে চিন্তা রয়েছে (দায়িত্ব যা আমাদের পূর্ণ করার প্রয়োজন আছে), আমরা ধন ব্যবহার করি (অর্থ, টাকাপয়সা, ইত্যাদি), এবং অন্যান্য চিন্তাভাবনা পোষণ করি এবং বৈধ ভাবে জীবনকে উপভোগ করি (উত্তম বিষয়গুলিতে), তবুও আমাদেরকে এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের হৃদয় যেন ঈশ্বর ও তাঁর বাক্য থেকে সরে না যায় এই বিষয়গুলির দ্বারা।

কাঁটাঝোপের থেকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি ব্যবহারিক পদক্ষেপ এখানে দেওয়া হল:
১) ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের প্রতি আপনার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানান।
২) আপনার হৃদয়কে রক্ষা করুন।

ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের প্রতি আপনার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানান

ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আবেগকে প্রায়ই স্বীকৃতি জানানো সত্যিই একটা অসাধারণ বিষয়, যেমন গীতরচক গীতসংহিতা ১১৯ অধ্যায়ে করেছেন। এখানে কয়েকটি বাছাই করা পদ দেওয়া আছে এই অধ্যায় থেকে যা আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে স্বীকৃতি জানাতে শেখায়।

গীতসংহিতা ১১৯
১৬ আমি তোমার বিধিকলাপে হর্ষিত হইব, তোমার বাক্য ভুলিয়া যাইব না।
৩৬ তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার হৃদয় ফিরাও, লোভের প্রতি ফিরাইও না।
৩৭ অলীকতা-দর্শন হইতে আমার চক্ষু ফিরাও, তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
৪৭ আমি তোমার আজ্ঞাসমূহে আমোদ করিব, সেই সকল আমি ভালবাসি।
৭২ তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম, সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা উত্তম।
৯৭ আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।
১২৭ তজ্জন্য আমি তোমার আজ্ঞা সকল ভালবাসি, স্বর্ণ হইতে, নির্মল স্বর্ণ হইতেও ভালবাসি।
১৬২ আমি তোমার বচনে আনন্দ করি, যেমন মহালুট পাইলে লোকে করে।

আপনার নিজস্ব হৃদয়কে রক্ষা করুন

আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাগুলির উপর অনবরত নজর রাখতে থাকি। আমরা আমাদের আগ্রহের বিষয়গুলির উপর নজর রাখি, সেইগুলি কীসের উপর রয়েছে। যখন আমরা আমাদের প্রথম প্রেম থেকে বিক্ষিপ্ত হওয়া অথবা সরে যাওয়ার অনুভূতি লাভ করে থাকি, তখন আমরা স্বীকার করি এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাদের হৃদয়কে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনেন। সুনিশ্চিত করুন যে আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ও ব্যবহারিক ভাবে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করা দ্বারা তাঁকে আপনার জীবনে প্রথম স্থান দিয়েছেন (মথি ৬:৩৩)। ঈশ্বরের সাথে আরাধনায়, প্রার্থনায়, ও তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য সময় ও স্থান আলাদা করে রাখুন। *"…ঐশ্বর্যের বাহুল্য হইলে তাহাতে মন দিও না"* (গীতসংহিতা ৬২:১০খ)।

১১। তিনটি চাবিকাঠি: বুঝতে পারা, গ্রহণ করা, ধরে রাখা

প্রভু যীশু আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে কোন বিষয়টি ঈশ্বরের বাক্যকে অবশেষে আমাদের জীবনে ফসল উৎপাদন করতে সাহায্য করে। তিনটি সুসমাচার যেমন ভাবে দৃষ্টান্তটি উপস্থাপনা করেছে, সেটার দিকে তাকিয়ে আমরা জানতে পারি যে যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে বুঝতে পারি (মথি ১৩:২৩), গ্রহণ করি (মার্ক ৪:২০) এবং ধরে রাখি (লূক ৮:১৫), তখন সেটা ফসল উৎপাদন করে।

বুঝতে পারা

মথি ১৩:২৩
আর যে উত্তম ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনিয়া তাহা বুঝে, সে বাস্তবিক ফলবান হয়, এবং কতক শত গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ ফল দেয়।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা নিরীক্ষণ করেছি আত্মিক সত্যকে বুঝতে পারা ও প্রকাশকে গ্রহণ করার গুরুত্ব। আমাদের হৃদয়ে আত্মিক সত্যের উদ্ঘাটন ক্রমশ হতে থাকে। আমরা ধীরে ধীরে আত্মিক সত্যগুলিকে আরও স্পষ্ট ভাবে দেখতে শুরু করি এবং পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ের উপর আলোকপাত করতে থাকেন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কিত আত্মিক সত্যগুলিকে আমরা যেন গ্রহণ করতে থাকি। আমরা যেন অনবরত প্রভুর তত্ত্বজ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে থাকি (কলসীয় ১:১০), অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে থাকি (২ পিতর ৩:১৮), তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে যেন নূতনীকৃত হতে থাকি (কলসীয় ৩:১০), খ্রীষ্টের প্রেমকে জানতে ও বুঝতে পারি (ইফিষীয় ৩:১৮-১৯) এবং ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞান পর্যন্তও পৌঁছতে পারি (ইফিষীয় ৪:১৩)। আমাদের আত্মিক যাত্রা হল ঈশ্বরের প্রকাশের মধ্যে, তাঁর উদ্দেশে, আমাদের জন্য তাঁর উত্তরাধিকারে, এবং আমাদের জন্য তাঁর শক্তিতে একটা ধারাবাহিক বৃদ্ধি।

তাই, ঈশ্বরের বাক্যকে শুনতে থাকুন। তাঁর বাক্যকে ধ্যান করতে থাকুন। শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করতে থাকুন। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ ও নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে থাকুন। গীতরচকের মত আমরা অনবরত প্রার্থনা করি, *"আমার নয়ন খুলিয়া দেও, যেন আমি দর্শন করি, তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখি"* (গীতসংহিতা ১১৯:১৮)।

গ্রহণ করা

মার্ক ৪:২০
তাহাতে তাহা ফলহীন হয়। আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা সেই বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে, এবং কেহ ত্রিশ গুণ, কেহ ষাট গুণ, ও কেহ শত গুণ, ফল দেয়।

আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করি, স্বীকার করি, ও আলিঙ্গন করি, অর্থাৎ বিশ্বাস করি। আমরা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করি, যাতে সেই বাক্য আমাদের হৃদয়ে ও জীবনে কার্যকারী হয়। এটা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে ইব্রীয় ৪:২ পদ আমাদের বলে: *"কেননা যেরূপ উহাদের নিকটে তদ্রূপ আমাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেই শ্রুত বাক্যে উহাদের কোন ফল দর্শিল না, কারণ শ্রোতাদের কাছে তাহা বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল না"।* যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সাথে বিশ্বাসকে জুড়তে ব্যর্থ হই (ঈশ্বরের বাক্যের উপর বিশ্বাস করা), তখন সেই বাক্য আমাদের কোনো উপকার সাধন করবে না।

অপর দিকে, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করি, তখন আমরা আমাদের জীবনে ফল ধরতে ও সেই বাক্যকে পূর্ণ হতে দেখবো। *"আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সেই সমস্ত সিদ্ধ হইবে"* (লূক ১:৪৫)।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, শয়তান ও তার মন্দ আত্মারা প্রত্যেক প্রচেষ্টা করবে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভয়, ইত্যাদির দ্বারা আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করা থেকে বাধা দিতে। কিন্তু আমরা যেন অবশ্যই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকি। ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করতে থাকুন। তাঁর বাক্যই হল সত্য (যোহন ১৭:১৭)।

ধরে রাখা

লূক ৮:১৫
আর যাহা উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা এমন লোক, যাহারা সৎ ও উত্তম হৃদয়ে বাক্য শুনিয়া ধরিয়া রাখে, এবং ধৈর্য সহকারে ফল উৎপন্ন করে।

উপরে উল্লেখিত বাক্যে "ধরিয়া রাখা" শব্দটির গ্রীক শব্দের অর্থ হল কোনো কিছু দৃঢ় ভাবে ধরে থাকা, স্থির থাকা, লেগে থাকা। তাই, আমরা যেন ধৈর্য সহকারে ঈশ্বরের বাক্যকে ধরে রাখি, যা সময়ের সাথে আমাদের জীবন পথে এসে থাকে। এটাই সেই ঈশ্বরের বাক্য যা আমাদের জীবনে ফসল উৎপাদন করবে।

এই তিনটি চাবিকাঠি: বুঝতে পারা, গ্রহণ করা, এবং ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা দেখতে চাই যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে ফসল উৎপাদন করছে। শুরু শুরুতে, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করি ও ধ্যান করা শুরু করি, তখন আমরা অল্প পরিমাণে ফল দেখতে পাব (ত্রিশগুণ)। আমরা যেন এই ভাবে চলতে থাকি ও ঈশ্বরের বাক্যে বসতি করতে থাকি। প্রকাশ লাভ করতে থাকুন, ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করতে থাকুন, এবং ঈশ্বরের বাক্যের সাথে বসতি করতে থাকুন। শীঘ্রই আমরা প্রচুর পরিমাণে ফসল দেখতে পাব, ষাটগুণ ও একশোগুণ।

ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা জীবন যাপন করতে থাকুন

যাকোব ১:২২,২৫
২২ আর বাক্যের কার্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না।
২৫ কিন্তু যে কেহ হেঁট হইয়া স্বাধীনতার সিদ্ধ ব্যবস্থায় দৃষ্টিপাত করে, ও তাহাতে নিবিষ্ট থাকে, ভুলিয়া যাইবার শ্রোতা না হইয়া কার্যকারী হয়, সেই আপন কার্যে ধন্য হইবে।

অবশেষে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশ লাভ করার উদ্দেশ্য হল আমাদের মনকে নূতনীকৃত করা, এবং আমাদের জীবন চলার পথকে রূপান্তরিত করা (রোমীয় ১২:২)। যে আত্মিক সত্যগুলিকে আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়, সেইগুলি যেন আমাদের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। আমাদের চিন্তাভাবনার ধরণ, আমাদের যুক্তি এবং আমাদের প্ররোচনাগুলি যেন আত্মিক বোধশক্তির দ্বারা আকার পায়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় মনের নূতনীকরণ। যখন এটা ঘটে, তখন আমরা অনবরত ঈশ্বরের বাক্য থেকে লাভ করা প্রকাশ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারব। আমরা যেন অবশ্যই বাক্যের কার্যকারী ব্যক্তি হই এবং যে সত্য আমরা লাভ করেছি, সেই সত্য অনুযায়ী জীবন যাপন করি। যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা জীবন যাপন করবো, তখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের আশীর্বাদে গমন করবো।

ঈশ্বর আমাদের শাস্ত্র দিয়েছেন যাতে আমরা যেন অনবরত সেটার দ্বারা জীবন যাপন করি। তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের কাছে উপলব্ধ করেছেন যাতে তিনি আমাদেরকে তাঁর বাক্যকে বুঝতে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু, শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশ লাভ করা অপর্যাপ্ত তাঁর প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ আশীর্বাদকে লাভ করার জন্য। যে ব্যক্তি বাক্যের প্রকাশকে অনবরত কাজে পরিণত করে, সেই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রাচুর্যে গমনাগমন করে। আমরা আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থকে বুঝতে পারার জন্য পবিত্র আত্মার

উপর নির্ভর করা। তারপর, আপনার মনকে সেই প্রকাশের দ্বারা নূতনীকৃত হতে দিন। তারপর সেই প্রকাশকে আপনার দৈনন্দিন জীবনে একটি অনুশাসিত কাজে পরিণত করুন। তখন আপনি সেই রকমের একজন ব্যক্তি হবেন, যাকে শাস্ত্র বলে ধন্য।

আমাদের মধ্যে বাসকারী বাক্য

প্রেরিত যোহন আমাদের মধ্যে বাসকারী বাক্য ও বাক্যের মধ্যে আমাদের অবস্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়েছেন। অবস্থিতি করা, সরল ভাবে এর অর্থ হল বাস করা, থাকা, সেখানেই চলতে থাকা। সময়ের সাথে সাথে ঈশ্বরের বাক্যকে ধরে থাকা ও সেই বাক্য অনুযায়ী জীবন যাপন করা। যীশু আমাদের শিখিয়েছেন যে যখন আমরা তাঁর বাক্যে অবস্থিতি করি, সেটা আমাদের তাঁর শিষ্য হওয়ার প্রমাণ দেয়। এটা করা দ্বারা আমরা সকল সত্যে গমন করতে পারব, যা আমাদের স্বাধীন করবে ও রূপান্তরিত করবে (যোহন ৮:৩১-৩২)। তাঁর বাক্যে অবস্থিতি করা হল তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমের একটা অভিব্যক্তি। তিনি নিজেকে সেই ব্যক্তির কাছে আরও বেশী করে প্রকাশ করবেন যে তাঁর বাক্যকে পালন করে। যখন আমরা তাঁর বাক্যে চলতে থাকি, তখন আমরা তাঁর উপস্থিতি (যোহন ১৪:২১,২৩) অনুভব করতে থাকি। তাঁতে ও তাঁর বাক্যে অবস্থিতি করা হল আমাদের প্রার্থনার উত্তর লাভ করার একটা চাবিকাঠি। যীশু বলেছেন: *"তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে"* (যোহন ১৫:৭)। এ ছাড়াও, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে তাঁর বাক্যের মধ্যে অবস্থিতি করা দ্বারাই আমরা শয়তানের উপর বিজয়লাভ করতে পারব। *"যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে, আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ"*।(১ যোহন ২:১৪)।

আপনি হলেন ঈশ্বরের উদ্যান

শেষে, আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের এক একটা উদ্যান হিসেবে কল্পনা করতে পারি। ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে দিয়েছেন - অলৌকিক কার্যকারী বীজ - যা তিনি চান আমরা যেন আমাদের হৃদয়ে ও জীবনে রোপণ করি। আশীর্বাদের, বিজয়ের, সুস্থতার, সমৃদ্ধির, শান্তির, প্রেমের, পবিত্রতার, নির্মলতার, শক্তির, এবং আরও অনেক প্রকারের বীজ রয়েছে, যা এই বিষয়গুলিকে আমাদের জীবনে উৎপাদন করতে পারে। আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের হৃদয়ে রোপণ করার অভ্যাস গড়ে তুলি! আমরা যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে ও আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের জীবনে পূর্ণ হতে দিই তাঁর বাক্যের শক্তির দ্বারা!

১২। ঈশ্বরের বাক্য রূপী বীজ

নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর কয়েকটি শাস্ত্রাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আপনি এর সাথে আরও শাস্ত্রাংশ জুড়তে পারেন এবং শাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়গুলি সাজিয়ে তুলতে পারেন, যেগুলি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যখন প্রয়োজন হবে, তখন দ্রুত এই তালিকাগুলি থেকে খুঁজে বের করতে পারবেন। প্রায়ই ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করুন।

স্বর্গদূতদের দ্বারা সুরক্ষা লাভ করা
গীতসংহিতা ৩৪:৭; গীতসংহিতা ৯১:১১-১২; গীতসংহিতা ১০৩:২০; দানিয়েল ৬:২২; মথি ১৮:১০; লূক ২২:৪১-৪৩; প্রেরিত্ ৫:১৯-২০; প্রেরিত্ ৮:২৬; প্রেরিত্ ১২:৭-১১; প্রেরিত্ ২৭:২৩-২৪; ইব্রীয় ১:১৪

অভিষেক
যাত্রাপুস্তক ৩০:২৫-৩৩; ১ শমূয়েল ২৪:৬; ১ বংশাবলি ১৬:২১-২২; গীতসংহিতা ২৮:৮; গীতসংহিতা ৪৫:৭; গীতসংহিতা ৯২:১০; যিশাইয় ১০:২৭; যিশাইয় ৬১:১-৩; মীখা ৩:৮; সখরিয় ৪:৬-৭; মথি ১২:২৮; লূক ১:৩৫; লূক ৪:১৮-১৯; লূক ৪:১৪; লূক ৫:১৭; লূক ৬:১৯; লূক ৮:৪৩-৪৮; লূক ২৪:৪৯; যোহন ৭:৩৭-৩৯; প্রেরিত্ ১:৮; প্রেরিত্ ৪:৩৩; প্রেরিত্ ৫:১২-১৬; প্রেরিত্ ৬:৮; প্রেরিত্ ১০:৩৮; রোমীয় ১:৩-৪; রোমীয় ১৫:১৩; রোমীয় ১৫:১৮-১৯; ১ করিন্থীয় ২:৪-৫; ১ করিন্থীয় ৫:৪; ২ করিন্থীয় ১:২১-২২; ইফিষীয় ১:১৯-২০; ইফিষীয় ৩:১৬; ইফিষীয় ৩:২০-২১; ১ থিষলনীকীয় ১:৫; ২ তীমথিয় ১:৭; ইব্রীয় ২:৩-৪; ১ যোহন ২:২০; ১ যোহন ২:২৭

প্রার্থনার উত্তর লাভ করা
গীতসংহিতা ৩৭:৪; গীতসংহিতা ৬৫:২; গীতসংহিতা ৮৪:১১; হিতোপদেশ ১০:২৪; হিতোপদেশ ১৫:২৯b; মথি ৭:৭-১১; মথি ১৮:১৮-২০; মথি ২১:২২; মার্ক ১১:২২-২৪; লূক ১৮:১; যোহন ১৪:১৩-১৪; যোহন ১৫:৭; যোহন ১৬:২৩-২৪; ফিলিপীয় ৪:৬-৭; যাকোব ১:৫-৭; যাকোব ৫:১৪-১৬; ১ পিতর ৩:১২; ১ যোহন ৩:২১-২২; ১ যোহন ৫:১৪-১৫

ঈশ্বরের যুদ্ধসজ্জা
রোমীয় ১৩:১২-১৪; ২ করিন্থীয় ৬:৩-৭; ২ করিন্থীয় ১০:৩-৫; ইফিষীয় ৬:১০-১৮; ১ তীমথিয় ১:১৮

গর্ভের সন্তান
আদিপুস্তক ২০:১৭-১৮; যাত্রাপুস্তক ২৩:২৫-২৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৭:১২-১৫; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৪; ইয়োব ৩১:১৫; গীতসংহিতা ৮:২; গীতসংহিতা ৭১:৫-৭; গীতসংহিতা ১১৩:৯; গীতসংহিতা ১১৯:৭৩; গীতসংহিতা ১৩৮:৮; গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৭; যিশাইয় ৬৬:৯; যিরমিয় ১:৫; গালাতীয় ১:১৫-১৬

বিশ্বাসীর অধিকার/কর্তৃত্ব
মথি ১০:১,৭-৮; মথি ২৮:১৮-২০; মথি ১৬:১৮-১৯; মার্ক ৩:১৪-১৫; মার্ক ৯:৩৮-৪০; মার্ক ১৬:১৭-১৮; লূক ১০:১৭-২০; প্রেরিত্ ৩:৬-৯,১৬; প্রেরিত্ ৪:৯-১০; প্রেরিত্ ১৬:১৬-১৮; ইফিষীয় ২:৪-৬; ফিলিপীয় ২:৯-১১

আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া

আদিপুস্তক ১২:১-৩; আদিপুস্তক ১৭:৭; আদিপুস্তক ২২:১৭-১৮; আদিপুস্তক ২৪:১,৩৫; আদিপুস্তক ২৬:১২-১৪; গণনাপুস্তক ৬:২৩-২৭; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-১৪; গীতসংহিতা ১০৩:১-৬; গীতসংহিতা ১১২:১-১০; গীতসংহিতা ১২৮:১-৬; হিতোপদেশ ১০:২২; গালাতীয় ৩:৯,১৩-১৪,২৯; ইফিষীয় ১:৩; ইব্রীয় ৮:৬

যীশুর রক্ত

যাত্রাপুস্তক ১২:১৩,২৩; যাত্রাপুস্তক ২৪:৮; লেবীয়পুস্তক ১৭:১১; সখরিয় ৯:১১; মথি ২৬:২৮; প্রেরিত্ ২০:২৮; রোমীয় ৩:২৪-২৬; রোমীয় ৫:৯; ১ করিন্থীয় ৫:৭; ১ করিন্থীয় ১০:১৬; ইফিষীয় ১:৭; ইফিষীয় ২:১৩; কলসীয় ১:১৪,২০-২২; কলসীয় ২:১৪-১৫; ইব্রীয় ২:১৪-১৫; ইব্রীয় ৯:১২-১৪; ইব্রীয় ১০:১৯-২২; ইব্রীয় ১০:২৮-২৯; ইব্রীয় ১২:২২-২৪; ইব্রীয় ১৩:১২; ইব্রীয় ১৩:২০-২১; ১ পিতর ১:১-২; ১ পিতর ১:১৮-১৯; ১ যোহন ১:৭; প্রকাশিত বাক্য ১:৫-৬; প্রকাশিত বাক্য ৫:৯-১০; প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪-১৫; প্রকাশিত বাক্য ১২:১০-১১

সাহস

গীতসংহিতা ১৩৮:৩; হিতোপদেশ ২৮:১; প্রেরিত্ ৪:১৩; প্রেরিত্ ৪:২৯-৩১; প্রেরিত্ ১৪:৩; ২ করিন্থীয় ৩:১১-১২; ফিলিপীয় ১:২০; ২ তীমথিয় ১:৭; ১ যোহন ৪:১৭-১৮ (এ ছাড়াও দেখুন, সাহস, প্রত্যয়)

হাড়

গীতসংহিতা ৩৪:২০; হিতোপদেশ ৩:৫-৮; হিতোপদেশ ১৪:৩০; হিতোপদেশ ১৭:২২; যিশাইয় ৫৮:১১

মন্দ আত্মাদের দূর করা

মথি ৪:২৩-২৪; মথি ৮:১৬-১৭; মথি ৯:৩২-৩৩; মথি ১০:১,৭-৮; মথি ১২:২৮-২৯; মথি ১৭:১৮-২১; মার্ক ৩:১৪-১৫; মার্ক ৬:৭,১২-১৩; মার্ক ৯:৩৮-৪০; মার্ক ১৬:১৭-১৮; লূক ৯:১-২; লূক ১০:১৭-২০; লূক ১৩:১০-১৩; যোহন ১৪:১২; প্রেরিত্ ১৬:১৬-১৮; প্রেরিত্ ১৯:১১-১২

সন্তান/শিশু

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৯; দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৭; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬; গীতসংহিতা ২৫:১২-১৩; গীতসংহিতা ৩৭:২৫-২৬; গীতসংহিতা ৭৮:৪-৬; গীতসংহিতা ৯০:১৬; গীতসংহিতা ১০৩:১৭; গীতসংহিতা ১১২:১-২; গীতসংহিতা ১১৩:৯; গীতসংহিতা ১২৭:১-৫; হিতোপদেশ ১৩:২২; হিতোপদেশ ১৪:২৬; হিতোপদেশ ২০:৭; হিতোপদেশ ২২:৬; হিতোপদেশ ৩১:২৮; যিশাইয় ৮:১৮; যিশাইয় ৪৪:৩-৪; যিশাইয় ৪৯:২৫; যিশাইয় ৫৪:১৩; যিশাইয় ৫৯:২১; মালাখি ৪:৫-৬; লূক ১:১৭; ইফিষীয় ৬:৪; কলসীয় ৩:২১; ১ তীমথিয় ৩:৪-৫; ১ তীমথিয় ৩:১২; ২ তীমথিয় ১:৫; ২ তীমথিয় ৩:১৫; ৩ যোহন ১:৪

প্রত্যয়

গীতসংহিতা ৬৫:৫; গীতসংহিতা ১১৮:৮; গীতসংহিতা ১১৮:৯; হিতোপদেশ ৩:২৬; হিতোপদেশ ১৪:২৬

সাহস

দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৬; যিহোশূয় ১:৭,৯; ২ বংশাবলি ৩২:৭; গীতসংহিতা ২৭:১৪

ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া

দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৬; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৮,১১-১২; ২ রাজাবলি ৪:১-৭; গীতসংহিতা ১২৮:১-২; হিতোপদেশ ৩:৯-১০; হিতোপদেশ ২২:৭; যিশাইয় ৬৫:২২; মালাখি ৩:১০-১১; মথি ১৭:২৪-২৭; মার্ক ১১:২২-২৩; লূক ৫:৪-৭; রোমীয় ২:১১; রোমীয় ১৩:৮

উদ্ধার/নিস্তার

গীতসংহিতা ১৮:১-২,১৭,১৯,৪৩,৪৮,৫০; গীতসংহিতা ৩২:৭; গীতসংহিতা ৩৪:৪,৭,১৭,১৯; গীতসংহিতা ৯১:৩,১৪,১৫; গীতসংহিতা ১০৭:২০; গীতসংহিতা ১১৬:৮; মথি ৬:১৩; কলসীয় ১:১২-১৩; গালাতীয় ১:৪; ২ তীমথিয় ৪:১৮; ২ পিতর ২:৯

লুট

যিহোশূয় ১:৫; গীতসংহিতা ৬০:১২; যিশাইয় ৪৫:১-৩; দানিয়েল ১১:৩২b; ১ করিন্থীয় ২:৯-১০; ইফিষীয় ২:১০; ইফিষীয় ৩:২০-২১; ফিলিপীয় ১:৬; ফিলিপীয় ২:১৩; ইব্রীয় ১১:৩৩-৩৪

বিশ্বাস

মথি ৯:২৮-২৯; মথি ১৭:২০; মথি ২১:২১; মার্ক ৯:২৩; মার্ক ১১:২২-২৩; লূক ১:৪৫; লূক ১৭:৫-৬; যোহন ১১:৪০; প্রেরিত্ ৩:১৬; প্রেরিত্ ৬:৮; প্রেরিত্ ২৭:২৫; রোমীয় ৪:১২,১৭-২১; রোমীয় ১০:৮-১০; রোমীয় ১২:৩; ২ করিন্থীয় ৪:১৩; ২ করিন্থীয় ৫:৭; গালাতীয় ৫:৬; ইফিষীয় ৬:১৬; ২ থিষলনীকীয় ১:৩; ২ থিষলনীকীয় ১:১১; ১ তীমথিয় ৬:১২; ফিলীমন ১:৬; ইব্রীয় ৩:১; ইব্রীয় ৪:২; ইব্রীয় ৪:১৪; ইব্রীয় ৬:১২; ইব্রীয় ১০:২২-২৩; ইব্রীয় ১০:৩৫-৩৬; যাকোব ১:৫-৭; যাকোব ২:১৭-১৮,২১-২২,২৬

কৃপা ও ভাল সম্পর্ক

আদিপুস্তক ৩৯:২-৪,২১; যাত্রাপুস্তক ১২:৩৬; ১ বংশাবলি ২৯:১২; গীতসংহিতা ৫:১২; গীতসংহিতা ৩০:৫; গীতসংহিতা ১১৯:৭৪; হিতোপদেশ ৩:৩-৪; হিতোপদেশ ৪:৭-৮; হিতোপদেশ ১২:২; হিতোপদেশ ১৬:৭; হিতোপদেশ ২২:৪; হিতোপদেশ ২৯:২৩; যিশাইয় ৬১:৭; ১ তীমথিয় ৪:১

ভবিষ্যৎ

গীতসংহিতা ৩১:১৫; গীতসংহিতা ৭১:৬-৭; গীতসংহিতা ৭১:১৭-১৮; গীতসংহিতা ১৩৮:৮; হিতোপদেশ ৩:৫-৬; হিতোপদেশ ৪:১৮; যিশাইয় ৪৬:৩-৪; যিশাইয় ৬৪:৮; যিরমিয় ২৯:১১; মথি ৬:২৫-৩৪; রোমীয় ৮:২৮; ১ করিন্থীয় ২:৯-১০; ইফিষীয় ২:১০; ফিলিপীয় ৩:১২-১৪; ফিলিপীয় ৪:৬-৭

পবিত্র আত্মার বরদান

প্রেরিত্ ২:২২; প্রেরিত্ ২:৪৩; প্রেরিত্ ৪:২৯-৩০; প্রেরিত্ ৫:১২-১৬; প্রেরিত্ ৬:৮; প্রেরিত্ ৭:৩৬; প্রেরিত্ ১৪:৩; রোমীয় ১২:৬; রোমীয় ১৫:১৮-১৯; ১ করিন্থীয় ২:৪-৫; ১ করিন্থীয় ৪:২০; ১ করিন্থীয় ১২:১-১১; ১ করিন্থীয় ১২:৩১; ১ করিন্থীয় ১৪:১,৩,১২,২৬,৩১,৩৯; ১ করিন্থীয় ১৪:৩৯; ২ করিন্থীয় ১২:১২; ১ থিষলনীকীয় ১:৫; ইব্রীয় ২:৩-৪

ঈশ্বরের মহিমা

যাত্রাপুস্তক ২৪:১৬-১৭; যাত্রাপুস্তক ২৯:৪৩; যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮-১৯; যাত্রাপুস্তক ৪০:৩৩-৩৫; গণনাপুস্তক ৯:১৫-২৩; গণনাপুস্তক ১৪:২১; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২৪; ১ শমূয়েল ৪:২১-২২; ১ রাজাবলি ৮:১০-১১; ২ বংশাবলি ৫:১৩-১৪; গীতসংহিতা ২৪:৭-১০; গীতসংহিতা ২৬:৮; গীতসংহিতা ৬৩:১-২; গীতসংহিতা ৮৫:৯; গীতসংহিতা ৯০:১৬-১৭; যিশাইয় ৪:৫-৬; যিশাইয় ১১:১০; যিশাইয় ৩৫:১-২; যিশাইয় ৪০:৫; যিশাইয় ৪২:৮; যিশাইয় ৪৮:১১; যিশাইয় ৫৮:৮; যিশাইয় ৬০:১-৭; যিহিষ্কেল ১:২৮; যিহিষ্কেল ৩:১২; যিহিষ্কেল ১০:৪,১৮; হবক্কূক ২:১৪; হবক্কূক ৩:৩-৪; হগয় ২:৭-৯; যোহন ১:১৪; যোহন ২:১১; যোহন ১১:৪,৪০; যোহন ১৪:২১-২৩; যোহন ১৭:৫,২২,২৪; প্রেরিত্ ৭:৫৫; রোমীয় ৮:১৫-২৫; ১ করিন্থীয় ৩:১৬; ১ করিন্থীয় ১০:৩১; ২ করিন্থীয় ৩:৭-১৮; ২ করিন্থীয় ৪:৬-৭; ২ করিন্থীয় ৪:১৬-১৮; ইফিষীয় ২:২১-২২; কলসীয় ১:২৬-২৭; ইব্রীয় ১:৩; ১ পিতর ৪:১৪; ২ পিতর ১:১৬-১৮

ঈশ্বর কেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা

গীতসংহিতা ২৭:৪; গীতসংহিতা ৩৭:৪; গীতসংহিতা ৪২:১-২; গীতসংহিতা ৮৪:১-৩,১০; গীতসংহিতা ৬৩:১-৮; গীতসংহিতা ১৪৫:১৯; হিতোপদেশ ১০:২৪; যিশাইয় ২৬:৯; মথি ৬:৩৩; মার্ক ১২:২৯-৩১; রোমীয় ৮:১৩; ২ করিন্থীয় ৫:১৪-১৫; গালাতীয় ২:২০; গালাতীয় ৫:২৪; গালাতীয় ৬:৭-৮; গালাতীয় ৬:১৪; ফিলিপীয় ৩:৭-১১; ফিলিপীয় ৪:৮; কলসীয় ৩:১-৩; ২ তীমথিয় ২:১৯-২১; যাকোব ৪:৪; ১ যোহন ২:১৫-১৭

আমাদের ঈশ্বরের মহানতা

গীতসংহিতা ৮৬:৮-১২; গীতসংহিতা ১২১:২; গীতসংহিতা ১৪৫:১-২১; গীতসংহিতা ১৪৭:৪-৫; যিশাইয় ৩৭:১৬; যিশাইয় ৪০:২১-৩১; যিশাইয় ৪৫:১২,১৮; যিরমিয় ৩২:১৭,২৭; যিরমিয় ৫১:১৫; রোমীয় ১১:৩৩-৩৬; ১ তীমথিয় ৬:১৪-১৬; প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১৪; প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১২; প্রকাশিত বাক্য ১৯:৪-৬

নির্দেশ লাভ

গীতসংহিতা ২৫:১২; গীতসংহিতা ৩২:৮-৯; গীতসংহিতা ৩৭:২৩-২৪; গীতসংহিতা ১১৯:১০৩-১০৫; গীতসংহিতা ১১৯:১৩০; গীতসংহিতা ১১৯:১৩৩; হিতোপদেশ ৩:৫-৬; হিতোপদেশ ৪:১৮; হিতোপদেশ ৪:২৬; যিশাইয় ৫৮:১১; রোমীয় ৮:১৪; কলসীয় ৩:১৫

আরোগ্যতা ও সুস্বাস্থ্য

আদিপুস্তক ২০:১৭; যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬; যাত্রাপুস্তক ২৩:২৫-২৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৭:১৫; ইয়োব ৩৩:১৯-২৮; গীতসংহিতা ৩০:২; গীতসংহিতা ৪১:১-৩; গীতসংহিতা ৯১:৫-১০; গীতসংহিতা ১০৩:১-৫; গীতসংহিতা ১০৭:২০; হিতোপদেশ ৩:৭-৮; হিতোপদেশ ৪:২০-২২; হিতোপদেশ ১২:১৮; হিতোপদেশ ১৮:২১-২২; যিশাইয় ৬:১০; যিশাইয় ৫৩:৪-৫; যিশাইয় ৫৮:৮; যিরমিয় ১৭:১৪; যিহিষ্কেল ৩৪:৪; যিহিষ্কেল ৪৭:৮-৯; মথি ৪:২৪; মথি ৮:১৬-১৭; মথি ১২:১৫; মথি ১৫:২৫-২৮; মার্ক ৫:৩৪; লূক ৪:৪০; লূক ১৩:১১-১৩,১৬; প্রেরিত্ ১০:৩৮; রোমীয় ৮:১১; ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০; ইব্রীয় ১১:১১; যাকোব ৫:১৪-১৫; ১ পিতর ২:২৪; প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২

অসুস্থকে সুস্থ করা

মথি ৪:২৩-২৪; মথি ১০:১,৭-৮; মথি ১৫:২৯-৩১; মার্ক ৬:৭,১২-১৩; মার্ক ১৬:১৭-১৮; লূক ৫:১৭; লূক ৬:১৭-১৯; লূক ৯:১-২; লূক ৯:১১; লূক ১০:১,৯; যোহন ১৪:১২; প্রেরিত্ ১০:৩৮; ১ করিন্থীয় ১২:৭-১১; যাকোব ৫:১৪-১৬; ১ যোহন ৩:৮

পবিত্রতা (পাপের উপর বিজয়লাভ, নির্মলতা)

যাত্রাপুস্তক ১৫:১১; যাত্রাপুস্তক ১৯:৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৬; দ্বিতীয় বিবরণ ২৩:১৪; ইয়োব ৩১:১; গীতসংহিতা ২৯:২; গীতসংহিতা ১:১-৩; গীতসংহিতা ৪:৩; গীতসংহিতা ১৫:১-৫; গীতসংহিতা ১৯:১২-১৪; গীতসংহিতা ২৪:৩-৫; গীতসংহিতা ২৯:২; গীতসংহিতা ৯৬:৯; গীতসংহিতা ১১৯:৯-১১; হিতোপদেশ ৫:১৫-২৩; হিতোপদেশ ৬:২৩-২৫; উপদেশক ৭:২৬; যিশাইয় ৫২:১১; ওবদিয় ১:১৭; মালাখি ৩:১-৩; মথি ৫:২৯-৩০; রোমীয় ১:৪; রোমীয় ৬:৬-৭,১২-১৪; রোমীয় ৮:৫-৮,১২-১৩; রোমীয় ১২:১-২; রোমীয় ১৩:১১-১৪; ১ করিন্থীয় ৩:১৬-১৭; ১ করিন্থীয় ৬:১২-১৩,১৭-২০; ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৮; ২ করিন্থীয় ৭:১; ২ করিন্থীয় ১০:৩-৫; ইফিষীয় ৪:২০-৩২; ইফিষীয় ৫:১-৫; ফিলিপীয় ২:১৪-১৫; ফিলিপীয় ৪:৪-৮; ১ থিষলনীকীয় ৪:৩-৭; ২ তীমথিয় ২:১৯-২২; তীত ২:১১-১৪; ইব্রীয় ১০:২৬-২৭; ইব্রীয় ১২:১-৪; ইব্রীয় ১২:১৪-১৬; যাকোব ৩:৮-১০; যাকোব ৪:৪-৮; ১ পিতর ১:১৩-১৭; ১ পিতর ২:৯-১২; ১ পিতর ৪:১-২; ২ পিতর ৩:১৪,১৭-১৮; ১ যোহন ২:১৫-১৭; যিহূদা ১:১৭-২৫

বাড়ি ও পরিবার

আদিপুস্তক ১৮:১৯; আদিপুস্তক ২২:১৬-১৮; আদিপুস্তক ৩৯:২-৫; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-১২; যিহোশূয় ২৪:১৪-১৫; ২ শমূয়েল ৬:১২; ইয়োব ৫:২৪; গীতসংহিতা ৬৮:৫; গীতসংহিতা ৯১:১০; গীতসংহিতা ১০১:১-২,৭; গীতসংহিতা ১১২:১-৩; গীতসংহিতা ১১৮:১৫;

গীতসংহিতা ১২৭:১-৫; গীতসংহিতা ১২৮:১-৪; গীতসংহিতা ১৪৪:১২-১৫; হিতোপদেশ ৩:৩৩; হিতোপদেশ ১২:৭; হিতোপদেশ ১৪:১১; হিতোপদেশ ১৫:৬; যিশাইয় ৩২:১৭-১৯; যিশাইয় ৬৫:২১-২৩; যোহন ১৪:২৩

স্বামী

আদিপুস্তক ২:২২-২৪; গীতসংহিতা ১২৮:১-৪; হিতোপদেশ ১৯:১৪; হিতোপদেশ ৩১:১০-১১,২৩,২৮; মালাখি ২:১৪-১৬; মথি ১৯:৪-৬; ১ করিন্থীয় ৭:৩-৫,১০-১১; ১ করিন্থীয় ১১:৩; ইফিষীয় ৫:২৩-৩৩; কলসীয় ৩:১৯; ১ তীমথিয় ৫:৪; ১ পিতর ৩:৭

আনন্দ (দুঃখ অতিক্রম করা, দুঃখ)

নহিমিয় ৮:১০; গীতসংহিতা ৫:১১; গীতসংহিতা ১৬:১১; গীতসংহিতা ৩০:৫; গীতসংহিতা ৩২:১১; গীতসংহিতা ৩৩:১,৩,২১; গীতসংহিতা ৩৫:৯; গীতসংহিতা ৪৩:৪; গীতসংহিতা ১২৬:৫-৬; যিশাইয় ১২:৩; যিশাইয় ২৯:১৯; যিশাইয় ৫১:১১; যিশাইয় ৬১:৩,৭; হবক্কূক ৩:১৭-১৮; মথি ৫:১২; যোহন ১৬:২২-২৪; যোহন ১৭:১৩; প্রেরিত্ ১৩:৫২; রোমীয় ১৪:১৭; রোমীয় ১৫:১৩; গালাতীয় ৫:২২-২৩; ফিলিপীয় ৪:৪; কলসীয় ১:১১; ১ থিষলনীকীয় ১:৬; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৬-১৮; ইব্রীয় ১:৯; যাকোব ১:২-৩; ১ পিতর ১:৮-৯; ১ পিতর ৪:১২-১৪; ১ যোহন ১:৪

জমি এবং সম্পত্তি বিষয়ক

দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৮,১১-১২; গীতসংহিতা ১৬:৫; গীতসংহিতা ৩৭:২৯; গীতসংহিতা ১২৫:৩; মার্ক ১০:২৯-৩০

আইনি সমস্যা

দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৭; গীতসংহিতা ৩; গীতসংহিতা ১২:৫; গীতসংহিতা ৩৭:৬,২৮; গীতসংহিতা ৭২:১৪; গীতসংহিতা ৮৯:১৪ গীতসংহিতা ১০৩:৬; গীতসংহিতা ১১৯:১২১; গীতসংহিতা ১৪০:১২; গীতসংহিতা ১৪৬:৭; যিশাইয় ২৮:৫-৬; যিশাইয় ৫৪:১৪,১৭

দীর্ঘ মেয়াদী হওয়া

আদিপুস্তক ৬:৩; যাত্রাপুস্তক ২৩:২৫-২৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৭; ইয়োব ৫:২৬; গীতসংহিতা ৩৪:১২-১৪; গীতসংহিতা ৭১:৫-৯,১৭-১৮; গীতসংহিতা ৯০:১০-১২; গীতসংহিতা ৯১:১৪-১৬; গীতসংহিতা ৯২:১২-১৫; গীতসংহিতা ১০৩:১৫-১৭; গীতসংহিতা ১২৮:১,৬; হিতোপদেশ ৩:১-২; হিতোপদেশ ১৭:৬; যিশাইয় ৪৬:৪; ২ করিন্থীয় ৪:১৬-১৮; ২ করিন্থীয় ৫:১-৯; ফিলিপীয় ১:২১; ২ তীমথিয় ৪:৭-৮

প্রেম

মার্ক ১২:২৯-৩১; যোহন ১৩:৩৪-৩৫; রোমীয় ৫:৫; রোমীয় ১২:৯-২১; রোমীয় ১৩:৮; ১ করিন্থীয় ১৩:১-১৩; গালাতীয় ৫:২২-২৩; ইফিষীয় ৪:৩১-৩২; ইফিষীয় ৫:১-২; কলসীয় ৩:১২-১৪; ১ থিষলনীকীয় ৪:৯-১০; ১ তীমথিয় ১:৫; ইব্রীয় ৬:১০; ১ যোহন ২:৯-১১; ১ যোহন ৩:১৪-১৮; ১ যোহন ৪:৭-১২; ১ যোহন ৪:১৬-২১; যিহূদা ১:২০-২১

মন

১ বংশাবলি ২৮:৯; ইয়োব ৩৮:৩৬; গীতসংহিতা ২৬:২; গীতসংহিতা ১৯:৭,১৪; গীতসংহিতা ২৩:৩; গীতসংহিতা ৩৫:৯; গীতসংহিতা ৪২:৫,৬,১১; গীতসংহিতা ৬২:১,৫; গীতসংহিতা ৯৪:১৯; গীতসংহিতা ১০৩:১,২; গীতসংহিতা ১৩১:২; গীতসংহিতা ১৩৮:৩; গীতসংহিতা ১৩৯:২; যিশাইয় ২৬:৩,৯; যিশাইয় ৫৫:৭-৯; বিলাপ ৩:২১-২৩; মথি ৫:২৮; মথি ১৫:১৮-১৯; মার্ক ১২:৩০; রোমীয় ৮:৫-৮; রোমীয় ১২:১-২,১৬; রোমীয় ১৪:৫; ১ করিন্থীয় ২:১৬; ২ করিন্থীয় ১০:৩-৫; ইফিষীয় ৪:২৩-২৪; ফিলিপীয় ২:৩,৫-৮,১৫; ফিলিপীয় ৩:১২-১৫; ফিলিপীয় ৪:৮; কলসীয় ৩:২-৩; ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩; ২ তীমথিয় ১:৭; ইব্রীয় ৪:১২; ইব্রীয় ৮:১০; ১ পিতর ২:১১; ১ পিতর ৪:১; যাকোব ১:২১; ৩ যোহন ২

শান্তি (ভয়, উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা অতিক্রম করা)

বিচারকর্তৃগণ ৬:২৩-২৪; গীতসংহিতা ৪:৮; গীতসংহিতা ৩৭:১১,৩৭; গীতসংহিতা ১১৯:১৬৫; যিশাইয় ৯:৬-৭; যিশাইয় ২৬:৩,১২; যিশাইয় ৩২:১৭-১৮; যিশাইয় ৪৮:১৭-১৮; যিশাইয় ৫৩:৫; যিশাইয় ৫৪:১০,১৩; যিশাইয় ৫৫:১২; মথি ৫:৯; যোহন ১৪:২৭; যোহন ১৬:৩৩; রোমীয় ৫:১; রোমীয় ৮:৬; রোমীয় ১২:১৮; রোমীয় ১৪:১৭-১৯; রোমীয় ১৫:১৩,৩৩; রোমীয় ১৬:২০; ১ করিন্থীয় ১:৩; ১ করিন্থীয় ১৪:৩৩; ২ করিন্থীয় ১৩:১১; গালাতীয় ৫:২২-২৩; ফিলিপীয় ৪:৬-৯; ২ থিষলনীকীয় ৩:১৬; ইব্রীয় ১২:১৪

পদোন্নতি

দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১৩; ইয়োব ৮:৬-৭; গীতসংহিতা ৩৭:৪-৫; গীতসংহিতা ৭৫:৬-৭; হিতোপদেশ ১৬:৩; হিতোপদেশ ২২:৪; হিতোপদেশ ২২:২৯; যিশাইয় ১:১৯; যিশাইয় ৪৮:১৭; যিশাইয় ৫৪:১-৩; যিশাইয় ৬০:২২; যোহন ১৫:৫; ১ তীমথিয় ৬:১৭

সমৃদ্ধি ও সাফল্য

আদিপুস্তক ২৬:১২; আদিপুস্তক ৩৯:২-৩,২৩; দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:৯; দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৫; যিহোশূয় ১:৭-৮; ১ রাজাবলি ২:৩; ২ বংশাবলি ২০:২০; ২ বংশাবলি ২৬:৫; ২ বংশাবলি ৩১:২১; নহিমিয় ২:২০; ইয়োব ৮:৬-৭; ইয়োব ৩৬:১০-১১; গীতসংহিতা ১:১-৩; গীতসংহিতা ২৫:১২-১৩; গীতসংহিতা ৩৫:২৭; গীতসংহিতা ১১৮:২৫; হিতোপদেশ ২৮:২৫; সখরিয় ৮:১২; ৩ যোহন ১:২; (এ ছাড়াও দেখুন আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া)

সুরক্ষা

গীতসংহিতা ৩:৩-৬; গীতসংহিতা ২৭:১-৫; গীতসংহিতা ৩২:৭; গীতসংহিতা ৩৪:৪,৭,১৭,১৯; গীতসংহিতা ৫০:১৫; গীতসংহিতা ৯১:১০-১২; গীতসংহিতা ১২১:১-৮; হিতোপদেশ ১৯:২৩; হিতোপদেশ ২১:৩১; যিশাইয় ৫৪:১৪-১৫,১৭; যিশাইয় ৫৯:১৯

ঈশ্বরের যোগান

আদিপুস্তক ২২:১৩-১৪; গীতসংহিতা ২৩:১-৬; গীতসংহিতা ৩৪:৯-১০; গীতসংহিতা ৩৭:২৫; গীতসংহিতা ৮৪:১১; মথি ৬:৩১-৩৩; ২ করিন্থীয় ৯:৬-৮; ফিলিপীয় ৪:১৯.

নীরবতা

গীতসংহিতা ১৩১:২; যিশাইয় ৩০:১৫; যিশাইয় ৩২:১৭-১৮; বিলাপ ৩:২৬; সফনিয় ৩:১৭; ১ থিষলনীকীয় ৪:১১; ২ থিষলনীকীয় ৩:১১-১২; ১ পিতর ৩:৩-৪

মৃতদের বেঁচে ওঠা

১ রাজাবলি ১৭:১৭-২৪; ২ রাজাবলি ৪:৩২-৩৭; ২ রাজাবলি ১৩:২০-২১; মথি ১০:৭-৮; মথি ১১:৪-৫; মার্ক ৫:৩৫-৪৩; লূক ৭:১১-১৭; যোহন ১১:৩৮-৪৫; প্রেরিত্ ৯:৩৬-৪২; প্রেরিত্ ১৪:১৯-২০; প্রেরিত্ ২০:৯-১০; প্রেরিত্ ২৬:৮; রোমীয় ৪:১৭; ইব্রীয় ১১:৩৫

নিদ্রা

গীতসংহিতা ৪:৮; গীতসংহিতা ১৬:৭; গীতসংহিতা ১২৭:২; হিতোপদেশ ৩:২৪; হিতোপদেশ ৬:২২-২৩

পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া ও চালিত হওয়া

মথি ৪:১; যোহন ১৬:১৩-১৫; প্রেরিত্ ৫:৩২; প্রেরিত্ ৮:২৯; প্রেরিত্ ১০:১৯-২০; প্রেরিত্ ১৩:২-৩; প্রেরিত্ ১৫:২৮-২৯; প্রেরিত্ ১৬:৬-১০; প্রেরিত্ ১৮:৫; প্রেরিত্ ১৯:২১; প্রেরিত্ ২০:২২-২৩; প্রেরিত্ ২১:৪; প্রেরিত্ ২১:১০-১১; রোমীয় ৮:১-২,১৩-১৭; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪; গালাতীয় ৫:১৬-২৬; ইফিষীয় ৪:৩০; ইফিষীয় ৫:১৭-২১; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৯

সামর্থ্য/শক্তি

যাত্রাপুস্তক ১৫:২; দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৫; ১ শমূয়েল ৩০:৬; ২ শমূয়েল ২২:৩৩; গীতসংহিতা ২৭:১,১৪; গীতসংহিতা ৩১:২৪; গীতসংহিতা ৪৬:১-৩; গীতসংহিতা ৭৩:২৬; যিশাইয় ১১:২; যিশাইয় ২৮:৫-৬; যিশাইয় ৪০:২৮-৩১; যিশাইয় ৪১:১০; ২ করিন্থীয় ১২:৯; ইফিষীয় ৩:১৬; ইফিষীয় ৬:১০; ফিলিপীয় ৪:১৩; কলসীয় ১:১১

স্ত্রী

হিতোপদেশ ১২:৪; হিতোপদেশ ১৪:১; হিতোপদেশ ৩১:১০-৩১; ১ করিন্থীয় ৭:২-৪,১০-১১; ইফিষীয় ৫:২২-২৪,৩৩; কলসীয় ৩:১৮; তীত ২:১-৫; ১ পিতর ৩:১-৬

প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি

আদিপুস্তক ৪১:৩৮-৩৯; যাত্রাপুস্তক ৩১:১-৫; যাত্রাপুস্তক ৩৫:৩০-৩৫; যাত্রাপুস্তক ৩৬:১; ১ বংশাবলি ২৮:১১-১২,১৯; ১ রাজাবলি ৪:২৯; ইয়োব ১২:১৩; ইয়োব ২৮:২০,২৮; ইয়োব ৩২:৮; গীতসংহিতা ১৮:২৮; গীতসংহিতা ২৫:১৪; গীতসংহিতা ৫১:৬; গীতসংহিতা ১১১:১০; গীতসংহিতা ১১২:৫; গীতসংহিতা ১১৯:৯৭-৯৯,১৩০; হিতোপদেশ ২:৬; হিতোপদেশ ৩:৩২; হিতোপদেশ ৪:৫-৯; হিতোপদেশ ৮:১১-২১; হিতোপদেশ ২০:২৭; যিশাইয় ১১:১-২; যিশাইয় ২৮:২৩-২৯; যিশাইয় ২৯:২৪; যিশাইয় ৪০:২৮; যিরমিয় ৫১:১৫; দানিয়েল ১:১৭; দানিয়েল ২:২০-২২,২৮; দানিয়েল ৫:১২-১৪; লূক ২৪:৪৫; ১ করিন্থীয় ২:৯-১২; যাকোব ১:৫

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন "অল পিপলস্ চার্চ" এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses-Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন: **bookrequest@apcwo.org**
* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

একটি সপ্তাহান্তিক স্কুলে অংশগ্রহণ করুন

বেঙ্গালুরু শহরে আয়োজিত সপ্তাহান্তিক স্কুলের উদ্দেশ্য হল বিশ্বাসীদের জীবন ও পরিচর্যার নির্দিষ্ট দিকে তৈরি করা ও প্রশিক্ষিত করা। এই ক্লাসগুলি সুবিধা অনুযায়ী রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই সপ্তাহান্তর স্কুল অন্যান্য মণ্ডলী ও ডিনোমিনেশনের প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে যারা প্রশিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। নিচে কয়েকটি সপ্তাহান্তিক স্কুলের তালিকা দেওয়া হল যা বর্তমানে আয়োজিত করা হচ্ছে।

- ভাববাণী পরিচর্যার সপ্তাহান্তিক স্কুল
- আরোগ্যদান ও মন্দ আত্মা থেকে মুক্ত করার সপ্তাহান্তিক স্কুল
- আত্মার বরদান সপ্তাহান্তিক স্কুল
- প্রার্থনা ও মধ্যস্ততার সপ্তাহান্তিক স্কুল
- অন্তরের সম্পূর্ণতা লাভের সপ্তাহান্তিক স্কুল
- জীবনশৈলী দ্বারা সুসমাচার প্রচারের সপ্তাহান্তিক স্কুল
- কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর সপ্তাহান্তিক স্কুল
- আরবান মিশন ও মণ্ডলী স্থাপনের সপ্তাহান্তিক স্কুল
- খ্রিস্টিয়ান আপলোজেটিক্স সপ্তাহান্তিক স্কুল

বর্তমানে সময়সূচীর জন্য ও অনলাইন রেজিস্টার করার জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/weekendschool**

খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করুন

অল পিপলস্ চার্চ পালকদের জন্য, স্থানীয় মণ্ডলীর নেতাদের জন্য, খ্রীষ্টিয় সংস্থার নেতাদের জন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যারা খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার সাথে যুক্ত আছে, তাদের জন্য আত্মায় অভিষিক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। অভিষিক্ত শিক্ষা, আত্মা দ্বারা পরিচালিত পরিচর্যা ছাড়াও, আমাদের দলের লোকেরা অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা ও কথোপকথন করে। প্রত্যেকটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত ২-৩ দিনের জন্য আয়োজন করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষিত হয় এবং শক্তিযুক্ত হয়ে, পরিচর্যার জন্য আরও কার্যকারী হয়ে সম্মলন থেকে বেরিয়ে আসে। খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত কোন একটা স্থানীয় মণ্ডলীর দ্বারা, খ্রীষ্টিয় সংস্থার দ্বারা, অথবা কোন মিশন সংস্থার দ্বারা আয়জিত হয়। যে সংস্থা অথবা মণ্ডলী এই সভাটির আয়োজন করে, তারাই সমস্ত খরচ বহন করে ও সকল অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানায়। All Peoples Church তাদের পরিচর্যাকারী দলকে প্রেরণ করবে যাতে তারা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের পরিচর্যা করতে পারে।

যে বিষয়গুলি আমাদের পরিচর্যাকারী দল শিক্ষা দেয়ঃ

- **Revivals, Visitations and Moves of God**
- **Presence and Glory**
- **Kingdom Builders (ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী)**
- **Level Ground**
- **The House of God**
- **Apostolic and Prophetic Ministry**
- **Ministering Healing and Deliverance**
- **Gifts of the Spirit**
- **Marriage and Family**
- **Equipping the Saints and marketplace Transformation**

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের বিষয়গুলির তালিকার জন্য, **apcwo.org/CLC** ওয়েবসাইট দেখুন।

একটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন আয়োজন করতে গেলে, আমাদের ইমেইল করুনঃ contact@apcwo.org

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for

"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

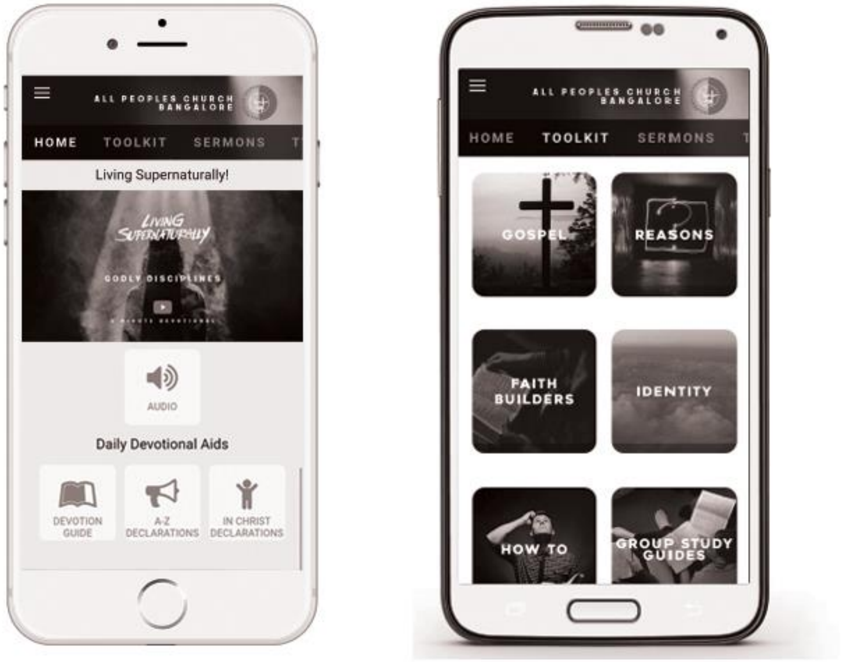

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট: এই দর্শনের অংশীদার হন

বিল্ড

APC World Outreach & Equipping Center বেঙ্গালুরুতে একটি বিশ্বমানের স্টেট-অফ-দা-আর্ট প্রশিক্ষণ সেন্টার ও মিশনের ঘাঁটি হতে চলেছে যা সমগ্র দেশ জুড়ে খ্রীষ্টের দেহকে সেবা করবে।

ইম্প্যাক্ট

আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করার দ্বারা আমরা আত্মায় অভিষিক্ত, বাইবেল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবো যা নতুন প্রজন্মের খ্রীষ্টিয় নেতাদের প্রশিক্ষিত করবে, প্রেরণ করবে ও সহযোগিতা করবে, উভয় স্থানীয় ভাবে ও বিশ্বব্যাপী ভাবে। এই স্থানে থাকবে একটি বাইবেল কলেজ যেখানে রেসিডেনশিয়াল ও নন-রেসিডেনশিয়াল শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ লাভ করবে, লাইভ ও অফ-লাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং একটি মেডিয়া সেন্টার উপস্থিত থাকবে এই বিশ্বে লোকেদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। এই স্থানে একটি আরাধনা গৃহ, শিশুদের ও যুবক-যুবতীদের জন্য একটি কেন্দ্র ও ২৪*৭ প্রার্থনার একটি কেন্দ্র উপস্থিত থাকবে।

প্রভু আপনাকে যেমন ভাবে পরিচালনা করেন ও সক্ষম করেন, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই যেকোনো পরিমাণের আর্থিক সাহায্য করতে ও আমাদের এই দর্শনের সাথে অংশীদারিত্ব করতে ও এই বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট সেন্টারটি নির্মাণ করতে সাহায্য করতে। বেঙ্গালুরুতে APC World Outreach & Equipping Center জন্য আর্থিক অবদানের জন্য এবং এই চলমান বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট প্রোজেক্টের জন্য, নিচে দেওয়া তথ্য ব্যবহার করুন:

Wire Transfer	Cheques
Account: **All Peoples Church Building Fund AC** Account No: 520101021447450 IFSC Code: CORP0000656 Bank Name: Corporation Bank Branch Name: R.T Nagar Branch, Bangalore	In favor of: **All Peoples Church Building Fund AC** Cheques can be mailed to: All Peoples Church, #319, 2nd Floor, 7th Main, 2nd Block HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore 560043, Karnataka, India

যেকোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকে আপনার অবদান আমরা স্বাগত জানাই। বিদেশী অর্থ সাহায্য লাভ করার সুব্যবস্থা আমাদের কাছে উপলব্ধ নেই। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, আমাদের এই ঠিকানায় ইমেইল করুন: buildtoimpact@apcwo.org

প্রোজেক্টের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য দয়া করে এই ওয়েবসাইটে যান:

apcwo.org/buildtoimpact

All Peoples Church বাইবেল কলেজ
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ
এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রুবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

আমরা জানি যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন। এই ভাবেই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পরাক্রম দ্বারা, যা তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে মুক্ত করেছেন। ঈশ্বরের বাক্য হল ঈশ্বরের জীবন ও শক্তির বাহক, যা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর বাক্য দিয়েছেন এবং তাঁর বাক্যের ক্ষমতার দ্বারা আমাদের মধ্যে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে আমাদের তাঁর বাক্যকে গ্রহণ করা উচিৎ যাতে তাঁর বাক্যের মধ্যে জীবন ও শক্তি আমাদের জীবনে উন্মুক্ত হতে পারে, এবং তাঁর অলৌকিক কাজ আমাদের জীবনে ঘটতে পারে। যদিও এটা সত্য যে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁর কাজকে অলৌকিক ভাবে প্রকাশ করে থাকেন চিহ্ন কাজ সহকারে, আমরা যেন ভুলে না যাই যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে কাজ করেন। অনেক বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের অলৌকিক কাজকে হাতছাড়া করে, যেটা ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, কারণ সেই মানুষেরা অসাধারণ ও দৃশ্যমান বিষয়গুলির অন্বেষণ করে। এই পুস্তকটি আমাদের কাছে সরল সত্যগুলিকে উন্মোচন করে যা আমাদেরকে সাহায্য করবে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজকে গ্রহণ করতে ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে, যা তিনি তাঁর বাক্য, অলৌকিক কার্যকারী বীজের মধ্যে দিয়ে মুক্ত করে থাকেন।

আশিস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org